NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৫-২৬ বস্ত্র শিল্পকে চাঙ্গা করবে: গিরিরাজ সিং

ইংরেজি ক্যালেন্ডারের ইতিহাসের পাতায় জন্ম বৃত্তান্ত ৮

কলকাতা ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ২৬ মাঘ ১৪৩১ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৩৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 09.02.2025, Vol.18, Issue No. 239 8 Pages, Price 3.00

দিল্লিতে গেরুয়া ঝড়ে চাঙ্গা বঙ্গ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আড়াই দশকেরও বেশি সময় পর দিল্লিতে ফুটল পদ্মফুল। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টিকে হারিয়ে দিল্লিতে এবার বিজেপিরাজ। আর এই ফলাফল দেখে উচ্ছ্বসিত বঙ্গ বিজেপিও। ২০২৬-এ বাংলায়ও বদল হবে, তৃণমূলকে সরিয়ে রাজ্যে ক্ষমতায় আসবে গেরুয়া শিবির, আত্মবিশ্বাসী শুভেন্দু অধিকারী-সুকান্ত মজুমদার। যদিও তাঁদের সেই দাবি নস্যাৎ করে দিয়েছেন তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। তাঁর সাফ কথা, দিল্লির ভোটের ফলাফলের কোনও প্রভাব বাংলায় পড়বে না। কিন্তু দিল্লিতে বিজেপির প্রত্যাবর্তন বাংলার গেরুয়া শিবিরের 'মরা গাঙে জোয়ার' আনবে বলে আত্মবিশ্বাসী সুকান্ত-শুভেন্দুরা। এদিন মহিষাদল থেকে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'ঐক্যবদ্ধ হোন, বাংলাতেও পরিবর্তন হবে।' একই সুর পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের গলাতেও একই সুর। বলছেন, 'মানুষ মোদিজির উপর আস্থা রেখেছেন। বাংলাতেও বদল আসবে।' বিজেপি ওয়েস্টবেঙ্গল পেজেও লেখা হয়েছে, 'দিল্লিতে বিদায় হল আপ। এবার যাবে পশ্চিমবঙ্গের পাপ।' যদিও বিষয়টাকে আমল দিতে নারাজ কুণাল। বলেন, '২০২৬, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন। তৃণমূল আড়াই শোর বেশি আসন নিয়ে চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাকি কোথায় কী হল, আমাদের বিষয় নয়। দিল্লির বিষয় দিল্লিতে। এখানে কোনও মন্তব্য নেই। বাংলায় ওসবের প্রভাবও নেই।'

কেজরি-মণীশের যাত্রা ভঙ্গ কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি: দিল্লির ভোটে 'ইন্ডিয়া' মঞ্চে ফাটলের সুফল পেল বিজেপি। আম আদমি পার্টি (আপ) ক্ষমতাচ্যুত তো হলই, জিততে পারলেন না অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং মণীশ সিসোদিয়াও। নির্বাচনের ফলাফলে পরিষ্কার, কংগ্রেসের সঙ্গে ভোট কাটাকাটিতেই হারতে হয়েছে দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কেজরি এবং প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশকে। কোনও ক্রমে রক্ষা পেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী আতিশী মার্লেনা। লোকসভা নির্বাচনে দিল্লিতে কংগ্রেস এবং আপের আসনরফা হলেও দিল্লি ভোটে যে তা হবে না, আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন কেজরি। সেই মতো কংগ্রেসও কেজরির বিরুদ্ধে সম্মুখসমরে নেমেছিল। তারই খেসারত দিতে হল দুই দলকে! এ বারও কংগ্রেস শূন্য। শুধু তা-ই নয়, নিজেরা শূন্য হয়ে কেজরি এবং মণীশেরও যাত্রাভঙ্গ করেছে কংগ্রেস।

জামানত জব্দ হল শীলার পুত্রের

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি: 'দুর্নীতি'র অস্ত্রে দিল্লির তিন বারের মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিতকে ঘায়েল করেছিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ১২ বছর পর সেই কেজরিকে 'হারিয়ে'ই মায়ের হারের 'বদলা' নিলেন শীলার পুত্র সন্দীপ। তবে নিজের জামানত জব্দ হল তাঁর। নয়াদিল্লি আসনের দিকে এ বার নজর ছিল। সম্মান বাঁচানোর লড়াইয়ে নেমেছিলেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল। তাঁর বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রার্থী করেছিল শীলার পুত্র প্রাক্তন সাংসদ সন্দীপকে।

রাজধানীর রং গেরুয়া

২৭ বছর পর দিল্লির মসনদ দখল বিজেপির

বিজেপি জিতেছে ৪৮টি আসন, আপ ২২টি

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি: ২৭ বছরের অপেক্ষার অবসান। এবার দিল্লির রং গেরুয়া।

এক্সিট পোলের ইঙ্গিত সত্যি করে দিল্লির মসনদ বিজেপির। দিল্লি বিধানসভার ৭০ টি আসনের মধ্যে বিজেপি ৪৮টি আসনে জয়লাভ করেছে। আপ সেখানে মাত্র ২২টিতে জিতেছে। তার চেয়েও বড় ধাক্কা, গেরুয়া ঝড়ে পরাজিত হয়েছেন আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও দিল্লির প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া।

জঙ্গপুরা আসনে ৬৭৫ ভোটে হারতে হয়েছে মণীশ সিসোদিয়াকে। অন্যদিকে নয়াদিল্লি আসনে ৩ হাজার ভোটে হার অরবিন্দ কেজরিওয়ালের। স্বাভাবিক ভাবেই এই দুই হেভিওয়েট নেতার পরাজয় যেন শনিবাসরীয় সকাল-দুপুরে আপের পরাজয়ের প্রতীকী ছবি হয়ে উঠে এসেছিল। যদিও দিল্লির বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী অতিশী মার্লেনা জিতে গিয়েছেন। কিন্তু আপের সামগ্রিক ফলকে চিহ্নিত করছে কেজরি-সিসোদিয়ার পরাজয়ই।

দিনের শুরুতে আপের আত্মবিশ্বাস অটুট থাকলেও বেলা যত গড়িয়েছে ততই স্পষ্ট হয়েছে দিল্লির মানুষের রায় পরিবর্তনের দিকেই এগিয়েছে। আগের দুবার আপের জয় ছিল ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের মতো। ২০১৫ সালে যেখানে আপ পেয়েছিল ৬৭টি আসন, সেখানে ২০২০ সালে তাদের সংগ্রহে ছিল ৬২। কিন্তু এবার খাতা একেবারেই উলটে যাবে বলেই মনে করা হয়েছিল। আপ শেষ-পর্যন্ত কুড়ির বেশি আসন আদৌ পাবে কিনা তা নিয়েই সংশয়। তবে সেই সংখ্যা যদি অল্প বাড়েও।

দিল্লি বিধানসভা ভোটের ফলাফল বলছে, একাধিক আসনে কংগ্রেসের ভোট কাটাকাটির জন্য আম আদমি পার্টির প্রার্থীরা হেরে গিয়েছেন।

সেই তালিকায় রয়েছেন কেজরি স্বয়ং। রয়েছেন মণীশ সিসোদিয়ার মতো নেতাও। ফলে সর্বভারতীয় স্তরে বিজেপি-বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'য় থাকা দুই দল আপ এবং কংগ্রেস একসঙ্গে লড়লে কী হত, সেই জল্পনা থেকেই যাচ্ছে। যদিও বিজেপি-বিরোধী একাধিক আঞ্চলিক দল ইতিমধ্যেই বলতে শুরু করেছে, লোকসভায় একটু ভাল ফল করতেই কংগ্রেসের পুরনো 'বিগ ব্রাদার অ্যাটিটিউড' (দাদাগিরি) বেআব্রু হয়ে যাচ্ছে। যার 'সুফল' পাচ্ছে বিজেপি।

গত পাঁচ বছরে নানা কারণে কেজরিওয়ালের দিক থেকে জনসমর্থন যে সরেছে, তা ভোটের ফলে স্পষ্ট। এক ঝটকায় কমে গিয়েছে প্রায় ৭ শতাংশ ভোট।

মানুষের রায় মেনে নিচ্ছি: কেজরি

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি: রাজনীতিতে কোনও লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে আসেননি। মানুষের রায় মাথা পেতে নিচ্ছেন। দিল্লিতে ভরাডুবির পর জানালেন আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আগামী দিনে দিল্লিতে তাঁরা গঠনমূলক বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করবেন, জানিয়েছেন তিনি। ভোটে হেরে গেলেও দিল্লির আপ কর্মীদের পরিশ্রমকে কুর্নিশ জানিয়েছেন কেজরি। বিধানসভা নির্বাচনের ফল স্পষ্ট হতেই সমাজমাধ্যমে ভিডিয়োবার্তা দিয়েছেন কেজরিওয়াল। বলেছেন, 'দিল্লির ভোটের ফল প্রকাশিত। জনতার এই রায় আমরা মাথা পেতে নিচ্ছি। বিজেপিকে জয়ের জন্য অভিনন্দন। যে আশা নিয়ে মানুষ ওদের ভোট দিয়েছেন, আশা করি ওরা তা পূরণ করব।' দিল্লিতে আপের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করে কেজরি আরও বলেন, 'গত ১০ বছরে আমরা অনেক কাজ করেছি। দিল্লিতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জল; সব ক্ষেত্রে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার চেষ্টা করেছি। দেশের রাজধানীর পরিকাঠামোগত উন্নয়নের চেষ্টা করেছি। এখন দিল্লির মানুষের রায় অনুযায়ী আমরা এখানে গঠনমূলক বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করব।' মানুষের জন্য কাজ চালিয়ে যাবেন, বার্তা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর। তিনি বলেন, 'সমাজসেবা এবং মানুষের হিতার্থে আমরা কাজ চালিয়ে যাব। মানুষের সুখেদুঃখে পাশে থাকব। রাজনীতিতে আমরা কোনও লাভের আশা নিয়ে আসিনি। রাজনীতি হল মানুষের জন্য কাজ করার মাধ্যম। সেই কাজ আমরা করে যাব। আপের সব কর্মীকে অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ। ওঁরা এই নির্বাচনের জন্য অনেক পরিশ্রম করেছেন।'

বিধানসভা ভোটে জিতেই দিল্লিবাসীকে 'উন্নয়নের গ্যারান্টি' দিলেন মোদি

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি: দিল্লিতে বিরাট জয়ের পর আম আদমি পার্টিকে 'বেইমান' বলে তুলোধোনা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। ২৭ বছর পর রাজধানীতে গেরুয়া পতাকা পুঁতে মোদির বার্তা, 'শর্টকাটের রাজনীতি শর্ট সার্কিটের কবলে।' পাশাপাশি এই ঐতিহাসিক জয়ের জন্য দিল্লিবাসীকে ধন্যবাদ দিলেন তিনি। জানিয়ে দিলেন, সবকা সাথ, সবকা বিকাশের লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাবে বিজেপি সরকার। তিনি বলেন, 'আজ দিল্লিবাসীর অত্যন্ত উৎসাহিত ও স্বস্তিতে রয়েছেন। উৎসাহ হল জয়ের আনন্দ ও স্বস্তি দিল্লিকে আপ-দা মুক্ত করার। দিল্লির মানুষ আমাদের হৃদয় খুলে আশীর্বাদ করেছেন। এই বিশ্বাসের দাম ডবল ইঞ্জিনের সরকার দেবে।'

এরপরই আম আদমি পার্টিকে তোপ দেগে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দিল্লিতে আড়ম্বর, অরাজকতা ও আপদার রাজনীতির হার হয়েছে। জনাদেশে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে রাজনীতিতে শর্টকার্ট ও মিথ্যার কোনও জায়গা নেই। শর্টকাটের রাজনীতিকে শর্টসার্কিট করে দিয়েছে জনতা। হরিয়ানার পর মহারাষ্ট্রে নয়া রেকর্ড গড়েছি এবার দিল্লিতেও ইতিহাস গড়েছি আমরা।' দিল্লির মহিলাদের ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ওড়িশা, হরিয়ানা বা মহারাষ্ট্র সর্বত্র নারীশক্তি আমাদের আশীর্বাদ করেছে। আমরা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা পালন করেছি। দিল্লিতেও প্রতিশ্রুতি পূরণ করব। এটা মোদির গ্যারান্টি।' শুধু তাই নয় প্রধানমন্ত্রী গ্যারান্টি দেন, 'দিল্লির প্রথম অধিবেশনে সিএজি রিপোর্ট পেশ করা হবে। যারা দুর্নীতি করেছে তাদের সব ফেরত দিতে হবে।'

আম আদমি পার্টিকে বেইমান বলে তোপ দেগে তিনি আরও বলেন, 'আপ-দা এসেছিল এরা রাজনীতি বদলে দেবে কিন্তু দেখা গেল এরা কট্টর বেইমান। যারা দুর্নীতি দূর করার বার্তা দিয়ে রাজনীতিতে এসেছিল তাঁরা নিজেরাই দুর্নীতিতে পাকে ডুবেছে। ভাঙা রাস্তা, নোংরার গাদা, বিষাক্ত বাতাসের মতো নানা সমস্যায় জর্জরিত ছিল দিল্লি। কথা দিচ্ছি, আমরা দিল্লিকে আধুনিক শহর হিসেবে তৈরি করব।' যমুনা প্রসঙ্গেও এদিন মুখ খোলেন প্রধানমন্ত্রী। বলেন, আমাদের শাস্ত্রে রয়েছে যমুনার কথা। সেই যমুনাকে এতদিন 'আপ-দা' অপমান করেছে। আমি কথা দিচ্ছি দিল্লি শহরের নয়া পরিচয় হয়ে উঠবে যমুনা।'

দিল্লির জয় স্পষ্ট হতেই দিল্লিবাসীর উদ্দেশে বার্তা দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। এই জয়কে তিনি 'উন্নয়ন এবং সুশাসনের জয়' বলে উল্লেখ করেছেন। পোস্টে তিনি প্রথমেই দিল্লিবাসীকে ধন্যবাদ জানান। তাঁর কথায়, 'মানুষের আশীর্বাদ পাওয়ায় আমরা সম্মানিত।' তার পরই তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, 'দিল্লির উন্নয়নে আমরা কোনও রকম ফাঁক রাখব না। দিল্লিবাসীর জীবনযাত্রাকে আরও উন্নত করে তুলতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' 'বিকশিত ভারত'-এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ হবে দিল্লি, জানান মোদি। একই সঙ্গে দিল্লিতে জয়ের জন্য বিজেপি কর্মীদেরও ধন্যবাদ জানান। মোদি মনে করেন, তাঁদের কঠোর পরিশ্রম ছাড়া এই জয় সম্ভব হত না।

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথম বার মোদি দিল্লি জয়ের স্বাদ পেলেন। দিল্লির বিধানসভা ভোটে জিতে দিল্লিবাসীকে 'গ্যারান্টি' দিলেন মোদি। 'উন্নয়নের গ্যারান্টি'।

কথায় কান দেয়নি, মদেই মন ছিল কেজরির: আন্না হাজারে

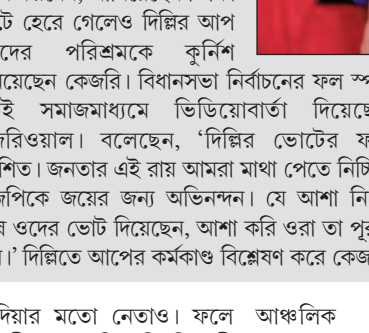

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি: একদা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের রাজনৈতিক গুরু ছিলেন আন্না হাজারে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবই বোধহয় বদলে যায়। কয়েক বছর ধরেই প্রকাশ্যে এসেছে আন্নার সঙ্গে কেজরির ক্রমবর্ধমান দূরত্বের বিষয়টি। এবার প্রাক্তন শিষ্যের ক্ষমতা হারানোর মুহূর্তে গর্জে উঠলেন প্রবীণ জননেতা। দাবি করলেন, অর্থশক্তির নেশায় বুঁদ কেজরি মন দিয়েছিলেন মদের দিকে। শোনেননি সতর্কবাণী। আর সেই কারণেই এবার পরাজয়ের মুখ দেখতে হচ্ছে আপকে। প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই জানা গিয়েছে নিজের কেন্দ্র নয়াদিল্লিতে ৩ হাজার ভোটে হারতে হয়েছে কেজরিকে।

২০১১ সালে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দেশের অন্যতম মুখ হয়ে ওঠা আন্নাকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'আমি বরাবরই বলে এসেছি প্রার্থীর স্বভাব, ভাবনাচিন্তা হতে হয় বিশুদ্ধ। জীবনে কাউকে দোষারোপ না করে ত্যাগ করাই দস্তুর হওয়া উচিত। এই গুণগুলিই ভোটারদের কাছে ওকে বিশ্বস্ত করে তুলেছিল। আমি ওকে বলেছিলাম। কিন্তু ও কথা শোনেনি। ও অর্থক্ষমতায় বুঁদ হয়ে পড়েছিল।'

প্রসঙ্গত, ২০২২ সালে আবগারি নীতি নিয়ে বিরোধীরা সরব হতেই আন্না চিঠি লিখেছিলেন, 'তুমি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে এই প্রথম তোমাকে লিখছি। কেননা তোমার সরকারের আবগারি নীতি নিয়ে যা খবর পাচ্ছি তা আমাকে ব্যথিত করেছে। মদের মতো টাকাও নেশাচ্ছন্ন করে তোলে। ক্ষমতা তোমাকে মাতাল করেছে।'

বিজিবিএস-এর বিনিয়োগ প্রস্তাব দ্রুত রূপায়নে কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন থেকে আসা বিনিয়োগের প্রস্তাবগুলি দ্রুত রূপায়নের জন্য কমিটি গড়ল রাজ্য সরকার। শিল্প ছাড়াও বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে নিবিড় সমন্বয় ও নতুন শিল্প গড়তে বিভিন্ন বিভাগের ছাড়পত্র পেতে শিল্পপতিদের যেন কোন অসুবিধা না হয় সেই লক্ষ্যে এই কমিটি গড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ-এর নেতৃত্বে রাজ্য স্তরের এই সমন্বয় কমিটি কাজ করবে। ১৯ সদস্যের স্টেট লেভেল ইনভেসমেন্ট সিনার্জি কমিটি নামে এই কমিটিতে শিল্প ছাড়াও অর্থ, বিদ্যুৎ, পরিবেশ, দমকলের মতো বিভিন্ন দপ্তরের সচিবদের রাখা হয়েছে। পাশাপাশি, পুলিশের শীর্ষ কর্তারাও রয়েছেন। ইতিমধ্যেই এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে মুখ্যসচিবের দপ্তর থেকে। পাশাপাশি, জেলাস্তরেও জেলাশাসকের নেতৃত্বে একটি করে কমিটি তৈরি করা হয়েছে। এই কমিটিকে রাজ্য কমিটির সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করার কথা বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, পারস্পরিক সমন্বয়ের জন্য এই কমিটি তৈরি গড়ার কথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত পাঁচ তারিখে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেছিলেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি সুবল চন্দ্র দেবনাথ পিতা-মৃত সুশীল চন্দ্র দেবনাথ সাং ওলাদেবীতলা রোড নবদ্বীপ জেলা নদীয়ার বাসিন্দা। থানা নবদ্বীপ এলাকাধীন ২০ নং নবদ্বীপ মৌজার এল আর-৩১৪০৬ নং খতিয়ান ভুক্ত এল আর ৬১০১ নং দাগের ১.২৪ শতক ও এল আর ১৩৩৪৬ খতিয়ান ভুক্ত এল আর ৬১০১ নং দাগের ১.২৪ শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ১৭/০১/২০২৪ তারিখে এ ডি এস আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৫৫নং আমমোক্তার দলিল বলে সাং-বাবলারি দেওয়ানগঞ্জ ও ব্যাদরাপাড়া বাই লেন নবদ্বীপ জেলা-নদীয়া নিবাসী শঙ্কর দাস, পিতা-মৃত মনি মোহন দাস ও লক্ষণ কুমার সেন পিতামৃত নিমাই সেন-এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং-২৪/০১/২০২৪ তারিখে এ ডি এস আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রি কৃত ২৩১নং দলিল দ্বারা সাং-নারায়নপুর পাটুলী,জেলা - পূর্ব বর্ধমান নিবাসী প্রসেনজিত বৈদ্য পিতা রমেশ বৈদ্য -কে বিক্রয় করি। আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. অফিসে যোগাযোগ করুন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা প্রদীপ ঘোষ পিতা নিমাই ঘোষ সাং শ্রীনাথপুর, ও সঞ্জীব ভট্টাচার্য্য পিতা-মৃত ফণীভূষণ ভট্টাচার্য্য সাং বামনপুকুর দে পাড়া জেলা নদীয়ার বাসিন্দা। থানা নবদ্বীপ এলাকাধীন ৯ নং বামন পুকুর মৌজার এল আর-১৪০৯ নং খতিয়ান ভুক্ত এল আর ৩৩৯ নং দাগের ৬.০৫৫ শতক ও এল আর - ২১৩২ নং খতিয়ান ভুক্ত এল আর ৩৩৯ দাগের ০৪ শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ০৭/০২/২০২৩ তারিখে এ ডি এস আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩৫৯ ও উক্ত অফিসে ইং ২৯/১২/২০২২ তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত ৪৩০১নং আমমোক্তার দলিল বলে জেলা-নদীয়া নিবাসী পার্থ প্রতিম ভট্টাচার্য্য , মঞ্জরী ভট্ট উভয়ের পিতা মৃত শ্রীপদ ভট্টাচার্য্য , মৃদুলা ভট্টাচার্য্য স্বামী মৃত ফনীভূষণ ভট্টাচার্য্য, সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, সোমনাথ ভট্টাচার্য্য, ইতি ভট্টাচার্য্য, সঞ্জীব ভট্টাচার্য্য সকলের পিতা-মৃত ফণীভূষণ ভট্টাচার্য্য ও কাকলী ঘোষাল স্বামী তপন ঘোষাল ,বন্যা চ্যাটার্জী স্বামী বাবলু চ্যাটার্জী এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে ও স্বয়ং বিগত ইং-১৬/০২/২০২৩ তারিখে এ ডি এস আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১২১৭ নং দলিল দ্বারা সাং-বামুনপুকুর হাটের পাড়া,জেলা নদীয়া নিবাসী সাবিয়া বিবি, স্বামী ফজল রব্বি-কে বিক্রয় করি। আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. অফিসে যোগাযোগ করুন।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)শ্রী অজিত কুমার ভট্টাচার্য্য পিতা ৺উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, **২)শ্রী দেবকুমার ভট্টাচার্য্য, ৩)শ্রী ফটিক চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৪)শ্রী দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য, ৫)শ্রী সমীর কুমার ভট্টাচার্য্য** সকলের পিতা ৺কালীপদ ভট্টাচার্য্য, সকলের সাকিম শিবরামবাটী, বলরামবাটী, সিঙ্গুর, হুগলী মহাশয়গণ বিগত ইং 28/07/2009 তারিখে এ.ডি.এস.আর., সিঙ্গুর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00058/2009 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে (**শ্রী রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য** পিতা ৺কালীপদ ভট্টাচার্য্য সাকিম শিবরামবাটী, বলরামবাটী, সিঙ্গুর, হুগলী) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি ১১৩.৫৭ শতক বিক্রয় করিয়াছি/করিতেছি।

তপশিল - জেলা হুগলী, থানা সিঙ্গুর, মৌজা শিবরামবাটী, ৬৪ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ২৫, ১২৪৯, ১২৫০, ১২৫১, ১২৫৩ ও ২৩৮ নং খতিয়ানে, ক) সাবেক তথা হাল ১৮৯৩ নং দাগে শুনা জমি মোট ০১ একর ৩০ শতক সম্পত্তির মধ্যে পূর্বে ২৫ নং খতিয়ান হইতে বিক্রয়কৃত ২১.৪৩ শতক বাদে উক্ত খতিয়ানে বক্রী ৪৫.৫৭ শতক ও বাকি সকল খতিয়ানের অন্দরে ৬৩ শতক সহ সর্বমোট ১০৮.৫৭ শতক সম্পত্তি এবং খ)সবেক তথা হাল ১৮৯৪ নং দাগে ডোবা ষোল আনায় ০৫ শতক সম্পত্তি, একুনে দুইটি দাগে সর্বমোট ১১৩.৫৭ শতক সম্পত্তি আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি খরিদার পর বর্তমান ক্রেতাগণ, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি-**শ্রী রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য**
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেলগণ **১) শ্রীমতী সুস্মিতা ঘোষ**, স্বামী শ্রী অশোক কুমার ঘোষ ও **২) শ্রী অশোক কুমার ঘোষ**, পিতা শ্রী অজয় কুমার ঘোষ, উভয়ের সাং ঘোষ কমলপুর, পোঃ- ফতেপুর, থানা- হাঁসখালী, জেলা- নদীয়া, গত ইংরাজী ২২.০৩.২০১৭ তারিখের I-1267/17, ইংরাজী ২৪.০৩.২০১৭ তারিখের I-1343/17 ও ইংরাজী ২৪.০৩.২০১৭ তারিখের I-1344/17 নং তিনখানি পৃথক পৃথক দলিলবলে হাঁসখালী থানার ২১ নং ফতেপুর মৌজায় যথাক্রমে ৫৩.৩৩ শতক, ১৬.০২ শতক ও ৫২.৬৮ শতক জমি **শ্রী শুভজিৎ বিশ্বাস**, পিতা মৃত রঞ্জন কুমার বিশ্বাস, রাধানগর, ঘূর্ণী, নদীয়ার নিকট হইতে ক্রয় করেন। **শুভজিৎ বিশ্বাস** উক্ত সম্পত্তি হাঁসখালী এ.ডি.এস.আর. অফিসের ১৬.০৫.২০১৬ তারিখের IV-30/2016 নং একখানি আমমোক্তারনামা বলে **(১) শিপ্রা বিশ্বাস** ও **(২) অভিজিৎ বিশ্বাস**-এর নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষণে আমার মক্কেলগণ উক্ত সম্পত্তি নিজ নিজ নামে রেকর্ডভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক। এই সম্পর্কে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে হাঁসখালী BL&LRO অফিসে অথবা আমার সহিত ৯০৬৪৩৯০১৭৬ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন। **ত্রিদিব প্রামাণিক (এ্যাডভোকেট),**
জাজেস কোর্ট, কৃষ্ণনগর

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, জেলা- নদীয়া, থানা ও এ.ডি.এস.আর. রানাঘাট ১৫৫ নং মৌজার আর.এস. ৪২০ নং ও এল.আর.এস. ৩০০১ নং খতিয়ানে RS ২২৯৭ ও LR ৬১৪৪ নং দাগে ১ আনায় ০৯ শতক জমির মধ্যে ০৫৩০২ শতক জমি **শ্রী দেবব্রত ঘোষ**, পিতা- কালিদাস ঘোষ-এর পক্ষে গত ইংরাজী ২১.১২.২০২২ তারিখে রানাঘাট ADSR-১ নং অফিসে ১১২৫৬নং এবং ১১২৩৬নং ডেভলপমেন্ট আমমোক্তার ও আমমোক্তার বলে **শ্রী বাবুসোনা সমাদ্দার**, পিতা- নিমাই সমাদ্দার হইতে আমার মক্কেলগণ **শ্রী শ্যামল পাল**, পিতা- ৺সুকুমার পাল I-7712/24নং দলিলে, **বঙ্গীয় স্বর্ণশিল্পী সমিতি রানাঘাট শাখা**, I-7640/- 24 নং দলিলে, **শ্রী শ্যামল মিস্ত্রী**, পিতা হরলাল মিস্ত্রী I-7645/2024নং দলিলে, **শ্রী প্রশান্ত দাস**, পিতা- নিমাই দাস I-7644/2024নং দলিলে, **শ্রী নকুল দাস**, পিতা ৺দেবেন্দ্র বিশ্বাস I-8065/ 2024নং দলিলে, **শ্রীমতী সুষমা পাল (বিশ্বাস)**, স্বামী বিশ্বজিৎ পাল I-7713/2024নং দলিলে, **শ্রী সুব্রত দাস**, পিতা- অজয় দাস I-7715/ 2024নং দলিলে, **শ্রী মিলন কর্মকার**, পিতা- ৺মদনমোহন কর্মকার I-8594/24নং দলিলে, **শ্রী দিলিপ কুমার চক্রবর্ত্তী ওরফে দিলীপ চক্রবর্ত্তী**, পিতা- বারীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী I-7714/24নং দলিলে ও **শ্রী অনন্ত বিশ্বাস**, পিতা অখিল বিশ্বাস I-7334/24নং দলিলে বিক্রয় কোবালা বলে উপরোক্ত দলিলে বর্ণিত অংশ খরিদ করেন। আমার মক্কেলগণের উপরোক্ত খরিদাকৃত সম্পত্তি বিষয়ে যদি কারোর কোনরূপ অভিযোগ থাকে তাহলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে BL & LRO এবং রানাঘাট ১নং, রানাঘাট, নদীয়া অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় পরবর্তীকালে কোন অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।
সুমিত গুহঠাকুরতা (এ্যাডভোকেট),
রানাঘাট কোর্ট, নদীয়া

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

হালিমা বেগম স্বামী মোজাম্মেল রহমান সাকিম দিঘনেশ্বর উত্তর (মুসলিমপাড়া), নাগবল, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫ মহাশয়া বিগত ইং 19/12/2023 তারিখে ডি.এস.আর.-II, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-৪২৪১/২০২৩ নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে (**সৌকত সরকার** পিতা মরহুম সাজেদ সরকার সাকিম কাগনান, মাকালপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 25/01/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-820/ 2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সেখ কামালউদ্দিন, পিতা সেখ আলাউদ্দিন সাকিম ডুমুরপুর, সাটিথান, দাদপুর, হুগলী-৭১২১৪৯ মহাশয়কে 09 শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি।

তপশিল - জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা ডুমুরপুর, ২৪ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৯৬৩(হালিমা বেগম)নং খতিয়ানে, সাবেক ৬৮৮ তথা হাল ১২৫৬ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১২ শতক মধ্যে ০.৭৫০০ অংশে ০৯ শতক অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, সেখ কামালউদ্দিন, পিতা সেখ আলাউদ্দিন তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি-**সৌকত সরকার**
আমমোক্তার

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল, ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, পিতা-মৃত সুনীল চক্রবর্তী, সাং- ১০৭সি, আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, ভবানীপুর, কোলকাতা-৭০০০২৫ এবং শর্বরী গঙ্গোপাধ্যায় ওরফে চক্রবর্তী, স্বামী- সমীর গঙ্গোপাধ্যায়, সাং- ৫নং গোবিন্দপুর রোড, পি. এস.- লেক, কোলকাতা-৭০০০৪৫, বিশেষ ঘোষণার দ্বারা জানাইতেছে যে, প্রেমিসেস নম্বর-৯৯, এন. এস. সি. বোস রোডের উপর অবস্থিত বাস্তু জমি যাহার পরিমান ২ বিঘা ১৬ কাঠা ৯ ছটাক ৩৫ বর্গফুট যাহার পি. এস.- রিজেন্ট পার্ক, মৌজা- শিবপুর, কোলকাতা-৭০০০৪০, যাহা কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৯৭ নং ওয়ার্ডের মধ্যে অবস্থিত তাহার উপর তাহাদের কোন মালিকানা স্বত্ব বা দখল স্বত্ব নেই এবং উক্ত জমির উপর তাহাদের অন্য কোন দাবী দাওয়া নেই।
রাজেন্দ্র নাথ বারিক
এ্যাডভোকেট
Enroll No. WB/549/01

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৯ই ফেব্রুয়ারি। ২৫শে মাঘ। রবিবার। আমলকী দ্বাদশী তিথি। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা। বিংশোত্তরী রাহু র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ুন। আজ সহযোগিতা পাবেন মানুষের। এমন একজন প্রতিবেশী আছে যিনি আপনার সাহায্য করতে চায় কিন্তু আপনার বুদ্ধির ভুলে তিনি সহযোগিতার থেকে পিছিয়ে থাকছে। আজ মেশিনারি লোহা কেমিক্যাল ও ইলেকট্রিকাল কাজের মধ্য যারা আছেন তাদের ভাগ্য সহায়ে। পরিবারক দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ তৈরী হবে।

বৃষ রাশি : যারা বেতন ভুক কর্মচারী তাদের আজকে অতীব শুভ দিন। সোনার অলংকার, রুপোর অলংকার বা কোনো ধাতুর ব্যবসা যারা করেন আজ কোনো নতুন চুক্তি সম্পাদন হবে। পরিবারে বয়স্ক মানুষকে সময় দিন লাভ প্রাপ্তি হবে। ক্রোধ আর বাবাদের দ্বারা সম্পর্ক ভাঙ্গে সম্পর্ক গর্তে গেলে মেজাজ মর্জিকে ঠান্ডা করুন। প্রেমিক যুগল আজ শুভ যোগ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজ শুভ।

মিথুন রাশি : তাড়াহুড়োর ফলে আজ কতটা ভুল হয়ে পরবে। আজ সচেতই থাকুন নয়তো কোনো প্রিয় জিনিস হারিয়ে যেতে পারে। পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তি কারণ তর্ক বিতর্ক রান্না করা খাবার নিয়ে আজ পরিবারে মতবিরোধ। স্পষ্ট কথা বলা ভালো কিন্তু বলার আগে কয়েক সেকেণ্ড যদি ভেবে নেন তাহলে অশান্তি কম হয়। শশুর বাড়ির এক সদস্যের কারণে পরিবারে তিক্ততা বৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বিবাহের ব্যাপারে যে পাকা কথা আটকে ছিল আজ তার শুভ সম্পন্ন হবে। সন্তানের নামে যে টাকা রেখেছেন আজ সেখান থেকে লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। প্রবীণ নাগরিক যারা পেনশন পান তাদের অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব। যে প্রতিবেশীকে আপনি এড়িয়ে চলতেন আজ তার সহযোগিতায় পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ বা অর্থ লগ্নি ব্যবসা যারা করেন তাদের আজ অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব।

সিংহ রাশি : হোটেল রেস্তোরা ব্যবসা যাদের তাদের শুভত্ব বৃদ্ধি। যারা জমি বাড়ি এজেন্সির কাজ করেন তাদের আটকে থাকা কাজ আজ হয়ে পরবে। পরিবারে স্বামী স্ত্রীর বন্ধন অতিব শুভ। ফোনের মাধ্যমে সুসংবাদ প্রাপ্তি। ছাত্র ছাত্রী দের অতীব শুভ। চাকরির জন্য যারা আবেদন করছেন তারা আজ বহু মানুষের সহোযোগিতা পড়েন।

কন্যা রাশি : বীমা সংক্রান্ত কাজ বা ট্যাক্স সম্পর্কিত কাজের মধ্যে যারা রয়েছেন আজ তাদের জন্য কোনো সুখবর রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের ফোন আপনাকে উৎসাহিত করবে। পরিবারে এমন একজন কেউ অথিতি আতিথেয়তা গ্রহণ করবে আপনার নৈরাশ হতাশা কেটে যাবে। প্রেমিক যুগল আজ পরস্পরকে সময় দিয়ে আনন্দের বাতাবরণ তৈরী করবেন।

তুলা রাশি : আপনার কোনো প্রিয় জিনিস আজ হারিয়ে যেতে পারে। সচেতন থাকুন পরিবারে সদস্যদের নিয়ে। এমন একটি ঘটনার আলোচনা হবে যা আপনি ভুল বুঝে তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। অনাত্মীয় আপনার বাড়িতে আজ অতিথি হবে। ধৈর্য রাখুন নয়তো ছোট ঘটনায় বিবাদ বিতর্ক তৈরী হয়ে আপনার সম্মান হানি হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ এমন একটি ফোন আসবে যে ফোন এ আপনা মেজাজ হারিয়ে ফেলবেন।

বৃশ্চিক রাশি : নতুন কিছু কেনা কাটা হওয়ার পরে পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মনোবল আজ তুঙ্গে থাকার কারণে বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। অর্থ করির ব্যাপারে আজ লাভ প্রাপ্তির সম্ভব। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

ধনু রাশি : নতুন কাজের জন্য যে আবেদন করেছিলেন আজ সেখান থেকে সুখ বর পাবেন। আজ পুরাতন বান্ধব বা বান্ধবীর দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তি। তবে সম্পতির কে কেন্দ্র করে যে দুশ্চিন্তা চেপে বসেছে আপনার মাথায় সেটা কাটতে আর একটু সময় লাগবে। যে সঙ্গীকে বেছে নিচ্ছেন আগামী জীবনের জন্য জন্য তিনি আপনার বিশ্বাস ভাজন তো?

মকর রাশি : লোহা, তেল, কেমিক্যাল, তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে যারা আছেন তাদের অতীব শুভ ফল প্রাপ্ত হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও ছোট খাটো কোনো বিবাদ বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা। যারা মেকানিকাল কাজে তাদের অতীব শুভ যোগ। বান্ধবীর দ্বারা শশুর বাড়ির কোনো সদস্য দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। তবে দলিল দস্তাবেজ গুছিয়ে রাখুন। ঋণ পরিশোধের কোনো সুযোগ আসবে।

কুম্ভ রাশি : আজ এই শুভ নক্ষত্র যোগে বেকার ছেলে মেয়েদের কর্ম প্রার্থীর সুযোগ আসবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র এর আপনার বুদ্ধির দ্বারা নষ্ট হবে, আজ সম্মান প্রাপ্তি হবে। শিল্পী লেখক কলাকুশলীদের আজ সৌভাগ্য যোগ। এক রাজনৈতিক নেতার দ্বারা উপকার পাবেন। প্রেমিক যুগল কথা রাখুন সম্পর্ক শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ শুভ না হলেও নক্ষত্র বিচারে অশুভ যোগ নেই। আজ যদি কথা কম বলেন অন্যের কথা বেশি শোনেন তাহলে আপনার কাজটা এগিয়ে যাবে। বিদ্যার্থীরা একটু ধৈর্য ধরতে হবে। গ্রহ সনস্থান খুব ভালো নয়। আজ একটু সতর্ক থাকা ভালো পরিবারে আপনাকে ভুল বুঝে কোনো বিরুদ্ধ সমালোচনা হবে। আপনার নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি নিয়ে আপনি বিবাদে জড়িয়ে পড়বেন।

(বরাহ দ্বাদশী। ভৈমী দ্বাদশী। আমলকী দ্বাদশী।
সাহিত্যিক বনফুল বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায় প্রয়াণ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী বিকাশ মল্লিক পিতা ৺ভুবন মোহন মল্লিক সাকিম এইচ/এল ২৭৯, রবীন্দ্রভবন বেলতলা চৌমাথার নিকট, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১ মহাশয় বিগত ইং 18/12/2023 তারিখে ডি.এস.আর-I, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-11329/ 2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী বিশ্বজিৎ গাঙ্গুলী** পিতা ৺দুলাল গাঙ্গুলী সাকিম মহেন্দ্র মিত্র রোড, বারোদুয়ারী, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 28/10/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-12293/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **বিউটি কর** পিতা শ্রী শৈলেন কর সাকিম মোগলটুলি, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১, মহাশয়াকে সম্পত্তি বিক্রয় করেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা হুগলী, ১৯ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ২৭৮৯ নং খতিয়ানে, আর.এস তথা হাল এল.আর. ৩৯৪ নং দাগে বাস্তু জমি ০১ কাঠা অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা বিউটি কর পিতা শ্রী শৈলেন কর উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

In the Court of Ld. Dist Deligate Chandannagar, Hooghly
Act. 39 Probate Case No. 47/2021

Petitioner : Sri Sushital Mallick S/o Lt. Kanailal Mailick Vill - Kankrajole. P.O. - Jajur, P.S. - Haripal, Dist - Hooghly

This is to inform that Sri Sushital Mallick S/o Late Kanailal Mallick of Vill - Kankrajole, P.O. - Jajur, P.S. Haripal, Dist- Hooghly applied for getting probate of will of his demised father Late Kanailal Mallick his property stande at different Mouza as mentioned below:

1) Under P.S. Haripal within Jejur Gram Panchayet - under Mouza -Kankrajole J.L. No. 81, R.S. Khatian 267 of L.R. Khatian 54 Kri. Sl No. I Dag No. 68 Status- **Shali Land** Area(Satak) - **46**. Sl No. II Dag No. **293** Status- **Shali Land** Area (Satak) - **22.** Sl No. III Dag No. **690/917** Status - **Shali Land** Area(Satak) - **62**. Sl No. IV Dag No. **394** Status- **Sona Land** Area(Satak) - **93**. Sl No. V Dag No. **396** Status- **Sona Land** Area(Satak)- **27**.Sl No. VI Dag No.**394/832** Status - **Shali Land** Area(Satak) - 11. Sl No. VII Dag No. **394/896** Status- **Bastu** Area(Satak) - **46**. 307 Satak.

2) Within Dist - Hooghly, P.S. - Haripal of Jajur Gram Panchayet, under Mouza "GHANTRA" J.L. No. - 77 under R.S. - Khatian No. 214, L.R. Khatian No. 41 Kri. Sl No. I Dag No. **42** Status - **Sona Land** Area(Satak) - **08**. Sl No. II Dag No. **43 of Kh. 218** Status - **Doba** Area(Satak) - **14**. Sl No. III Dag No. **42/700 of Kh 316** Status - **Sona** Area(Satak) - **19**. 41 Satak.

3) Within Dist - Hooghly, under P.S. - Haripal of Jejur Gram Panchayet of Mouza BHAGABATIPUR, Under J.L. No.11. under R.S. Khatian No. 101 of L.R. Khatian No. 24 Kri. Dag No. 152 Status- **Shop Room** Area(Satak) - **06**. 06 Satak .

4) Within Dist - Hooghly, under P.S. Haripal under Jejur Gram Panchayet of Mouza - Amgachi of J.L. No. 82 of R.S. Khatian No. 11 of L.R. Khatian no. 38 Kri of Sl No. I Dag No. **101** Status- **Shali Land** Area(Satak)- **49**. Sl No. II Dag No. **501/549** Status- **Sona Land** Area(Satak) - **15**. 64 Satak. But as per will total area 4.59 acre.

By
Pheluram Khan
Advocate

By Order
Soumen Ghosal
Serestader
Chandannagar
Dist. Deligate Court

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to all concerned that one of my client **CHIRAG PAREKH**, S/O SHIVLAL PAREKH, Residing at 51/5, Rabindra Sarani, Bally, Liluah, Howrah, WB, 711 204 is interest to purchase all the piece and parcel land Laying and situated under mouza – Sugandhya comprised in L.R. Khatian No-166 and L.R Dag No- 582, JL NO-71, under Sugandha Grampanchayet, P.S-Polba, Dist-Hooghly under the Jurisdiction of ADSR, Hooghly measuring about M/L 26 Decimal And, Mouza-Amarpur comprised in L.R. Khatian NO - 87,925,926,927,928 and L. R. Dag NO-29 JL NO. 74 under Sugandha Grampanchayet, P.S- Polba, Hooghly mesuring about M/L 5.4 Decimal under the Jurdiction of ADSR Hooghly,

The original owner (Presently) made three (3) Power of attorney. **(1).** After death of **JAGAI PAL**, his present Legal heirs namely **Archana Pal & Other's** executed a power of attorney being No. 1418 of 2023. (**2). MADHAI PAL** executed a power of Attorney being. NO-1418 of 2023. **(3) MADHAI PAL** along with co-sharer & other Legal heirs such as **Ashalata Pal, Manoshi Debnath and other's** executed a P.O.A being No 3649 of 2022 in favour of **SEKH NIZAM ALI** S/O SK Sorap Ali residing at vatuya, P.O- Rajhat. PS. Polba, Hooghly AND **MD. IMRAN AL NOOR**, S/O Late Md. Nizamuddin, residing at Ghoshpur, P.O-Paunan, P.S- Dadpur, Hooghly.

If person having any claim share right, title or interest, what so ever in respect of said property or any objection to the sale of the same must notify the undersigned there about with supporting documentary evidence within 15 days from this date of publication, where after the claim, if any shall be deemed to have been waved and no further claim shall be entertained and my client shall proceed with the transaction.

Dipankar Das (Advocate)
Judges' Court, Chinsurah, Hooghly
Regn. No. WB/811/10.
Contact No 9123608932, 9836927290

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

খেজুরির বিজেপি নেতাকে গ্রেপ্তারের ঘটনায় তোপ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্ব মেদিনীপুরে খেজুরির নিবেদিতা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির পরিচালক মণ্ডলী'র নির্বাচনে ১১টি আসনের প্রতিটিতেই বিজেপি সমর্থিত রাষ্ট্রবাদী প্রার্থীগণ জয়লাভ করেছেন। এদের মধ্যে খেজুরির ৪নং মণ্ডল সভাপতি সূর্যকান্ত দাস-কে মমতা পুলিশ তিনটি মিথ্যা মামলা দিয়ে নিজেদের হেফাজতে আটক করে রেখেছে, তবু তিনি এই নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন। আর এখানেই শুভেন্দুর অভিযোগ, সূর্যকান্ত দাসকে গ্রেপ্তার করার মূল উদ্দেশ্য ছিল এই সমবায় নির্বাচনকে অনৈতিকভাবে প্রভাবিত করা।

এরই রেশ ধরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু হুঁশিয়ারির সুরে এও জানান, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতই মিথ্যা মামলা দিয়ে, পুলিশ দিয়ে ধমকে, চমকে, ভয় দেখান না কেনো; বিজেপিকে আটকাতে পারবেন না। বিজেপি লড়াই করতে জানে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে স্বৈরাচারী শাসক মমতা ব্যানার্জী আর তার দল তোলামূলকে উৎখাত না করা পর্যন্ত বিজেপির এই লড়াই চলবে।' এরই পাশাপাশি শুভেন্দু পুলিশের ক্ষমতার অপব্যবহার, পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের বিরুদ্ধে সরব হয়ে বন্দি সূর্যকান্ত দাস-কে সর্বোচ্চ ভোটে জয়ী করার জন্য সংগ্রামী খেজুরিবাসীদের ও এলাকার সমবায়ী বন্ধুদের ধন্যবাদ এবং জাতীয়তাবাদী অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। সঙ্গে আশ্বাস দেন, 'সূর্যকান্ত দাস ও তার পরিবারের পাশে আমরা সবাই আছি এবং তার মুক্তির জন্য সব রকম আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।'

টিবি নির্মূলের জন্য কলকাতায় আয়োজিত ১০০ দিনের একটি ওয়াকথন কর্মসূচিতে অংশ নিলেন এসইআর-এর জেনারেল ম্যানেজার অনিল কুমার মিশ্র। কর্মসূচিতে অংশ নেন চিফ মেডিক্যাল ডিরেক্টর ডক্টর অঞ্জনা মালহোত্রা-সহ অন্যান্য সমস্ত পিএইচওডি, বিভাগীয় কর্মকর্তা ও সদর দপ্তরের স্টাফরা।

বিভিন্ন জেলায় ক্ষমতাসম্পন্ন পেঁয়াজ গোলা তৈরির উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পেঁয়াজের জোগান বাড়াতে রাজ্য সরকার বিভিন্ন জেলায় ২৫টন সংরক্ষণ ক্ষমতাসম্পন্ন পেঁয়াজ গোলা তৈরি করছে। এই কেন্দ্রগুলি গড়ে তোলার জন্য কৃষি সমবায় সমিতিগুলিকে ভর্তুকিও দেওয়া হবে। রাজ্যে বর্তমানে প্রতিটি ছয় থেকে নয় ম্যাট্রিক টন মজুদ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রায় ৪ হাজার পেঁয়াজ গোলা রয়েছে।

কৃষি বিপণন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে মোট ৯১৭টি পেঁয়াজ সংরক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য ছকোটি টাকা ভর্তুকি ধার্য করা হয়েছে। এর মধ্যে মালদা জেলায় ৫৭ টি মুর্শিদাবাদে ১১৩ টি, নদিয়া ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় ১২৪ টি করে, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৩৭ টি হুগলিতে ১১৪ টি পূর্ব বর্ধমানের ১১৩ টি, বীরভূম ও বাঁকুড়ায় ৭৯ টি করে এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ৭৭ টি পেঁয়াজ সংরক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। এই কেন্দ্রগুলিতে চাষিরা স্বল্প মূল্যে নিজেদের উৎপাদিত পেঁয়াজ সংরক্ষণ করার সুযোগ পাবেন। এর ফলে লক্ষাধিক মেট্রিক টন পেঁয়াজ সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে বলে কৃষি বিপণন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। কৃষি বিপনন মন্ত্রী বেচারাম মান্না জানিয়েছেন, হাওড়া, হুগলি, নদীয়া সহ সাতটি জায়গায় পেঁয়াজ গোলা তৈরী হবে। সেই সঙ্গে পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যও রাজ্য সরকার সচেষ্ট। মন্ত্রী আরো বলেন, রাজ্যে এই মুহূর্তে ৬৯৬টি সুফল বাংলা বিপণি কেন্দ্র চালু আছে। এর মধ্যে স্থায়ী ৮২টি এবং অস্থায়ী ৪৫৮টি। কয়েকদিন আগে বাজারে আলুর দাম যখন অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল, তখন হাওড়া, হুগলি, কলকাতা সহ সংলগ্ন অঞ্চলে ১০৬টি অতিরিক্ত অস্থায়ী বিপণি খোলা হয়েছিল। কিছু ভ্রাম্যমান বিপণিও চালু আছে। আরও ৫০টি গাড়ি কেনা হচ্ছে। তিনি আরও জানান, রাজ্যে ২০টি ফল-সব্জি কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে, যেখানে টমেটো পিউরি তৈরি করা হবে। মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে কৃষকদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও প্রতিদিন জিনিসপত্রের দাম জানতে পারবেন।

রেশন দোকানগুলিতে দু'দিনের গ্রাহক-সম্পর্ক অভিযান শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার থেকে রাজ্যজুড়ে খাদ্য দপ্তরের উদ্যোগে রেশন দোকানগুলিতে দু'দিনের গ্রাহক-সম্পর্ক অভিযান শুরু হয়েছে। দপ্তরের সমস্ত কর্মী আধিকারিকদের এই দুদিন নিজ নিজ এলাকায় অন্তত দুটি রেশন দোকানে গিয়ে গ্রাহক ও ডিলারদের অভাব-অভিযোগ শুনে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। রেশন গ্রাহকদের যে ন্যায্য পরিমাণ ও গুণমানের খাদ্য প্রাপ্য পাওয়া উচিত জেলাভিত্তিক তালিকা তৈরি করা হবে। বিভিন্ন রেশন এলাকার ডিরেক্টরদের, এই অভিযানেরসময় চিহ্নিত ডিলারদের উপর বিশেষ নজর রাখতে তথ্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এনিয়ে পঞ্চমবার এধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হল। ওই গত কয়েক বছরে দেখা গিয়েছে, খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, দপ্তরের প্রধান সচিব পারভেজ আমেদ সিদ্দিক এই অভিযানে অংশ

সেটা তারা পাচ্ছেন কিনা সেটা জানতে হবে বলে দপ্তরের এক নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে। এজন্য ১১দফা প্রশ্নের একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে। রেশন দোকানে গিয়ে কথা বলার পর খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকদের রিপোর্ট এক সপ্তাহের মধ্যে দপ্তরের নিজস্ব পোর্টালে জমা করতে হবে। একই সঙ্গে দপ্তরের সামাজিক মাধ্যম গুলিতেও সাধারণ মানুষের অবগতির জন্য তুলে দিতে হবে। কোন ডিলার গ্রাহকদের সঙ্গে বঞ্চনা করছেন এমন ডিলারদের নিয়েছিলেন। খাদ্য দপ্তরের সচিবালয়, ডিরেক্টরেট ও আঞ্চলিক অফিসের কর্মীদের এই অভিযানে যোগ দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। রেশন দোকানে গিয়ে তাঁদের কি করতে হবে সেই নির্দেশিকাও দিয়েছে দফতর। গ্রাহকরা খাদ্য নেওয়ার সময় দোকানের ই-পস মেশিন থেকে স্লিপ পাচ্ছেন কিনা সেটা জানতে বলা হয়েছে। ডিলারদের জন্য দপ্তর যে বিশেষ হেল্পডেস্ক খুলেছে সেটাও জানাতে বলা হয়েছে।

পিএনবি আয়োজিত মেগা হোম লোন এক্সপো

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, বারাসত, সার্কেল অফিস উত্তর ২৪ পরগনা এবং এর নিয়ন্ত্রিত অফিস/শাখাগুলি একটি গ্র্যান্ড হোম লোন এক্সপোর আয়োজন করেছে। দুই দিনব্যাপী এক্সপো ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি বারাসতের নারায়ণ হাসপাতালের কাছে পূর্বাঞ্চল গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৭ ফেব্রুয়ারি, বারাসত মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের চিফ ইঞ্জিনিয়ার স্নেহাশীষ চ্যাটার্জি এবং চেম্বারস অফ কমার্স, উত্তর ২৪ পরগণার জনাব মনোজ পান্ডে সকাল ১০ টায় সার্কেল হেড এবং ব্যাঙ্কের শীর্ষ আধিকারিকদের এবং মূল্যবান গ্রাহকদের উপস্থিতিতে এই মেগা এক্সপোর উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সার্কেল হেড জনাব হর্ষ কুমার মেহতা ব্যাঙ্কের দেওয়া হোম লোন এক্সপো সম্পর্কিত তথ্য শেয়ার করেন। এক্সপোতে উপস্থিত গুরুত্বপূর্ণ নির্মাতা, সম্মানিত গ্রাহক এবং সাধারণ জনগণকে স্বাগত জানিয়ে তিনি তাদের এই ভাল সুযোগটি কাজে লাগাতে আহ্বান জানান। ডায়াসে উপস্থিত ব্যাঙ্কের শীর্ষ কর্মকর্তারা ছিলেন ডেপুটি সার্কেল হেড জনাব অভয় কুমার সিনহা, সহকারী জেনারেল ম্যানেজার দীপঙ্কর চক্রবর্তী, জোনাল অফিস এবং গ্রাহকরা। এক্সপোতে প্রায় ১২ জন নির্মাতা তাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে জৈন গ্রুপ, সৃজন, ঋষি ভেনতোশা, ফরচুন, মঙ্গোলিয়া, স্কাইওয়ার্ড, ওয়েস্ট রোড, পূর্বাসা হাইটস প্রভৃতি নির্মাতারা ফেস্টের প্রশংসা করেছেন।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ২৬ মাঘ, রবিবার

দিল্লি জয়ের পর বিজেপি নেতা অর্জুনের হুঁশিয়ারি 'এবার পালা পশ্চিমবঙ্গের'

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল জয় পেয়েছে বিজেপি। আর এই জয় নিশ্চিত হতেই বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং এই জয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে শুভেচ্ছা জানান। একইসঙ্গে তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে এও লেখেন, 'মানুষ করল না আর কোনও ভুল, দিল্লীতে ফুটলো এবার পদ্মফুল।' এরই পাশাপাশি তিনি এদিন এও লেখেন, অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও আপের ভাতা, তোষণ ও দুর্নীতির রাজনীতিকে হটিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী-জির উন্নয়নের স্লোগানকে বিধানসভা নির্বাচনে বেছে নেবার জন্য দিল্লীর মানুষ এবং বিজেপির সকল কার্যকর্তাকে জানাই গৈরিক অভিনন্দন।'

এখানেই শেষ নয়, বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ এদিন দিল্লি বপিধানসভার ফল সম্পর্কে এও জানান, 'এই ফলাফল বুঝিয়ে দিল যে পাহাড় সমান দুর্নীতি করে আর ভাতা দিয়ে মানুষকে বোকা বানানোর সময় শেষ। পার্টিকে প্রাইভেট কোম্পানিতে পরিণত করে দুর্নীতির বিদেশে টাকা লুকিয়ে মানুষকে আর ভুল বোঝানো যাবে না। দুর্নীতির ফল ভোগ করতেই হবে। এবার পালা পশ্চিমবঙ্গের।' এর কারণ হিসেবে বিজেপির এই নেতা এও জানান, 'তৃণমূল জমানায় দুর্নীতিতে ভরে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গ। তৃণমূলের তোষণ নীতির ফলে রাজ্য জুড়ে সনাতনী সংস্কৃতি আজ চরম বিপদে সম্মুখীন হয়েছে। এর থেকে বাঁচতে আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গের সনাতনীরা বিধানসভা নির্বাচনে তোষণ ও দুর্নীতি মুক্ত পশ্চিমবঙ্গ গড়তে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবেন।' আর এখানেই তিনি বিজেপির শক্তি হিসেবে সামনে এনেছেন একতার কথা। এর পাশাপাশি আপ নেতা কেজরিওয়ালের পরাজয়কে সামনে রেখে বাংলার শাসকদলকে হুঁশিয়ারির সুরে জানান, 'দিল্লিতে সনাতনী সমাজ ঐক্যবদ্ধ ভাবে কেজরিওয়াল দাদার বিদায় নিশ্চিত করেছে। আগামী ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বাংলার ঐক্যবদ্ধ সনাতনীরা মমতা দিদির বিদায় সুনিশ্চিত করবে।' পাশাপাশি তিনি বঙ্গবাসীর উদ্দ্যেশে এ বার্তাও দেন, 'বটেঙ্গে তো কটেঙ্গে, এক রহেঙ্গে তো সেফ রহেঙ্গে।'

আরএসএস প্রধানের সঙ্গে দেখা করলেন নির্যাতিতার বাবা-মা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের সঙ্গে দেখা করলেন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা। শনিবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ নিউ টাউনের অতিথি নিবাসে সংঘ প্রধানের সঙ্গে দেখা করেন তাঁরা। সূত্রে খবর, এই সাক্ষাতের পর নির্যাতিতার বাবা-মা দাবি করেন, ন্যায়বিচারের জন্য তাঁরা সব দরজায় কড়া নাড়ছেন। মোহন ভাগবতের সঙ্গে দেখা করার পর আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা জানান, 'মোহন ভাগবত জানিয়েছেন, তিনি সুবিচার পাইয়ে দেওয়ার জন্য সমস্ত চেষ্টা করবেন।'

সূত্রের খবর, শুক্রবার রাতে আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা মোহন ভাগবতের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। এরপরেই তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে রাজি হন সংঘ প্রমুখ। এই সাক্ষাতের পর

নির্যাতিতার বাবা-মা জানান, মোহন ভাগবত চার্জশিট এবং রায়ের কপিও দেখেছেন। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, তাঁদের মৃত মেয়ে যাতে ন্যায়বিচার পান সেই জন্য তিনি সমস্ত চেষ্টা করবেন। প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির কাছেও তিনি দরবার করবেন। বাবা-মা আরও জানান, তাঁরা সুবিচারের জন্য সব জায়গায় যাবেন এবং সকলের পরামর্শ শুনবেন। এই প্রসঙ্গে এটা বলতেই হয়, এর আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন আরজি করে নিহত তরুণী চিকিৎসকের বাবা-মা। যদিও তা হয়ে ওঠেনি। সিবিআই-এর তদন্তে যে তাঁরা খুশি নন, তা আগেও জানিয়েছিলেন আরজি করের নির্যাতিতার বাবা-মা।

প্রসঙ্গত, প্রবাস কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে রাজ্যে এসেছেন সংঘ চালক মোহন ভাগবত। টানা ১০ দিন তিনি রাজ্যে থাকবেন। সূত্রের খবর, আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিনি কলকাতার নিউ টাউনে থাকবেন। এরপর যাবেন বর্ধমানে। তারপর ১৬ ফেব্রুয়ারি বর্ধমানে তাঁর একটি সভা করার কথাও রয়েছে।

টাকা হাতানোর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কামারহাটি পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের আড়িয়াদহের জয়কৃষ্ণ ঘোষাল রোড এলাকায় জমি দেবার নাম করে লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে নেবার অভিযোগ উঠেছে জমির মালিক ডালিয়া দাসের বিরুদ্ধে। চিৎপুর থানার টালার বাসিন্দা একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হৃদয় চন্দ্র সিং প্রতারিত হতেই প্রশাসনের দ্বারস্থ হন। যদিও জমির মালিক ডালিয়া দাস পরবর্তীতে আড়িয়াদহ থেকে উত্তরপাড়ায় চলে যান। হৃদয় চন্দ্র সিং বারংবার টাকা ফেরত চাইলেও, তা নিয়ে রাজি নন ওই জমির মালিক। উল্টে হৃদয় বাবুকে হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। প্রতারিত হতেই ব্যাঙ্ক ম্যানেজার হৃদয় চন্দ্র সিং উত্তরপাড়া থানায় এবং চিৎপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সম্প্রতি তিনি দক্ষিণেশ্বর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। জমির মালিক ডালিয়া দাসের খোঁজ চালাচ্ছে দক্ষিণেশ্বর থানার পুলিশ।

বড়বাজারে এসটিএফ-এর অভিযান, উদ্ধার অস্ত্র, ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন: বঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র বড়বাজার। সারাদিন চলে কেনা-বেচা। ফলে অলি-গলিতে সর্বক্ষণ থাকে নানা ধরনের মানুষের ভিড়। শুক্রবার রাতে এই বড়বাজারেই অভিযান চালাল কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। কয়েকদিন আগে শিয়ালদার সুরেন্দ্রনাথ কলেজের পাশ থেকে অস্ত্র সহ একাধিক যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। উদ্ধার হয় অস্ত্র। সেই ধৃতদের জেরা করে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই এবার তল্লাশি চালানো হল বড়বাজারে, এমনটাই জানানো হয়েছে এসটিএফ-এর তরফ থেকে।

সঙ্গে এও জানানো হয়, শুক্রবার রাত ১১টা নাগাদ তল্লাশি চালানো হয় বড়বাজার এলাকায়। সেখান থেকেই উদ্ধার হয় আরও অস্ত্র। প্রসঙ্গত, শিয়ালদহে অস্ত্র উদ্ধার এবং এরও বেশ কিছুদিন আগে যেভাবে ভরসন্ধ্যায় প্রকাশ্যে কলকাতা পুরনিগমের কাউন্সিলর সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছিল, তাতেও প্রশ্ন ওঠে নিরাপত্তা নিয়ে। এরপর কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হতে থাকে প্রশাসনের তরফ থেকে। যার ফলশ্রুতি অস্ত্র উদ্ধার বড়বাজারে।

এসটিএফ সূত্রে খবর, এই অভিযানে তিনজন ধরা পড়েছে পুলিশের জালে। তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে দুটি বন্দুক, ১৭ রাউন্ড গুলি, একটি গাড়ি। কী কাজে লাগানোর জন্য ওই অস্ত্র রাখা হয়েছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয় পুলিশের কাছে। ধৃতদের নাম সন্তোষ সাহানি, জিতেন্দ্র কুমার ও মনোজ কুমার। তাঁরা তিনজনই উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা। তাঁদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সুরেন্দ্রনাথ কলেজের পাশে অস্ত্র উদ্ধার হওয়ার পুলিশ জানতে পারে ধৃতদের ছক ছিল বড়বাজারকে কেন্দ্র করেই। পাঁচ যুবকের টার্গেট ছিল বড়বাজার। বড়সড় লুঠের পরিকল্পনা ছিল তাদের।

কলকাতাতে নির্মাণ হবে বিশ্বের বৃহত্তম দই উৎপাদন কারখানা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিরাট বিনিয়োগ এল রাজ্যের ঝুলিতে। কলকাতায় ৬০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে চলেছে আমূল সংস্থা। জানা গিয়েছে, কলকাতাতেই তৈরি হবে বিশ্বের বৃহত্তম দই উৎপাদন কারখানা। কলকাতায় বিপুল বিনিয়োগের ঘোষণা করেছে গুজরাট কো-অপারেটিভ মিল্ক ম্যানুফ্যাকচারিং ফেসিলিটি। সঙ্গে এ খবরও মিলেছে যে, বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটেই এই বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সংস্থা।

এই প্রসঙ্গে সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর জে মেহতা জানান, 'কলকাতায় ইন্টিগ্রেটেড ডেয়ারি প্ল্যান্ট তৈরি করা হবে। বিশ্বের বৃহত্তম দই প্রস্তুতকারক কারখানা তৈরি হবে। কারখানা তৈরি হলে দিনে ১০ লক্ষ কেজি দই উৎপাদন করা যাবে।

পাশাপাশি ১৫ লক্ষ লিটার দুধও উৎপাদন করা হবে।' প্রসঙ্গত, এবারের বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে মোট ৪ লক্ষ ৪০ হাজার ৫৯৫ কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাব পেয়েছে রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই এই কথা জানিয়েছেন। ২১২টি মউ সাক্ষরিত হয়েছে। যা এবারের বাণিজ্য সম্মেলনকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দিয়েছে বলেই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

কল্যাণী বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ নিয়ে নবান্নের রিপোর্ট তলব

নিজস্ব প্রতিবেদন: কল্যাণীর বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ নিয়ে নবান্নের তরফ থেকে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। কী করে বিস্ফোরণ ঘটল এবং কত জন মারা গিয়েছে এবং কেউ আহত হয়েছেন কিনা তা জানতে জেলা পুলিশের কাছে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থলে র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স ও পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

পাশাপাশি জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জেলার অধীনে কোথায় কোথায় বাজি বিক্রি, উৎপাদন এবং মজুত করে রাখা হয় তার তালিকা তৈরি করতে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, পরিবেশবান্ধব বাজি তৈরির জন্য প্রশিক্ষণ শিবির করা হবে, জেলাশাসকরা তা ঠিক করবেন। বাজি কারখানার তালিকা তৈরি করে বেআইনি কারখানা বন্ধ করতে হবে। বৈধ কারখানায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। বাজি কারখানার জন্য পরিত্যক্ত জমি চিহ্নিত করা যায়। জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয় বাজি কারখানার তালিকা তৈরি করতে। প্রশাসন সূত্রে খবর, মূলত নিয়ম রয়েছে, ১৫ কেজি পর্যন্ত বাজি এবং বাজির মশলা তৈরির জন্য লাইসেন্স দেন জেলাশাসক। ১৫ কেজি থেকে ৫০০ কেজি হলে 'কন্ট্রোলার অব এক্সপ্লোসিভস'-এর কাছ থেকে লাইসেন্স নেওয়ার নিয়ম থাকে। কিন্তু তারও বেশি ওজনের বাজির ব্যবসা যদি করতে হয়, তাহলে লাইসেন্স দেন 'চিফ কন্ট্রোলার'। পাশাপাশি, মশলা তৈরি, বাজি তৈরি এবং তা প্যাকেটবন্দি করার কাজও আলাদাভাবে করার জন্য লাইসেন্স নেওয়া বাধ্যতামূলক। পরিবেশ দপ্তরের হিসাব বলছে, এই সব কাজের জায়গার মধ্যে দূরত্ব থাকা উচিত ১৫ মিটার করে। কিন্তু গত কয়েক বছরে যে কমিটি তৈরি হয়েছে, তারা এগুলি কিছুই দেখে না বলে অভিযোগ উঠছে। আর্থিক লেনদেনে সব চাপা পড়ে যায়, অভিযোগ এমন বিস্ফোরকও রয়েছে। যে কারণে এই সব নিয়ম থেকে যায় শুধু খাতায়-কলমেই।

প্রসঙ্গত, পরিবেশ দপ্তরের আরও একটি তথ্য বলছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে শুধুমাত্র সবুজ বাজি তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেখানে যাতে বেআইনি বাজি বিক্রি করা না হয়, তার জন্য আদালতের সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। তাহলে এই বাজি বিক্রি হচ্ছে কী ভাবে? কারণ সবুজ বাজি ছাড়া বাকি সবই বেআইনি। কিন্তু রাজ্যে সবুজ বাজি তৈরির জন্য ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট' (নিরি) ছাড়পত্র দিয়েছে মাত্র ২৬টি সংস্থাকে। ফলে বাকিরা বেআইনিভাবে শুধুমাত্র আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে এই বেআইনি বাজি কারবার করে যাচ্ছে বলেই অভিযোগ।

নিউটাউনে নাবালিকার মৃত্যুতে মিলছে একাধিক তথ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজারহাটের নিউটাউনে নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ইতিমধ্যেই ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট পুলিশের হাতে উঠে এসেছে। তাতে একাধিক তথ্য সামনে আসছে। নাবালিকার যৌনাঙ্গে আঘাতের চিহ্ন মিলেছে বলে খবর।

পুলিশ তদন্তে নেমে এলাকার একাধিক সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে। একটি ফুটেজে দেখা গিয়েছে একটি বাইকে দুই যুবকের মাঝখানে বসে আছে ওই নাবালিকা। তারা কারা? বাইকে করে ওই তিনজন কোথায় গিয়েছিলেন? সেই তথ্য পাওয়ার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, শ্বাসরোধ করে তাকে খুন করা হয়েছে তাকে। ধর্ষণের অভিযোগও উঠেছে ঘটনার পর থেকে। এদিকে ময়নাতদন্তের রিপোর্টে যৌনাঙ্গে আঘাতের চিহ্ন মিলেছে। পাশাপাশি নখের আঁচড়ও রয়েছে। নাবালিকার বুকেও নখের আঁচড় পাওয়া গিয়েছে। সম্পূর্ণ রিপোর্ট না এলে গোটা বিষয়টি পরিষ্কার হবে না বলেও জানাচ্ছেন তদন্তকারীরা। ইতিমধ্যেই পুলিশ একটি সিসিটিভি ফুটেজে ওই নাবালিকাকে দেখতে পেয়েছে। নিউটাউনের শ্যামনগর এলাকায় ওই নাবালিকাদের আদি বাড়ি। কিন্তু তারা এখন গৌরাঙ্গনগর এলাকার একটি বাড়িতে ভাড়া থাকে। ওই এলাকার রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখেছেন তদন্তকারীরা। গৌরাঙ্গনগর থেকে যাত্রাগাছি এলাকা পর্যন্ত রাস্তায় ওই নাবালিকাকে দেখা গিয়েছে। একটি বাইকে দুই যুবকের সঙ্গে সে ছিল। ওই যুবক কি তার বন্ধু? তাদের সঙ্গে কীভাবে পরিচয় তার? ওই দুই যুবকই কি ঘটনার পিছনে রয়েছে? সেসব প্রশ্ন উঠে আসছে। পুলিশ বাগুইআটি, কেষ্টপুর-সহ বিভিন্ন এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে। ওই দুই যুবককে পাওয়া গেলেই অনেক প্রশ্নের উত্তর মিলবে। এমনই মনে করছেন তদন্তকারীরা। প্রসঙ্গত, শুক্রবার সকালে নিউটাউনের লোহার ব্রিজ সংলগ্ন ঝোপে ওই কিশোরীর অর্ধনগ্ন দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

বারুদ সরবরাহের লিঙ্ক ধরা না গেলে বাংলায় মৃত্যু মিছিল চলবেই: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: বারুদ সরবরাহের লিঙ্ক ধরা না গেলে, বাংলায় বিস্ফোরণে মানুষের মৃত্যু মিছিল ঠেকানো সম্ভব নয়। শনিবার খোলামেলা এমনটাই বললেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, শুক্রবার বেলায় কল্যাণীর রথতলায় জনবহুল। এলাকায় বাজি কারখানায় বিস্ফোরনে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। এদিন জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'পুলিশ ও তৃণমূল নেতাদের মদতে বাংলায় ছয় হাজারের বেশি বাজি কারখানা চলছে। বাজি তৈরির আড়ালে বোমা তৈরি হচ্ছে।' তাঁর প্রশ্ন, বিপুল পরিমাণ বারুদ কোথা থেকে আসছে। আগে এটা জানতে হবে। তাঁর দাবি, বারুদ সরবরাহের লিঙ্ক ধরা না গেলে, বাংলায় বিস্ফোরণে মানুষের মৃত্যু মিছিল ঠেকানো যাবে না। বঙ্গে বারুদের সরবরাহ নিয়ে তিনি জানান, চায়না থেকে বাংলাদেশ হয়ে বারুদ বাংলায় ঢুকছে। তাই বাংলায় সমস্ত বিস্ফোরণ কান্ডের তদন্তভার এনআইকে দেওয়া উচিত। আর

বারুদ সরবরাহের লিঙ্ক ধরতে তদন্তকারীদের নির্দেশ দেওয়া দরকার। অন্যথায় বাংলায় মৃত্যু মিছিল কোনওমতেই আটকানো যাবে না। তাঁর জোরালো দাবি, কল্যাণীতে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনায় স্থানীয় থানার অফিসার থেকে শুরু করে জেলার পুলিশ সুপারকেও সাসপেন্ড করা উচিত। প্রসঙ্গত, নৈহাটিতে তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় অর্জুন সিংকে জবাব দেওয়ার কথা বলেছেন সাংসদ ও বিধায়ক। এপ্রসঙ্গে অর্জুন সিং বলেন, 'তৃণমূলের পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছে। তৃণমূল সাংসদ ও বিধায়ক তাঁর কাছে জবাব চাইছেন। পুলিশ কিংবা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কাছে ওনারা জবাব চাইছেন না। এর জন্য মমতা ব্যানার্জির পদত্যাগ করা উচিত।' তাঁর সংযোজন, একটা খুনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নৈহাটিতে ২২ টি বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। নৈহাটির মানুষ এর পাল্টা জবাব দেবেন। শুধু সময়ের অপেক্ষা। যেদিন গণবিস্ফোরণ তৈরি হবে, সেদিন তৃণমূল ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। তাঁর কথায়, পুলিশের হাত থেকে আইন কেড়ে নিলে, তা সমাজের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকারক।

প্রযুক্তির সঙ্গে পা মেলাচ্ছেন প্রবীণেরা, প্রমাণ করল বইমেলা

শুভাশিস বিশ্বাস

নবমীতে জনজোয়ার কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায়। নবমী বলবো নাই বা কেন, রবিবার-ই যে এই বই উৎসবের অন্তিম দিন। কলকাতা বইমেলার সঙ্গে একমাত্র তুলনা চলে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর। কারণ, এই বইমেলার নামে 'মেলা' হলেও এটা আদতে বাঙালির কাছে একটা উৎসব ছাড়া আর কিছুই নয়। যেখানে সর্বস্তরের বাঙালি অংশ নেন মনে প্রাণে। আর সেই কারণেই বাঙালির 'বারো মাসে তেরো পার্বন' এই আপ্তবাক্যে পরিবর্তন এনে বইমেলা তা করেছে 'বাঙালির বারো মাসে চোদ্দ পার্বন'।

বাঙালির বইপার্বনে অধিকাংশ বাঙালি থেকে অবাঙালি প্রত্যেকেই অংশ নিলেও মন খারাপ কিন্তু একটা অংশের। আর তারা হলেন যাদের জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষার শুরু এই বইমেলা শেষ হওয়ার পরদিন থেকেই। প্রতিবছরই বইমেলা এমন এক সময় হয় যাতে সমস্যায় পড়েন মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা। আর এখানেই তাঁদের এক বিরাট আপত্তি এই বইমেলার নির্ঘণ্ট নিয়ে। এই বইমেলা কী পরীক্ষার আরও বেশ কিছুটা আগে বা পরে করা যায় কি না তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। এদিকে পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের সভাপতি ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় এব্যাপারে জানান, কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার সূচির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বিশ্বের অন্যান্য বইমেলার সূচিও। গোটা বিশ্বে যত আন্তর্জাতিক বইমেলা হয় প্রত্যেকটির সূচি নির্ধারণ করে দেয় আন্তর্জাতিক ক্যালেন্ডার। যাতে একটার সঙ্গে অন্যটার কোনওভাবে সংঘাত না হয়। ১৯৭৬ সালে ফ্র্যাঙ্কফুর্ট বইমেলা থেকে অনুপ্রাণিত

হয়ে শুরু হয়েছিল কলকাতা বইমেলা। তবে সেই সময় আন্তর্জাতিক ক্যালেন্ডার বানানো হয়নি। সেই সময় বইমেলা অনুষ্ঠিত হত মার্চের শুরুতে। পরে ক্যালেন্ডার মেনে সেই সূচি বদলে এগিয়ে আনা হয় জানুয়ারি মাসে। এই ট্র্যাডিশন মেনেই ১৯৮৩ সালে প্রথমবার কলকাতা বইমেলা বছরের এই সময়টায় শুরু করা হয়েছিল। তবে এখন আন্তর্জাতিক ক্যালেন্ডার মেনে চলার অতটা বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু মানুষ জানেন যে বছরের এই সময়টায় বইমেলা শুরু হবে। কলকাতা থেকে বঙ্গবাসী ছোট থেকে জেনে আসছে জানুয়ারি মাসের শেষ বুধবার থেকে কলকাতা বইমেলা শুরু হবে। সেই কারণে এটা আর বদলানো হয়নি। এর পাশাপাশি গিল্ডের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে যে, এই সময়টা বই মেলা করায় একটা বাড়তি সুবিধাও রয়েছে। একদিকে যেমন শীতকাল, তাতে নরম সূর্যের আলোয় এদিক-ওদিক ঘোরার যেমন সুবিধা রয়েছে ঠিক তেমনই অন্যদিকে বেশ কিছু ছুটিও থাকে বছরের এই সময়টায়। তবে এই প্রসঙ্গে গিল্ড এও মনে করিয়ে দিয়েছে, এই সূচির কখনও অদলবদল হয়নি তাও নয়। অবশ্যই হয়েছে। ২০২৪-এ লোকসভা নির্বাচন ছিল। সেই কারণে বইমেলার সময়সূচিতে পরিবর্তন করা হয়। তবে এই বইমেলা যেহেতু সাধারণ মানুষের জন্য সেই কারণে তাদের কথা সবার আগে ভাবে গিল্ড।

২০২৫-এ বইমেলায় নজর কেড়েছে হাঁসের আদলে তৈরি ম্যাসকট। একজন পুরুষ এবং অন্য জন নারী। এদের দেখতে অনেকটা চশমা চোখে অতি পরিচিত এক বাঙালি পড়ুয়ার মতো। বইমেলায় আলাদা ম্যাসকট জোন তৈরি করা হয়েছিল। টি-শার্ট, কাপের মতো সামগ্রীতেও ম্যাসকটের মাধ্যমে চলেছে বইমেলার প্রচার। হাঁসকে ম্যাসকট করার কারণ, দেবী সরস্বতীর বাহন রাজহাঁস। আর এই সরস্বতীই বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী। সেই কারণেই কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় ম্যাসকট হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে দেবী সরস্বতীর বাহনকেই। আগে কখনও আন্তর্জাতিক বইমেলায় এমন ম্যাসকট ছিল কি না তা মনে করতে পারেননি কেউই।

২০২৫-এ বইমেলা প্রাঙ্গনে স্টল এক হাজারেরর একটু বেশিই। ছোট, বড় এবং মাঝারি প্রকাশক অনেকেই অংশ নিয়েছেন এবারের বইমেলায়। রয়েছে লিটল ম্যাগাজিনের টেবিলও। এরসঙ্গে নজর কেড়েছে বইমেলার ন'টি গেট। যার একটি জার্মান ভাষাবিদ ম্যাক্সমুলারের নাম এবং অন্য একটি থাকবে জার্মান লেখক গ্যেটের নামে। জার্মানিকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়ার কারণ হল কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার থিম কান্ট্রি-ই ইউরোপের এই দেশ। এর পাশাপাশি ২৫,এর বইমেলায় উৎযাপন করা হয় সলিল চৌধুরী, ঋত্বিক ঘটক, তপন সিনহা, নারায়ণ সান্যাল এবং অরুন্ধতি দেবীর জন্মশতবর্ষ। একই সঙ্গে কাজী নজরুল ইসলাম এবং জীবনানন্দ দাশের ১২৫ তম জন্মবর্ষ পূর্তিতে তাঁদের স্মরণ করা হয় নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে।

তবে একটু একটু করে আধুনিক প্রযুক্তির আঁচ লাগছে কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায়। তার জেরে বদলাচ্ছে মেলার চেহারাও। তা ভীষণভাবে মালুম হল ২০২৫-এ কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা প্রাঙ্গনে পা রাখতেই। কারণ এবার নজরে এল অ্যাপের মাধ্যমে গুগল লোকেশন অনুযায়ী স্টল খুঁজে নেওয়ার মতো ঘটনা। ২০২৪-এর বইমেলাতেও যাঁরাই গেছেন তাঁদের সবার আগে লক্ষ্য ছিল গিল্ডের অফিস থেকে ম্যাপ সংগ্রহ করা। কারণ, সেই ম্যাপ দেখে পাঠক পছন্দের স্টল খুঁজে পান। তবে এবার আর কেবলমাত্র ম্যাপ দেখে স্টল খুঁজে পেতে হিমসিম খেতে হয়নি সাধারণ মানুষকে। এবার বিশেষ ধরনের অ্যাপ এনেছে পাবলিসার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড। 'আইকেবিএফ' নামের অ্যাপটি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করে নিলেই হল। এরপর মোবাইলে ওই অ্যাপই হদিশ দিয়েছে যে স্টলটি খেঁজা হচ্ছে তার সঠিক অবস্থান। এই প্রসঙ্গে এটা বলতেই হয়, এই অ্যাপটি তৈরি করেছে সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি। ফলে বইমেলায় এখন থেকে ঢাউস ম্যাপ নিয়ে ঘোরার দিন শেষ। নয়া প্রযুক্তির ছোঁয়ায় খুশি নব প্রজন্ম, আর প্রবীণরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করছেন আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার। নয়তো পিছিয়ে পড়তে হবে যে!

ফোটোগ্রাফারের নাম করে মহিলাদের ফোন, ধর্ষণের হুমকি

নিজস্ব প্রতিবেদন: এক ফটোগ্রাফারের নাম নিয়ে বিভিন্ন মহিলাকে ফোন করার অভিযোগ সামনে আসছিল। সেই কথোপকথনে গ্ল্যামার দুনিয়ায় সুযোগ করে দেওয়ার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছিল বলেও জানতে পারা গেছে। এখানেই শেষ নয়, মহিলাদের সঙ্গে খাস গল্পের মাঝে দেওয়া হতো ধর্ষণের হুমকিও। এরপরই এই ঘটনায় যাদবপুর থানায় দায়ের হয় অভিযোগ। অভিযোগকারী ফটোগ্রাফারের নাম তথাগত ঘোষ। তথাগতর অভিযোগ, বেশ কয়েকদিন ধরেই তাঁর নাম করে অভিযুক্তরা মহিলাদের ফোন করছিলেন। শহরের হোটেলে ডাকতেন। তারপর মহিলাদের অশ্লীল ছবি তুলতে বাধ্য করতেন বলে অভিযোগ। মহিলাদের জামা খুলে দিতেন। নগ্ন ছবি তোলারও চেষ্টা করা হত বলে দাবি। মহিলাদের প্রথমে ডাকা হত হোটেলে। তারপর তাঁদের সঙ্গে অভব্য আচরণ করা হত। গ্লামার দুনিয়ায় সুযোগের নামে হেনস্থা করা হত বলেও খবর। ফটোগ্রাফারের বক্তব্য, তাঁকে এই রকমই এক মহিলা ফোন করেন। তারপরই বিষয়টি তিনি জানতে পারেন। এরপরই অভিযোগ দায়ের করেন যাদবপুর থানায়। পুলিশ গ্রেফতার করেছে অভিযুক্তকে। শনিবার আদালতে তোলা হলে পনেরো তারিখ পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়।

এ প্রসঙ্গে আইনজীনী স্মিতেশ চট্টোপাধ্যায় জানান, 'এক জনের নাম নিয়ে বছর দেড়েক ধরে এক ব্যক্তি মহিলাদের হেনস্থা করছিলেন।' অভিযোগকারী তথাগত ঘোষ বলেন, 'ওরা আমার নাম নিয়ে বলত অডিশানের জন্য ছবি লাগবে। তারপর মহিলাদের বলা হত এই দেখাতে হবে ওই দেখাতে হবে। আমি এও শুনেছি পিছন থেকে এসে মেয়েদের জামা খুলে দিত। স্বাভাবিক মেয়েটি ভয় পেয়ে যায়। তারপর সেই ছবি তুলে ব্ল্যাকমেইল করা হত। একাধিক এমন ঘটনা ঘটেছে। তারপর দুজন মহিলা সাহস দেখিয়ে আমার কাছে আসেন। তারপর আমরা থানায় যাই। নম্বর ট্র্যাক করে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।'

সম্পাদকীয়

সময়ের সারণি বেয়ে কুম্ভমেলা আবার আসবে, আমরাও ভুলে যাব সব

বহু কাল ধরে প্রতি ৪ বছর অন্তর এই ৪টি জায়গাতে অনুষ্ঠিত হয় ভারত তথা বিশ্বের বৃহত্তম কুম্ভমেলা। শুধু তা-ই নয়, প্রতি ১২ বছর অন্তর আসে পূর্ণকুম্ভ। আর এই রকম ১১টি পূর্ণকুম্ভ পার হয়ে ১৪৪ বছর পর আসে মহাকুম্ভ (১২ নম্বর পূর্ণকুম্ভ) বা ত্রিবেণী যোগ। এই যোগে, বিশেষ করে মৌনী অমাবস্যায় গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান অগণিত মানুষের অন্যতম মনোবাসনা। সেই কারণে এই বছর প্রয়াগরাজে অনুষ্ঠিত মহাকুম্ভ মেলার প্রচারবার্তা শুরু হয়েছিল অনেক দিন আগেই। অবশ্য এ বার ধর্মীয়, অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক মেলবন্ধন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে মহাকুম্ভের এই ত্রিবেণী সঙ্গমে, যেটা হিন্দুদের মহাসঙ্গমও বটে। এই মেলাকে কেন্দ্র করে উত্তরপ্রদেশের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে সমগ্র হিন্দুসমাজের নেতা বা মুখ হয়ে ওঠার সমস্ত উপকরণই মজুত ছিল এবং তিনি সেইমতো প্রস্তুতিও নিচ্ছিলেন। অর্থনৈতিক দিক থেকে দেখলে মহাকুম্ভের পরিকাঠামোর জন্য প্রায় ১৬ হাজার কোটি টাকা ইতিমধ্যেই বিনিয়োগ করেছে উত্তরপ্রদেশ সরকার এবং মেলার ৪৫ দিনে আনুমানিক ২ লক্ষ কোটি টাকার বাণিজ্যের আশা করা হয়েছে। কিন্তু এই বহুল প্রচারিত মহাকুম্ভ মেলা, উত্তরপ্রদেশ সরকার কর্তৃক যার 'ডিজিটাল মেলা' নামকরণ করা হয়েছে বিশ্ববাসীর কাছে, সেখানে গত ২৯ জানুয়ারির মৌনী অমাবস্যাতে দ্বিতীয় শাহি স্নান উপলক্ষে জমায়েতে কয়েক কোটি মানুষের প্রচণ্ড ভিড়ের চাপে ব্যারিকেড ভেঙে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন কমপক্ষে ৩০ জন (সরকারি মতে) পুণ্যার্থী। যদিও উত্তরপ্রদেশে যোগী আদিত্যনাথ সরকারের তরফে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির পরিবারকে এককালীন ২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু দুর্ঘটনার পরেও উত্তরপ্রদেশ সরকারের তরফ থেকে দুর্ঘটনায় মৃত এবং আহতদের সঠিক সংখ্যা প্রকাশ করা হয়নি। উপরন্তু, বেসরকারি ভাবে এই খবরও উঠে আসছে যে, ওই দুর্ঘটনাস্থল থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে আরও দু'টি দুর্ঘটনার ফলে কমপক্ষে ১২ জনের মৃত্যু হয়। শেষোক্ত দুর্ঘটনাগুলি নিয়ে এই সরকারের পক্ষ থেকে একটি শব্দও এখনও পর্যন্ত উচ্চারিত হয়নি। এর উপর আছে ময়নাতদন্ত এবং মৃত্যুর শংসাপত্র মৃতদেহগুলির পরিবারের হাতে তুলে না দেওয়ার মতো অদ্ভুত সব কাণ্ড। জাগতিক নিয়মমতো কুম্ভ মেলা আবার আসবে, চলেও যাবে। আমরাও এই দুর্ঘটনার কথা ভুলে যাব।

শব্দবাণ-১৮৬

১	■	২				
	■		■	■	■	■
	■	৩		৪		৫
	■		■		■	
৬					■	
■	■	■	■		■	
৭					■	

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. চলাফেরা ৩. গুপ্ত রহস্য ৬. অবিবেকতা ৭. বিরলদর্শন বস্তু বাব্যক্তি।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. অতি উৎসাহ ২. চামড়ার বাক্স বা থলি ৪. কৈলাসপর্বত ৫. জ্বর মাপার যন্ত্র।

সমাধান: শব্দবাণ-১৮৫

পাশাপাশি: ১. প্রমীলা ২. উদ্ভব ৫. হরিৎ ৮. লিডার ৯. রজনী।

উপর-নীচ: ১. প্রমূর্ত ৩. বক্রোক্তি ৪. কারিকা ৬. ভাওলি ৭. শঙ্কিনী।

জন্মদিন

আজকের দিন

জগজিৎ সিং

১৯২৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এ আর আন্তুলের জন্মদিন।*
১৯৫৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী অমৃতা সিংয়ের জন্মদিন।*
১৯৬৮ *বিশিষ্ট অভিনেতা রাহুল রায়ের জন্মদিন।*

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৫-২৬ বস্ত্র শিল্পকে চাঙ্গা করবে

গিরিরাজ সিং
কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রী

ভারতীয় পোশাক ও বস্ত্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত অর্থের পরিমাণ প্রায় ১৭৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। দেশের গড় অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রায় ২ শতাংশ এবং উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১১ শতাংশ। দেশে প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানে অন্যতম বড় ক্ষেত্র হ'ল বস্ত্র শিল্প। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ৪.৫ কোটিরও বেশি মানুষ। ভারত বস্ত্র রপ্তানিতে ষষ্ঠ বৃহত্তম দেশ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রায় ৪ শতাংশ এই দেশ থেকে রপ্তানি হয়ে থাকে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া', 'স্কিল ইন্ডিয়া', নারীর ক্ষমতায়ন ও গ্রামের তরুণদের কর্মসংস্থানের মতো সরকারের প্রধান উদ্যোগগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই ক্ষেত্রকে ঢেলে সাজানো হয়েছে।

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বস্ত্র মন্ত্রকের জন্য বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে ৫ হাজার ২৭২ কোটি টাকা। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের বাজেটের (৪৪১৭.০৩ কোটি টাকা) তুলনায় এই বৃদ্ধি প্রায় ১৯ শতাংশ। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে উৎপাদন সংযুক্ত বিনিয়োগ প্রকল্পে বস্ত্র ক্ষেত্রের জন্য ৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল, যা এ বছর বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ১৪৮ কোটি টাকা। উৎপাদনশীলতা বাড়াতে বস্ত্র ক্ষেত্রে উৎপাদন সংযুক্ত ভর্তুকি (পিএলআই) প্রকল্প রূপায়িত করা হচ্ছে। রপ্তানি বৃদ্ধি সহ পাঁচ বছরের জন্য এই ক্ষেত্রে আর্থিক বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১০ হাজার ৬৮৩ কোটি টাকা।

বস্ত্র মন্ত্রকের জাতীয় কারিগরি বস্ত্র মিশনে , (১) গবেষণা, উদ্ভাবন ও উন্নয়ন; (২) বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন; (৩) শিক্ষা ও দক্ষতা এবং (৪) কারিগরি বস্ত্রের ক্ষেত্রে রপ্তানির উন্নতির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বাজেট ঘোষণায় বোনা কাপড়ের মূল বহিঃশুল্কের হার ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২০ শতাংশ কিংবা কিলোগ্রাম পিছু ১১৫ টাকা করা হয়েছে।

বাজেটে এমএসএমই-কে অন্যতম প্রধান ইঞ্জিন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা দেশের আর্থিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে পারে। পোশাক ক্ষেত্রে ৮০ শতাংশের বেশি এমএসএমই-র সঙ্গে যুক্ত। প্রযুক্তিগত উন্নতি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এমএসএমই ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানের সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। নতুন শ্রেণিবিন্যাসের ফলে আরও বেশি ইউনিট এমএসএমই-র এর আওতায় আসবে।

বস্ত্র মন্ত্রকের সহায়তায় বস্ত্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ১১টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ভারত টেক্স ২০২৫ আয়োজিত হতে চলেছে। বিশ্বে এত বড় মাপের বস্ত্র শিল্প প্রদর্শনী এই প্রথম অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, যেখানে বস্ত্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত সবকিছুকেই এক ছাতার নীচে পাওয়া যাবে। এতে ধারাবাহিকতা, উদ্ভাবন এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উপর নজর দেওয়া হবে। নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপম - এ ১৪-১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫-এ এটি অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল থেকে শুরু করে উৎপাদিত পোশাক, সবকিছুই দেখা যাবে। এর পাশাপাশি, গ্রেটার নয়ডার ইন্ডিয়া এক্সপো সেন্টার অ্যান্ড মার্ট-এ আগামী ১২ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে বস্ত্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত যন্ত্রপাতি, রঙ করার সামগ্রী এবং হস্তশিল্পকে তুলে ধরা হবে। আত্মনির্ভর ভারত গড়ার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ বাজারের সম্প্রসারণ ও রপ্তানি বৃদ্ধি এবং ব্যাপক হারে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণ করে চলেছে।

অষ্টম বিশ্ববঙ্গ বানিজ্য সম্মেলনে বিপুল বিনিয়গের আশ্বাস বঙ্গে

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

শেষ হলো অষ্টম বিশ্ববঙ্গ বানিজ্য সম্মেলন। ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ যার আয়োজন ছিল তাক লাগনোর মত। মিটিং হয়েছিল নিউ টাউন,মিলনমেলা, বিশ্ব বাংলা স্যানিটেয়ার হল। উদ্বোধন, চা চক্র, মিটিং, কালচারাল প্রোগ্রাম, প্রদর্শনী,ডিনার ছিল দেখবার মতো। হাওয়ারই কথা। ৪০ টি দেশ, ১৫ টি অ্যামবাসি ,২০০ ডেলিগেট সহ বহু শিল্পপতিরা এখানে আমন্ত্রিত ছিলেন। মমতা তার বক্তব্যে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন এখানেই বাণিজ্যের আদর্শ জায়গা। জানালেন এখানে লোডশেডিং হয় না। এখানে কোনো বন্ধ হয় না। মানে এখানে কোনো কর্মবিরতি দিবস নেই। তিনি আরো জানিয়েছেন আমাদের সরকার জনগণের কাছে দায়বদ্ধ। ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যে এই সম্মেলন ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। নারী ক্ষমতায়নের দিক থেকে পশ্চিম বঙ্গ ১ নম্বর। এখানে নারী উদ্যোগ সবচেয়ে বেশি। মিটিংএ ছিল চাঁদের হাট। ছিলেন মুকেশ আম্বানি, হর্ষ নেওটিয়া, সঞ্জীব পুরী, সঞ্জীব গোয়েনকা,সজ্জন জিন্দাল, আসতে না পারলেও ফোনে কমিউনিকেশন করেছিলন চন্দ্রশেখরন সহ বিশ্বের বিভিন্ন বড় বড় শিল্পপতির দল।

কলকাতা থেকে সারা বিশ্বকে চেনানোর কথা বললেন মুকেশ অম্বানি। তিনি আরো বলেন বাংলায় শিল্পের ভবিষ্যত উজ্জ্বল। দ্বিগুণ লগ্নির ঘোষণা করলেন মুকেশ আম্বানি। বিনিয়োগের জন্যে বাংলা আদর্শ তাও জানালেন। জামদানি, তাঁত বালুচরী,জুট,খাদি,মসলিন, গ্রিন অটোমেটিক নিয়ে উনি সোনার বাংলা করার কথা বললেন এবং স্বপ্ন দেখানোর কথা জানালেন অম্বানী। হর্ষ নেউটিয়া ৭ টি বিলাসবহুল হোটেল করার কথা ঘোষণা করলেন। এছাড়াও শালবনি তে পাওয়ার প্লান্ট এর পরিকল্পনা, বীরভূমের দেউচা পাচামিতে কাজ শুরুর কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। যা গত বৃহস্পতিবার থেকে কাজ শুরু হয়। এখানে হতে চলেছে বড়ো ইনভেস্টমেন্ট। শুরুতেই যেভাবে অম্বানি এগিয়ে বাংলার কথা বলেন তাতে প্রথম দিন থেকেই এবারের বিশ্ববঙ্গ সম্মেলন বিশেষত মুকেশ অম্বানী যেভাবে মমতার প্রতি আস্থা দেখিয়েছেন তাতে শেষ দিন মানে ৬ ফেব্রুয়ারি যে এই আসরে আরও দেশ আসবে তা জানা কথাই ছিল।

যেমন ভাবা তেমন কাজ। গত বৃহস্পতিবার সামিল হলো আরো অনেক দেশ। মানে প্রথম দিনের ৯৩ হাজার কোটি টাকার লগ্নি ঠেকল ৪ লক্ষ, ৪০ হাজার ৫৯৫ কোটি টাকা বিনিয়োগের আশ্বাসে। এটা কম কথা নয়। মৌ স্বাক্ষর হলো ২১২ জনের। মাননীয়া জানালেন যে ৪০ টি দেশের মধ্যে ২০ টি দেশ তার বন্ধু হয়ে গেছে। প্রথম দিনেই রিলায়েন্স জানিয়েছিল বস্ত্রশিল্প ও সোলার প্রজেক্ট এ তারা জোর দেবে। মমতাও জানালেন ,৫০০০ বর্গ কিলোমিটার জমি রেডি আছে। মুকেশ আম্বানির কথাতে যে বিশ্বাসযোগ্য দেখা গেছে তাতে মাননীয়া আপ্লুত। বলেছেন বাংলায় শিল্পের ভবিষ্যত উজ্জ্বল। তবে সকলের লক্ষ্য ছিল সমাপ্তি অনুষ্ঠানের পর কত টাকা বঙ্গ আসে সেটা দেখার। এবারে দিদি সকলের সামনে তা তুলে ধরলেন যেটা উপরে বর্ণিত করা হয়েছে। দিদি আরো খুশি হয়েছেন কালীঘাট মন্দিরের সহযোগিতার আশ্বাস পাওয়ার পর। আর যে আশ্বাস দিয়েছেন অম্বানির মত লোক। এটা কম কথা নয়। ফলে যা হবার তাই হল। বাণিজ্য লগ্নিতে ৬ ফেব্রুয়ারি এলো আরও বহু দেশ। এবার আসি বিরোধীদের কথায়। বিরোধীরা বললেন জনগণের টাকা দিয়ে একটা মতছব করা হচ্ছে। টাকার নোট নয় ছয়। কুমিরছানা দেখানো হচ্ছে। কটাক্ষ করছেন বানিজ্যে বসতি রাজনীতি নিয়ে। এমনও বলছেন কোথায় কত টাকা মানে কোন সেক্টরে কত টাকা মমতা লগ্নি করছেন তা জনগণের সামনে তিনি তুলে ধরুক। কারণ এই প্রতিশ্রুতি আগেও দেখা গিয়েছিল, বাস্তবে তার কোনো কাজ প্রতিফলিত হয়নি। বরং দিনের পর দিন কল কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কোথায় নতুন প্রজেক্ট? আমরা বেকারত্বতে ভুগছি। আর শিল্পপতিদের নিয়ে এসে আমরা একটা ম্যাজিক শো দেখছি। এটাই বিরোধীদের মূল ইস্যু। মানে ভাব আছে ভরসা নেই।

আলোতে ভরে গেছে কলকাতা। বেঙ্গল মিনস বিজনেস। সরকারি গাড়ির পেছনে থেকে শুরু করে বড়ো বড়ো হর্ডিং এ মুড়ে গেছে এ শহর। সাজানো কলকাতা। না, বেশিদিন লাগে নি এই প্রস্তুতি নিতে। সপ্তাহ খানেক হবে টবে। নিরাপত্তা বলয়ে মুড়িয়ে দেওয়া হয় হোটেল চত্বর। উচ্চতর আধিকারিক থেকে একেবারে নিচুতলা অবধি কোনো বিরাম নেই এই ডেলিগেটস নিয়ে। আমাদের রাজ্যের সম্মানের কথা বলে কথা। তৈরি ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট। তৈরি বিভিন্ন সেক্টর থেকে উঠে আসা অফিসার যারা এখানে প্রটোকল অফিসার হিসেবে কাজ করেন। থাকে পাইলক কার। সঙ্গে পাইলট অফিসার। প্রতিটি ভিআইপি পায় পাইলট কার। পাইলট অফিসার। পিএস ও সহ কেউ কেউ আবার স্কট কার। আবার প্রটোকল অফিসার পান গাড়ি। ভিআইপি নিজে প্রতিটি মুভমেন্টের জন্যে পান একটি বিলাসবহুল গাড়ির সুবিধা। তাদের বিমান বন্দর থেকে আসা ও না যাওয়া অবধি পুলিশ, ট্রান্সপোর্ট, প্রোটোকল, ট্র্যাফিক সিস্টেম থেকে শুরু করে হোটেল, লিয়াজো কোনো খামতি থাকে না। কারণ একটাই -- রাজ্যে বিনিয়োগ আসার জন্যে। ঘুম নেই মিডিয়ার। রাত জেগে খবর করা। এত ঘটনার মাঝে এই বিশ্ববঙ্গ বানিজ্য তো একটা বড়ো খবর তাই না?

মানে বানিজ্য ঘিরে আমদের আবেগের কোনও শেষ নেই। আমাদের ঘুন নেই এই রাজ্য কিভাবে আরো উন্নতির শিখরে পৌঁছাবে। নেমে পড়েছে সবাই। আমাদের দাদা সৌরভ খেলা ছাড়ার পর এখন অনেক ভূমিকার মতো উদ্যোগ পতি। সংসদ অভিনেতা দেব ও সামিল হয়েছেন এই বানিজ্য যজ্ঞে। মানে সব শ্রেণীর মানুষ চাইছে পশ্চিমবঙ্গ আরো কিভাবে উন্নতি করতে পারে সেই কর্মকাণ্ডে।। নিন্দুকেরা কি বলবে দিদি জানেন। তাই সূচনার দিনই তিনি তার ভাষণে তার স্পষ্ট রূপরেখা তুলে ধরেছেন। সুতরাং চেষ্টা আছে। সরকারের সদিচ্ছার কোনো অভাব নেই। মানে ভালোবাসা আছে। সুস্থতা আছে, আবেগ আছে, নিন্দা আছে, সমালোচনা আছে,বিশ্বাসও আছে। তাই আমরা কি পারবো না আমার শহর আরো কিভাবে উন্নতির শিখরে পৌঁছে যাবে -- এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে? শিল্পপতিরা আসছেন,তারা যাচ্ছেন। তারা থাকাটাই বড়ো কথা। না, শুধু প্রতিশ্রুতি নয়,বাংলা চাই ভবিষ্যৎ। শিল্পপতিরা শুনছেন তো! এবার সকলে তাকিয়ে ২৫ এর ফলনের দিকে।

লেখক: বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

ইচ্ছা করলেই ইতিহাস বদলে দেওয়া যায় না

ড.জয়ন্ত কুমার দেবনাথ

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখোশ পরে যারা বাংলাদেশে ধ্বংসলীলা শুরু করেছিলো ৬ মাস পরও তা অব্যাহত। বরং ঐ দেশের মৌলবাদীদের দাপট বেড়েই চলেছে। গত ৫ আগষ্টের পর যেসব জঙ্গি জেল থেকে বেরিয়ে গেছে এবং ইউনুস সরকার আরো জঙ্গীদের জেল থেকে ছেড়ে দিয়েছে, তারাই স্বাধীন বাংলাদেশে আজ একদিকে মুক্তি যুদ্ধের কান্ডারী মুজিবুর রহমানের সমস্ত স্মৃতি এবং শেখ হাসিনার বাড়িঘর নিশ্চিহ্ন করার কাজে উদ্যোগী হয়েছে। শুধু তাই নয় বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে টুটি চেপে ধরেছে, যাতে ঐ দেশের স্বাধীন চেতা কবি সাহিত্যিক বিদ্বজ্জন মুখ খোলার সাহস না পায় ।

গত দুদিন ধরে শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমন্ডির বাড়ি, গত ৫ আগষ্টে পোড়ানোর পর যেটুকু চিহ্ন দাঁড়িয়ে ছিলো, তাও বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। ধানমন্ডির বাড়ি ছাড়াও দেশের বিভিন্ন জেলার আওয়ামী লীগের মন্ত্রী, নেতা, দলের পদাধিকারীদের অফিস, বাড়িগুলিও বুলডোজারের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়নি । বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারী ছাত্রদের বর্তমানে নেতৃত্ব দিচ্ছে সে দেশের জামাত ই ইসলাম। তাদের আক্রমনের লক্ষ্য শুধু যে সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের মানুষ, তা নয়। আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা প্রাণ ভয়ে অনেকেই দেশ ছেড়েছেন, পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। এ আমরা কোন সোনার বাংলাকে দেখছি। কাদের জন্য আমাদের দেশের ১৭ হাজার সেনা প্রাণ দিয়েছিলো ! একজন নোবেলজয়ী মানুষ যে এইরকম স্বৈরাচারী হতে পারে, তা ভাবতেও অবাক লাগে ! প্রশ্ন জাগে, নোবেল কমিটি কি সঠিক মানুষের হাতে এই নোবেল পুরষ্কার তুলে দিয়েছিলেন !

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারী এবং বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল বি এন পি, শেখ হাসিনা সরকারকে ফ্যাসিস্ট সরকার বলে আখ্যায়িত করেছেন। গত দুটো জাতীয় নির্বাচনে বি এন পি সহ তাদের সহযোগী অনেক রাজনৈতিক দল হাসিনা সরকারের একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন । তাহলে হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে যদি তাদের এই অভিযোগ থাকে, তবে বর্তমান ইউনুস সরকারের কাজকর্মকে কি বলে আখ্যায়িত করা হবে ! ইউনুস সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর মনে হয়েছিলো, দেশে শান্তি ফিরে আসবে। কিন্তু গত ৬ মাসে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া, দখল করা, হিন্দু মেয়ে মহিলাদের উপর নারকীয় অত্যাচার করা, তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্মান্তরিত করা ইত্যাদি কি বাকি নেই করার। মহম্মদ ইউনুস যেহেতু তদারকি সরকারের প্রধান, দায়তো তাকেই নিতে হবে।

এদিকে গত বুধবার রাত ১১ টা থেকে বুলডোজার এনে বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির বাড়িটির অবশিষ্ট অংশ ভাঙ্গার কাজ শুরু হয় এবং সারা রাত ধরে এই ধ্বংস লীলা চলে। সকালে আবার শুরু হয় অসমাপ্ত ধ্বংসের কাজ। বহু সাধারণ মানুষ অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই ধ্বংসলীলা দেখেছেন ।এক দম্পতি যাওয়ার পথে মৃদু প্রতিবাদ করায় তাদের বেদম প্রহার করা হয়। এই ধ্বংসলীলার সময় না আসে কোনো পুলিশ, না আসতে কোনো সেনাবাহিনীর লোক। নির্বিঘ্নে একটি ইতিহাসকে তালিবানি কায়দায় নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়। শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের ফেসবুক পোষ্টে ইউনুস সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, এভাবে ইতিহাসকে ধ্বংস করা যাবে না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রয়েছেন বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের ৫৩ বছর পর যাদের হাত থেকে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে তিন লক্ষ পূর্ব বঙ্গের মানুষ শহীদ হয়েছিল, তাদের (পাকিস্তান) সঙ্গে সক্ষতা ভারতের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত জুলাই-আগস্টে বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন এবং শেখ হাসিনার দেশ ত্যাগ বাংলাদেশে যে অরাজকতা শুরু হয়েছে, তাতে নয়া দিল্লির কপালে ভাঁজ পড়েছে। কারণ ঐ সময় বাংলাদেশের জেল থেকে বহু আতঙ্ক বাদী পালিয়েছে। তারা বিভিন্ন ভাবে ভারতে ঢুকে নাশকতার চেষ্টা করছে বলে খবর রয়েছে। ইতিমধ্যেই ভূয়ো

পাসপোর্ট নিয়ে বেশ কিছু বাংলাদেশের নাগরিক ধরা পড়েছে। এটা একদিক দিয়ে যেমন ভারতের আভ্যন্তরীন সুরক্ষার প্রশ্ন, অন্যদিকে এই জাল পাসপোর্ট কিভাবে, কারা তৈরী করছে এটাও একটা বড় চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে । গত ৫ আগষ্ট ছাত্রদের বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের ফলে সরকারের পট পরিবর্তনের পর ৮ আগষ্ট মহম্মদ ইউনুস বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হওয়ার পর যেভাবে বাংলাদেশে গণহত্যা সংগঠিত হচ্ছে, তারপর মহম্মদ ইউনুসকে শান্তির দূত বলা যায়না ।

একজন বাঙালি হিসাবে গর্ব হয়েছিলো যখন বাঙালি ড.মহম্মদ ইউনুস শান্তিতে নোবেল জয়ী হয়েছিলেন। যেমন গর্ব হয় যখন বাংলাদেশ ক্রিকেট দল আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অংশগ্রহণ করে এবং মাঠের এগারো জন খেলোয়াড় বাংলা ভাষায় কথা বলে। পৃথিবীতে আর কোনো দেশ নেই, যে দেশের জাতীয় দলের সবাই বাংলাভাষী ! বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ থেকে যে কোনো কাজে ভারত ছিলো তাদের উন্নয়নের সাথী। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে যে উন্নয়নের ধারা চলছিলো, তা গত ৫ আগষ্ট ২০২৪ তারিখের পর এক লহমায় তা ধ্বংস করতে উদ্যত হলো। জাতীয় সম্পদ ধ্বংস করা এবং তাকে সমর্থন করা কি একজন নোবেল জয়ী মহম্মদ ইউনুসের ঠিক কাজ ! কিন্তু ঐ যে ক্ষমতার লোভ! মহম্মদ ইউনুস ,আপনি কি ভাষা শহীদদের অপমান করছেন না ! মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যখন জাতীয় পরিষদে সংখ্যা গরিষ্ঠতা পাওয়ার পরও পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কে মানতে রাজী হলো না, তখন আপনি একজন যুবক। আপনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত ছিলেন, এমন কোনো দলিল নেই। তাতে পরিস্কার আপনিও একজন রাজাকার ছিলেন। আর এখন পাকিস্তানের সাথে সখ্য গড়ে তোলা, আর কারো বুঝতে বাকী নেই আপনি কি!

গত ১৬ ডিসেম্বর। এই দিনে ১৯৭১ সালে পাক হানাদার বাহিনী ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। তাই এই দিনটি উভয় দেশে বিজয় দিবস হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। কিন্তু এবছর বাংলাদেশের বর্তমানের ইউনুস সরকার ঐতিহাসিক এই দিনটির গুরুত্ব অন্যদিকে নিয়ে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। বর্তমান ইলেকট্রনিক মিডিয়া, স্যোসাল মিডিয়া এবং অত্যাধুনিক প্রিন্ট মিডিয়ার যুগে কোনো খবর চাপা দেওয়া সহজ নয়। তারপরেও বাংলাদেশের মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান রেজাউল ওয়াদাদ এক টিভি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, বাংলাদেশে কোনো গনহত্যার কাহিনী নেই। তাহলেই ভাবুন, সারা বিশ্ব বিভিন্ন মিডিয়ায় দৌলতে যা চাক্ষুষ করছে, তা সরাসরি অস্বীকার করছেন ওদেশের মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান।

১৯৬৪ সালে এবং ১৯৭১ সালে ভারতের সেনাদের হাতে পর্যুদস্ত পাকিস্তানের প্রশাসন এখনো ভুলতে না পেরে বাংলাদেশের মৌলবাদীদের দিয়ে হিংসার পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইছে এবং এতে প্রধান টার্গেট হিন্দু তথা সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। এমনিতেই বাংলাদেশের হিন্দুদের সংখ্যা ক্রমাগত কমছে। আর এখানেই বড় প্রশ্ন, শান্তির দূত মহম্মদ ইউনুস কতটা নোবেল পুরষ্কার পাওয়ার যোগ্য ? নোবেল কমিটি আর একবার বিবেচনা করে দেখতে পারেন কার হাতে শান্তির নোবেল পুরষ্কার তুলে দিয়েছেন !

পুরুলিয়া যাওয়ার পথে টুরিস্ট ভর্তি গাড়ির দুর্ঘটনা, মৃত্যু ট্যুর গাইডের, আহত সাত

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোবরডাঙা: পর্যটক নিয়ে যাওয়ার ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু ট্যুর গাইডের, গুরুতর আহত দুই সহ মোট সাত। গোবরডাঙা থেকে পর্যটক নিয়ে পুরুলিয়া যাওয়ার সময় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবককের। আহত হয়েছে আরও সাতজন, তার মধ্যে গুরুতর আহত হয়েছেন আরো দু'জন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম আকাশ দাস (৩০)। বাড়ি উত্তর চব্বিশ পরগনার গোবরডাঙা পুরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডে। শনিবার সকালে দুর্ঘটনার খবর আসে পরিবারের কাছে এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবার সহ গোটা এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে ৮০ জন টুরিস্ট নিয়ে দুটি গাড়িতে করে গোবরডাঙা থেকে পুরুলিয়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন ট্যুর গাইড আকাশ। পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে যাওয়া কথা ছিল তাদের। পুরুলিয়া ঢোকার আগে পুরুলিয়া বাঁকুড়া ৬০ নং জাতীয় সরকের হুড়া এলাকায় দুটো গাড়ির মধ্যে একটি গাড়ি দুর্ঘটনার

মুখে পড়ে। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় আকাশের। আহত হন সাত জন। যার মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। নিহতের বাবা শ্যাম দাস বলেন তার দুই ছেলে। আকাশ বাড়ির ছোট ছেলে সে এবং তার দাদা মাঝে মধ্যে বিভিন্ন যায়গায় টুরিস্টদের নিয়ে যেত। শুক্রবার রাতে গোবরডাঙা থেকে ৮০ জন পর্যটক নিয়ে দু'টি গাড়িতে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিল। শনিবার সকালে তাদের কাছে দুর্ঘটনার খবর আসে। খোঁজ নিয়ে তারা জানতে পারেন আকাশের ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়েছে। জানা গিয়েছে, গাড়ি ওভারটেক করতে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে নিহতের বাড়িতে আসেন গোবরডাঙা পুরসভা পুরপ্রধান শংকর দত্ত। তিনি জানান, আকাশ ভালো ছেলে হিসেবে পরিচিত ছিল। মানুষের অসুবিধায় ঝাঁপিয়ে পরত। শংকর দত্ত আরও বলেন, তারা পরিবারের পাশে আছে। আকাশের দেহ আনার ব্যবস্থা করছেন তারা এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য পুরুলিয়া প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলছেন।

লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু মেধাবী ছাত্রের, শোকাহত আরামবাগবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ছাত্রের। লরির ধাক্কায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। শনিবার সকালে এই ঘটনা ঘটে আরামবাগের কাবলে সেতুর ওপরে আরামবাগ কলকাতা রাজ্য সড়কে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ওই ছাত্রের নাম সৃজন মণ্ডল (১৭)। সে আরামবাগ হাই স্কুলের একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র। তার বাবা শিশির মণ্ডল গোঘাটের বালি হাইস্কুলের শিক্ষক। এই ঘটনার পরেই ঘাতক লরিটি পালিয়ে যায়। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, এদিন সৃজন তার মামার বাড়ি পুরশুড়ার পশ্চিমপাড়া থেকে স্কুটিতে আলুর বস্তা নিয়ে আরামবাগের বাড়িতে ফিরছিল। সেই সময়েই কাবলের সেতুতে ওঠার আগে বস্তা নিয়ে রাস্তায় পড়ে যায় লরির ধাক্কায়। সেই সময়েই লরিটি তাকে পিষ্ট করে দেয়। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। খবর পেয়ে আরামবাগ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বিকাশ চন্দ্র রায় হাসপাতালে যান। জানা গেছে, সৃজন তার বাবা ও মায়ের এক মাত্র সন্তান। পঞ্চম শ্রেণি থেকেই আরামবাগ হাইস্কুলে পড়াশোনা করত। তার বাড়ি আরামবাগ পুরসভার তিন নং ওয়ার্ডের প্রফেসর পাড়া সংলগ্ন এলাকায়। এদিকে সাত সকালে এই ঘটনা ঘটলেও জানাজানি হতে বেশ দেরি হয়। হাসপাতাল থেকেই জানা যায় তার পরিচয়। কারণ যে ভাবে দুর্ঘটনা ঘটে

তাতে করে তার দেহ শনাক্ত করা যায়নি প্রথমে। পরে জানা যায় যাবতীয় তথ্য। খবর পেয়ে পরিবার পরিজন, পাড়া প্রতিবেশী সকলে হাসপাতালে ছুটে আসেন। হাসপাতালে আসেন আরামবাগ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বিকাশ চন্দ্র রায়, প্রাক্তন শিক্ষক ফাল্গুনী চক্রবর্তী সহ একাধিক জন। প্রধান শিক্ষক বিকাশ চন্দ্র রায় বলেন, খুবই দুঃখজনক, মর্মান্তিক এই ঘটনা। সৃজন বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ছিল। খুবই মেধাবী ছাত্র ছিল। আমরা একজন সম্পদকে হারালাম। সমবেদনা জানানোর ভাষা নেই। ওর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

দিল্লিতে বিজেপির জয়ে গেরুয়া আবির খেলায় আরামবাগ বিজেপি নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হল ভারতীয় জনতা পার্টি। সেই সঙ্গে ২৭ বছর পর দিল্লির মসনদে বসল বিজেপি। শনিবার দেশের মানুষ তাকিয়ে ছিল এই ফলাফলের দিকে। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নেতৃত্বে আম আদমি পার্টিকে বিপুল ভোটে হারিয়ে দিল্লিতে সরকার গঠন করছে বিজেপি। ৭০ টা আসনের মধ্যে বিজেপি এগিয়ে ৪৮টি আসনে অন্যদিকে আম আদমি পার্টি এগিয়ে ২২টি আসনে। দিল্লিতে আম আদমি পার্টিকে হারিয়ে বিজেপি সরকার গঠন করতেই এবার বাংলায় পরিবর্তনের ডাক দিয়েছে বাংলার বিজেপি নেতৃত্ব। দিল্লিতে বিধানসভা ভোটে বিজেপির বিশাল জয়ের উচ্ছ্বাস এসে পড়ল হুগলির খানাকুল ও আরামবাগ বিধানসভায়। এদিন খানাকুল বিধায়ক সুশান্ত ঘোষের নেতৃত্বে গেরুয়া আবির খেলায় মেতে উঠল নেতৃত্ব থেকে শুরু করে কর্মী সমর্থকরা পাশাপাশি একে অপরকে মাখিয়ে দিল আবির। এ প্রসঙ্গে বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ জানান, দেখুন এই জয় দিল্লিবাসীর জয়, এই জয় ভারতবাসীর জয়। ভারতের রাজধানী দিল্লি, সেই দিল্লির বুকে ভারতীয় জনতা পার্টি আজকে পদ্ম ফুটিয়েছে, জনগণের সেবা করার জন্য। এর আগে কেজরিওয়াল ১০ বছর ছিল উন্নয়নকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল এবং মানুষকে ভুল বুঝিয়ে গিয়েছিল। পাশাপাশি এদিন সন্ধ্যায় বিজেপি আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তথা ফুলসুরা বিধায়ক বিমান ঘোষের নেতৃত্বেও পথ চলতি মানুষ থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীদের মিষ্টিমুখ করাতে দিল্লি বিধানসভা ভোটে জেতার কারণে। দিল্লি জয়ে হুগলির গোঘাট মণ্ডল ৪ বিজেপি নেতৃত্বের আবির খেলার পাশাপাশি লাড্ডু বিতরণ করা হয়। বিজেপি আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার গোঘাট বিধানসভার মণ্ডল ৪ এর পক্ষ থেকে তেলিগ্রামে দিল্লির বিজেপির সরকার গঠনের পক্ষ থেকে। ছিলেন মণ্ডল সভাপতি রাজু রানা, অমিত ঘোষ প্রমুখ। বিজেপি নেতা রাজু রানা জানান, ২৭ বছর পর দিল্লিতে বিজেপির সরকার গঠন হল। পশ্চিমবাংলায় ২০২৬ সালে নরেন্দ্র মোদিজির নেতৃত্বে সরকার গঠন হবে। সবমিলিয়ে এই ঐতিহাসিক জয়ে আনন্দ ও উচ্ছ্বাসে ভাসল আরামবাগ মহকুমা বিজেপির নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকরা।

চিকিৎসক পুরপিতার ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

প্রবীণ নাগরিকদের একদিনের তীর্থস্থান ভ্রমণের ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশমতো জনসংযোগ বাড়াতে চিকিৎসক পুরপিতার অভিনব উদ্যোগ। বিগত বছরগুলির মতো এবারেও ওয়ার্ডের প্রবীণ নাগরিকদের একদিনের তীর্থস্থান ভ্রমণের ব্যবস্থা করলেন বারাসাত ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে পুরপিতা ডাঃ সুমিত কুমার সাহা। শুক্রবার সকালে ৯০ জনকে নিয়ে ২ বাসে কামারপুকুর জয়রামবাটি উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। তবে এবারের অভিনবত্ব হল, বয়স্ক মানুষদের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে ভ্রমণ দলের সঙ্গে পাঠানো হল ওষুধ, চিকিৎসার সরঞ্জাম সহ একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে। পুরপিতার এমন অভিনব ও ব্যতিক্রমী উদ্যোগে বেজায় খুশি ওয়ার্ডবাসী সহ বয়স্ক ভ্রমণ যাত্রীরা। এদিন বাস যাত্রার উদ্বোধন করেন পুরপ্রধান অশনি মুখার্জি, উপস্থিত ছিলেন পুরপিতা ডাঃ সুমিত কুমার সাহা, সোমেন আচার্য, অরূপ পাইন সহ অন্যান্যরা।

এই প্রসঙ্গে পুরপিতা ডাঃ সুমিত কুমার সাহা বলেন, বারাসাত পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডটি দীর্ঘদিন ধরে বামেদের দখলে ছিল। ফলে উন্নয়ন ও এলাকার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল নষ্ট হতে বসেছিল। গত পুরনির্বাচনে এলাকাবাসী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর ভরসা রেখে আমাকে মানুষের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। আমাদের দলনেত্রীর অনুপ্রেরণাতেই ওয়ার্ডের বয়স্ক মানুষদের মনোরঞ্জনের জন্যই বিগত কয়েক বছরের মতো এবারেও একদিনের ভ্রমণের ব্যবস্থা করেছি। একজন চিকিৎসক পুরপিতা হিসেবে আমার ওয়ার্ডের মানুষদের মনোরঞ্জনের পাশাপাশি তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার এমন উদ্যোগ নেওয়াটা আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে জানান ডাঃ সুমিত কুমার সাহা। পুরপ্রধান অশনি মুখার্জি বলেন, এই উদ্যোগ প্রমাণ করে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে মানুষ ডাঃ সুমিত কুমার সাহাকে আর্শীবাদ করে কোনও ভুল করেননি।

পরীক্ষা গ্রহণকেন্দ্রে পরিদর্শন প্রশাসনিক কর্তাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: আগামী সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। তার প্রাক্কালে বিভিন্ন পরীক্ষা গ্রহণকেন্দ্রগুলিতে শুরু হয়েছে পরিদর্শন প্রশাসনিক কর্তা থেকে শুরু করে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের। তারা বিভিন্ন জায়গায় নজরদারি চালিয়ে কোথাও কোনও রকম সমস্যা রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখেন।

পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ ব্লকে যে সমস্ত মাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণ কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে সেই সমস্ত পরীক্ষা গ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে শনিবার সকাল থেকে পরিদর্শন করেন ব্লক প্রশাসনের আধিকারিক থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিরা। ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক, খণ্ডঘোষ থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্তরা পরিদর্শন করেন বিভিন্ন পরীক্ষা গ্রহণ কেন্দ্রে। পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অপার্থিব ইসলাম সহ অন্যান্যরা পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন। সরঙ্গা, জুবিলা নিশ্চিন্তপুর ওয়াড়ি সহ বিভিন্ন পরীক্ষা গ্রহণকেন্দ্রে পরিদর্শন করেন তাঁরা। এবার খণ্ডঘোষ ব্লকে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১৪৭৩ জন। তার মধ্যে ছাত্র রয়েছে ৭০৯ জন ছাত্রী রয়েছে ৭৬৪ জন বলে জানা গিয়েছে। পরীক্ষা গ্রহণকেন্দ্রগুলির পরিকাঠামাগত সমস্ত দিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন সকলে। দূর দূরান্ত থেকে যে সমস্ত পরীক্ষার্থীরা আসবে তাদের যাতে কোনও রকম অসুবিধার মধ্যে পড়তে না হয়, নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে তারা যাতে পরীক্ষা দিতে পারে সেই সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন দায়িত্বপ্রাপ্তরা। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও উপস্থিত ছিলেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

রিলায়েন্স জুট মিলস (ইন্টারন্যাশনাল) লিমিটেড

CIN : L17125WB1996PLC081382
রেজিস্টার্ড অফিস: ১৩/সি, কাশীনাথ মল্লিক লেন, ২য় তল, কলকাতা- ৭০০০৭৩
ই-মেল: financeho@reliancejute.com ওয়েব: www.reliancejute.com

৩১.১২.২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস/নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ (টাকা লাখে)

ক্র নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	৮৩২৭	২১০৭১	৫৮৭৮
২.	সময়কালের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (কর এবং ব্যতিক্রমী দফাদি পূর্ববর্তী)	২১৪	(৪১৬)	(২০১)
৩.	সময়কালের জন্য কর পূর্ববর্তী নিট লাভ/ (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী দফাদি পরবর্তী)	২১৪	(৪১৬)	(২৪৬)
৪.	সময়কালের জন্য কর পরবর্তী নিট লাভ/ (ক্ষতি)	২১৪	(৪১৬)	(২৪৬)
৫.	চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা)	২৫৯	২৫৯	২৫৯
৬.	মোট ব্যাপক আয় এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়	০	০	০
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি যা নিরীক্ষিত ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিত	(১৩৬৫) (৩১.০৩.২০২৪ অনুযায়ী)	(১৩৬৫) (৩১.০৩.২০২৪ অনুযায়ী)	(৪১০৬) (৩১.০৩.২০২৩ অনুযায়ী)
৮.	সাধারণ শেয়ার প্রতি রোজগার (প্রতিটি ১০/- টাকা) (চলতি ও অচলতি কার্যক্রমের জন্য) মূল ও মিশ্রিত (টাকা):	৮.২৮	(১৬.০৭)	(৯.৫০)

দ্রষ্টব্য:
১) উপরেরটি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিনমাসের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারসংক্ষেপ যা স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা হয়েছে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিনমাসের আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে আমাদের ওয়েবসাইট www.reliancejute.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.cse-india.com -এ।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
সুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল
চেয়ারম্যান

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

ফর্ম জি
জয়প্রকাশ অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ অধীনে) (**"সিআইআরপি রেগুলেশনস"**)
এই সংশোধনী ফর্ম জি ১০ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক প্রকাশিত, জয়প্রকাশ অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড (**"সিডি"**) ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের সভায় কমিটির বিনিয়োগকারীগণ (**"সিওসি"**) কর্তৃক অনুমোদিত

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	**জয়প্রকাশ অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড** **PAN :** AABCB1562A **CIN :** L14106UP1995PLC019017
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	সেক্টর ১২৮, নয়ডা - ২০১৩০৪ (উত্তরপ্রদেশ)
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	**http://jalindia.com/index.html**
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	সিডি বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় নিযুক্ত ফলে ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং বিদেশের কিছু স্থানে সম্পদ অবস্থিত। আরও বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে উক্ত ওয়েবসাইট দেখুন।
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	সংশ্লিষ্ট সিডি অথিতেয়তা, সিমেন্ট, নির্মাণ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং, রিয়েল এস্টেট সহ বিভিন্ন বহুবিধ ব্যবসায় নিযুক্ত। অনুগ্রহ করে উক্ত ওয়েবসাইট দেখুন।
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	সিডি-র বিনিয়োগের বিষয় সম্বলিত বিস্তারিতর পাওয়া যাবে : **http://jalindia.com/cirp.html**। সিডি'র কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রসেস (**"সিআইআরপি"**) তে আগ্রহ প্রকাশক প্রস্তাব দাখিলের আরও বিস্তারিত, সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীর উপযুক্ততার মান সহ (২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড (**"কোড"**) এর ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে সিওসি দ্বা অনুমোদিত মতে) জানতে উল্লেখ্য আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান বিস্তারিত দেখুন। আগ্রহপ্রকাশক আহ্বানের বিস্তারিত পাওয়া যাবে সিডি'র ওয়েবসাইট এবং তা **http://jalindia.com/cirp.html** উপলব্ধ।
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	
৮.	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী	
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে	
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	**১১ মার্চ ২০২৫**- পূর্বের তারিখ ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	**২১ মার্চ ২০২৫** -পূর্বের তারিখ ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	**২৬ মার্চ ২০২৫** - পূর্বের তারিখ ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	**৫ এপ্রিল ২০২৫** - পূর্বের তারিখ ৬ মার্চ ২০২৫
১৪.	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	**১০ এপ্রিল ২০২৫** - পূর্বের তারিখ ১১ মার্চ ২০২৫
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	**৯ জুন ২০২৫** - পূর্বের তারিখ ২৫ এপ্রিল ২০২৫
১৬.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	**cirpjal@gmail.com**
১৭.	কর্পোরেট ডেটরের এমএসএমই অনুযায়ী নথিভুক্তির বিস্তারিত	প্রাপ্ত নয়

দ্রষ্টব্য : ১. সংশ্লিষ্ট সময়সীমা শর্ত সাপেক্ষ : ক) পরিবর্তন এবং সম্প্রসারণ (সিওসি এর অনুমোদন নির্ভর);এবং খ) সময়সীমার কোনও সম্প্রসারণ / সংক্ষেপকরণ সংশ্লিষ্ট সিডি এর সিআইআরপি এর সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট কোড তৎসহ পঠিত সিআইআরপি রেগুলেশনস, এবং সংশ্লিষ্ট যথাযথ সংক্ষেপকরণ /সম্প্রসারণ অনুমোদন সিডি এর মেয়াদের সিআইআরপি এর প্রতি মহামান্য এনসিএলটি কর্তৃক-আইএ নং ২১/২০২৫ (যা বর্তমানে বিচারাধীন) এবং সিডি এর মেয়াদের সিআইআরপি এর সম্প্রসারণ সংশ্লিষ্ট প্রয়োগ অনুযায়ী যা নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক দাখিল করা যেতে পারে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ১২(২) অধীনে, সিওসি কর্তৃক ইতিমধ্যেই অনুমোদিত সম্প্রসারণ মোতাবেক। ২. ফর্ম জি এর নিয়মগুলি পড়তে হবে নিয়ম এবং শর্তাদি এবং দাবিহীনতা আগ্রহ প্রকাশক আহ্বানের বিস্তারিত অনুযায়ী, যা ফর্ম জি এর অবিচ্ছেদ্য জরুরি অংশ হিসেবে গণ্য।

স্বা/-
ভুবন মদন
IBBI/IPA-001/IP-P01004/2017-2018/11655
নথিভুক্ত ঠিকানা : এ-১০৩, অশোক বিহার ফেজ - ৩, (লক্ষ্মী বাই কলেজের পিছনে) নিউ দিল্লি জাতীয় রাজধানি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল-১১০০৫২
(৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, নয়ডা) জয় প্রকাশ অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড-এর পক্ষে

এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লি.

রেজিঃ অফিস : "বৈভব" (৪এফ), ৪, লী রোড, কলকাতা-৭০০০২০
CIN No: L74300WB1983PLC036342
দূরভাষ : ০৩৩-২২৯০-৭৪০০/৭৪০১/৭৪০২ ই-মেল আইডি : smifcap@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.smifscap.com

৩১, ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং নয় মাসের স্ট্যান্ডালোন এবং সংবদ্ধ অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

(লাখ টাকায়, শেয়ার পিছু আয় ব্যতীত)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন: তিন মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড: তিন মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	৮২১.৭৫	৭২১.২৫	২১,৫০২.৯৬	৩,৩০৬.১৭	২৩,১৮৫.০৮	২৩,৯৬৭.৮৫	৮২৫.৪৯	৭২৪.৯৪	২১,৫০৬.৭৫	৩,৩১৭.৫৪	২৩,১৯৯.৮৬	২৩,৯৮৬.৪৬
নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-) কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব	৩৫.৯৬	৩৯.৯৯	২১৫.২৭	২০৮.০৬	২৩৮.৮০	৩২৯.২৪	৩৪.৮৮	৩৮.৯৬	২১৩.১৫	২০৫.২০	২৩৯.৫১	৩২৯.৩৪
নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-) কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী	৩৫.৯৬	৩৯.৯৯	২১৫.২৭	১৪৯.৫৩	২৩৮.৮০	৩২৯.২৪	৩৪.৮৮	৩৮.৯৬	২১৩.১৫	১৪৬.৬৭	২৩৯.৫১	৩২৯.৩৪
নিট লাভ(+)/ক্ষতি(-) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পরবর্তী	২৫.৮২	২৫.৮১	১৫৮.০৫	৮৮.৫২	১৭৩.৫৯	২৪১.০৯	২৪.৮২	২৪.৮৯	১৫৬.৪৪	৮৫.৯০	১৭৫.২৪	২৪০.৮৯
মোট সংবদ্ধ আয় সংশ্লিষ্ট সময়ের [সংবদ্ধ লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পরবর্তী এবং অন্যান্য সংবদ্ধ আয় কর পরবর্তী]	৩৬৬.৫০	২,১৮৬.৪৫	৫৬৩.৭৪	৩,৪৫৩.৮৭	১,১৭৭.৯১	১,১৬০.১২	৩৭৪.৯৭	২,১৮১.৬০	৫৬২.০০	৩,৪৫৭.১২	১,১৭২.৮৭	১,১৫৪.৬৮
আদায়দত্ত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতি শেয়ার)	৫৮৭.৭০	৫৫৮.৫০	৫৫৮.৫০	৫৮৭.৭০	৫৫৮.৫০	৫৫৮.৫০	৫৮৭.৭০	৫৫৮.৫০	৫৫৮.৫০	৫৮৭.৭০	৫৫৮.৫০	৫৫৮.৫০
শেয়ার-পিছু আয় (ইপিএস) (বার্ষিকীকৃত নয়)												
ক) মৌলিক (টা.)	০.৪৫	০.৪৬	২.৮৩	১.৫৬	৩.১১	৪.৩২	০.৪৩	০.৪৫	২.৮০	১.৫২	৩.১৪	৪.৩১
খ) মিশ্রিত (টা.)	০.৪২	০.৪৬	২.৮৩	১.৫৩	৩.১১	৪.৩২	০.৪০	০.৪৫	২.৮০	১.৪৯	৩.১৪	৪.৩১

উপরেরটি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্ত স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা হয়েছে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে।
৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.smifscap.com থেকে।

এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস্ লিঃ-এর পক্ষে
কিসোর শাহ
চেয়ারম্যান

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ০৮.০২.২০২৫

ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লিমিটেড

CIN : L15520WB1960PLC024710
রেজিঃ অফিস : "অ্যালেপে কোর্ট", ৪র্থ তল, ২২৫সি, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০, প.ব.
ফোন : (০৩৩) ২২৮১ ৭০০১, **ওয়েবসাইট :** www.obl.org.in **ই-মেল :** cs@obl.org.in

৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং নয় মাসের স্ট্যান্ডালোন এবং সংবদ্ধ অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(টাকা লাখে)

ক্রম নং	বিবরণাদি	স্ট্যান্ডালোন: তিন মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	সংবদ্ধ: তিন মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৩৬২৫	৩৬৮৫	৩১৬৬	১১৩৫৪	৯৭৬৫	১৩৩৭৬	৪১৪২	৪২০৩	৩৫৬৫	১২৯৬৭	১১৩৫৬	১৫৬৭৯
২.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	৩৯	৬১	৮৯	২৮১	১৪৭	৪৫০	৪৯	৭৩	১২৬	৩৬২	২৪৬	৫৫৭
৩.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৩৯	৬১	৮৯	২৮১	(৩৮০)	(৭৭)	৪৯	৭৩	১২৬	৩৬২	(২৮১)	৩০
৪.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	২৯	১১	৯৯	২১৮	(৩৪৯)	(৯১)	৩৬	২৩	১৩০	২৯৬	(২৬০)	৯
৫.	মোট সংবদ্ধ আয় সংশ্লিষ্ট সময়ের [সংবদ্ধ লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সংবদ্ধ আয় (কর পরবর্তী)]	২৮	১১	৯৯	২১৭	(৩৪৮)	(৯২)	৩৫	২৩	১৩০	২৯৫	(২৫৯)	৮
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়নের সংরক্ষণ ব্যতীত, নিরীক্ষিত ব্যালেন্সশিট অনুযায়ী)	-	-	-	-	-	১৬১২	-	-	-	-	-	১৫৬৭
৮.	শেয়ার পিছু আয় (প্রাথমিক মূল্য ১০ টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) মূল এবং মিশ্র (টাকা)	১.৩৪	০.৫১	৪.৫৮	১০.০৯	(১৬.১৫)	(৪.২১)	১.৬৭	১.০৬	৬.০১	১৩.৬৯	(১২.০৩)	০.৪২

দ্রষ্টব্য :
১. মেসার্স ওরিয়েন্ট বিভারেজেস লি এর ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং নয় মাসের স্ট্যান্ডালোন অনিরীক্ষিত অর্থিক ফলাফল এবং হোল্ডিং কোম্পানি এবং অধীনস্থ সংস্থা মেসার্স শারদ কোয়েঞ্চ প্রা লি এর ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন এবং নয় মাসের সংবদ্ধ অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত এবং ডিরেক্টর বোর্ডের অনুষ্ঠিত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
২. ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং নয়মাসের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বয়ানের উক্ত সংক্ষিপ্ত স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে সংযুক্ত হয়েছে। ত্রৈমাসিক স্ট্যান্ডালোন এবং সংবদ্ধ আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বয়ান পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.obl.org.in. থেকে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লি.
স্বা/-
এন কে পোদ্দার
চেয়ারম্যান
ডিন : ০০৩০৪২৯১

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৮.০২.২০২৫

স্কুল চলাকালীন ক্লাসরুমে ঘুমোচ্ছেন প্রধান শিক্ষক, ভাইরাল ভিডিও

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: স্কুল চলাকালীন ক্লাসের ভিতর ভাতঘুমে বিভোর প্রধান শিক্ষক!

ভিডিওতে পরিষ্কার দেখা গিয়েছে যে, ছাত্র-ছাত্রীরা বাইরে খেলা করছে আর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দিব্যি টেবিলে পা তুলে শীতের দুপুরে ভাত ঘুমে বিভোর। প্রধান শিক্ষকের ঘুমের ভাইরাল ভিডিও ঘিরে নিন্দার ঝড় উঠেছে পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে। বিদ্যালয়ে সরস্বতী পুজো হচ্ছে কিনা, জানতে প্রধান শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করতে বিদ্যালয়ে অভিভাবকেরা গেলে, অভিভাবকদের বিরুদ্ধে মারধর সহ আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে টাকা ও সোনার হার ছিনতাইয়ের অভিযোগ তুলেছেন প্রধান শিক্ষক।

গত ৩১ জানুয়ারি এমন ঘটনা ঘটেছে বলে জানা যায়, ইতিমধ্যে মেমারি থানায় এমনই লিখিত অভিযোগ করেন পূর্ব বর্ধমানের মেমারি ১ ব্লকের দুর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মঙ্গলামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রদীপ কুমার বিশ্বাস। এই বিদ্যালয়েই আরও যে দু'জন শিক্ষক রয়েছেন, তাঁরা প্রধান শিক্ষকের ওপর হামলার ঘটনার কথা জানেনই না বলে দাবি করেন। তেমন কিছু ঘটলে তাঁরা তো পাশের ঘরেই ছিলেন, জানতে পারতেন বলেও দাবি করেন।

যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাঁরা জানান যে, প্রধান শিক্ষকের আনা অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন, প্রধান শিক্ষক একজন বদ্ধ উন্মাদ, তিনি প্রায়ই বিদ্যালয়ের চাবি হারিয়ে ফেলেন এবং ছাত্রছাত্রীদের না পড়িয়ে বিদ্যালয়ে এসে মোবাইল দেখেন এবং দুপুরে ভাতঘুমও দেন। এছাড়াও বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটি নিয়েও একধিক অভিযোগ শোনা যায় স্থানীয়দের মুখে।

প্রধান শিক্ষক প্রদীপ কুমার বিশ্বাস অবশ্য জানান যে, তাঁর বিরুদ্ধে যে ঘুমোনোর অভিযোগ করা হচ্ছে তা সত্যি নয়। বিদ্যালয়ের ক্লাসরুমের ভেতর প্রধান শিক্ষকের ঘুমোনোর ভিডিওর কথা স্থানীয় বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য জানার পরই তিনি বলেন, শিক্ষার আঙিনায় একজন শিক্ষকের এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণ মেনে নেওয়া যায় না এবং এর জন্য ওই শিক্ষককে শোকজ করা হবে এবং সংসদে ডেকে শিক্ষককে জিজ্ঞাসাবাদও করা হবে। কলানবগ্রাম চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সৌম মণ্ডল জানান যে, তিনি বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখবেন।

২৯টি শ্রম আইন বাতিলে চারটে কোড তৈরির চেষ্টা কেন্দ্রের

শ্রমিক স্বার্থে এ রাজ্য কোনও দিনই মানবে না: ঋতব্রত-মলয় ঘটক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: মালিকপক্ষের স্বার্থ চিন্তা করে ঊনত্রিশটা শ্রম আইন বাতিল করে অসংগঠিত শ্রমিকদের বিপদে ফেলতে চারটে শ্রম কোড আনতে চাইছে কেন্দ্র সরকার। অসংগঠিত শ্রমিকদের স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গের সরকার কোনও দিন মেনে নেবে না। শনিবার আসানসোল রবীন্দ্রভবনে পশ্চিম বর্ধমান আইএনটিটিইউসি শ্রমিক সমাবেশে এক সুরে বললেন মন্ত্রী মলয় ঘটক ও আইএনটিটিইউসির রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিনের এই সমাবেশে মন্ত্রী মলয় ঘটক রাজ্যসভার সদস্য তথা আইএনটিটিইউসির রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাধিপতি বিশ্বনাথ বাউরি পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক তথা পশ্চিম বর্ধমান তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী জামুরিয়ার বিধায়ক হরেরাম সিং ছাড়াও শ্রমিক সংগঠন ও তৃণমূলের নেতৃত্ব।

এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন ২০০০ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত বাম আমলে অসংগঠিত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল নয় লক্ষ এবং বেনিফিট দেওয়া হয়েছে নয় কোটি টাকা। কিন্তু বর্তমানে এই সরকার আসার পর অসংগঠিত শ্রমিক স্কিমে নাম লিখিয়েছেন এক কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ সাতাশ হাজার জন। বেনিফিট পেয়েছেন ৩৪ লক্ষ ৯৪ জনের বেশি। অংকের পরিমাণ দুই হাজার ছয় কোটি টাকার ওপর।

চা বলয় প্রসঙ্গে ঋতব্রত বলেন, বাম আমলে যা শ্রমিকরা একপ্রকার অবহেলিত এবং উপস্থিতি ছিল। পরে কেন্দ্রের বিজেপি শাসিত সরকার ওই দুঃস্থ শ্রমিকদের মিথ্যা স্বপ্ন দেখিয়েছিল। বর্তমানে শ্রমিকরা ওই সরকারের ভাঁওতাবাজি বুঝতে পেরেছে, তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের ওপর ভরসা রেখে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে মাদারিহাটের ভোটের ফলাফলে বুঝিয়ে দিয়েছে। এই চা বলয়ে আগে আইএনটিটিইউসি ব্যানার নিয়ে বিভিন্ন শাখা সংগঠন গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে সমস্ত স্তরের এইসব কর্মীদের এক ছাতার তলায় নিয়ে আসার ফলে বর্তমানে চা বলয়ে তাদের সংগঠন বর্তমানে শীর্ষস্থানে আছে।

তিনি আরও বলেন, বর্তমানে সংগঠিত শ্রমিক যারা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পান দেশে তাদের সংখ্যা কমে আসছে। অসংগঠিত শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। কেন্দ্রীয় সরকার বেসরকারিকরণের দিকে নজর দিয়েছে। অথচ নজর নেই অসংগঠিত শ্রমিকের দিকে। রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, পুরনো শ্রম আইন বাতিল করে নতুন শ্রম কোড করার চেষ্টা করছে কেন্দ্র সরকার। এই আইন লাগু হলে ৩০০ জনের কম শ্রমিক যে সংস্থায় আছে সেই সংস্থার মালিক প্রয়োজনে শ্রমিকদের কাছ থেকে বরখাস্ত করতে পারবে। শুধু তাই নয় আট ঘন্টা জায়গায় বারো ঘন্টা কাজ করাতে পারবে, সে ক্ষেত্রে আইনের দ্বারস্থ হতে পারবেন না ভুক্তভোগী শ্রমিকরা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সরকার তা কোনও দিনই মেনে নেবে না।এবং এই আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমস্ত রাজ্যের সম্মতি দরকার যা কোনদিনই কেন্দ্র সরকারকে দেওয়া হবে না।

তিনি আরও বলেন, সারা রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিম বর্ধমানের বিভিন্ন জায়গায় নতুন শিল্পতালুক তৈরি হচ্ছে। যেখানে জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক স্তরের সংস্থা বিনিয়োগ করছে। এর ফলে অসংগঠিত শ্রমিকদের কর্মসংস্থান বাড়ছে। মলয় ঘটক বলেন, ২০১১ সাল পর্যন্ত বাম আমলে শ্রমিকদের মাসিক বেতন ছিল ২২০০ টাকার মতো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারে আসার পর একমাসের মধ্যে সেই বেতন হয়ে দাঁড়ায় ছ' হাজার টাকার ওপর। বর্তমানে সেই বেতন হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় দশ হাজার টাকার কাছাকাছি।

বিজেপির দিল্লি জয়ে পানাগড়ে মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: দিল্লি বিধানসভা ভোটে জয়ী হয়েছে বিজেপি। বিজেপির জয় হওয়ায় দিল্লির পাশাপাশি সারা দেশজুড়ে আনন্দে মেতে ওঠে বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। শনিবার সকাল থেকে ভোটগণনা শুরু হতেই বিজেপি এগিয়ে থাকায় দেশজুড়ে আনন্দে মেতে ওঠেন বিজেপি কর্মীরা। বিকেলে বিজেপির জয় নিশ্চিত হতেই পানাগড় বাজারে বাজনা বাজিয়ে, বাজি ফাটিয়ে ও সকলকে মিষ্টিমুখ করার সঙ্গে বিজয় মিছিল করেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা।

এদিন বিকেল থেকে পানাগড় বাজারের পেট্রোল পাম্প থেকে মিছিল করে পানাগড় বাজারের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে মিছিল শেষ হয় পেট্রোল পাম্পের সামনে। এদিন মিছিলে যোগ দেন বিজেপির গলসি ৬ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি পরিতোষ বিশ্বাস, বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ সভাপতি রমন শর্মা, বিজেপি নেতা পঙ্কজ জয়সওয়াল, অভিজিৎ চন্দ্র সহ অন্যান্যরা।

রমন শর্মা বলেন, আম আদমি পার্টির কেজরিওয়াল অনেক নাকি উন্নয়ন করেছেন বলে দাবি করেছিলেন। কিন্তু সবই মুখে। তাই দিল্লির মানুষ তার জবাব দিয়েছে। এবার সেই কেজরিওয়ালের দিদি মমতা ব্যানার্জি তৈরি হোক। এবার বাংলার মানুষ বিজেপিকে ভোট দেবে। আর বিজেপি বাংলা দখল নেবে বলে দাবি করেন তিনি।

আয়ুষ মেলা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের আয়ুষ শাখার উদ্যোগে তৃতীয় বর্ষের দ্বিতীয় পর্যায়ের আয়ুষ মেলা শুরু হল। বাঁকুড়া রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণে মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী জ্যোৎস্না মাণ্ডি, বিধায়ক মৃত্যুঞ্জয় মুর্মু, বাঁকুড়া পুরসভার চেয়ারম্যান অলকা সেন মজুমদার সহ অন্যান্যরা।

মেলার আয়োজক বাঁকুড়া জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর, আয়ুষ শাখার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আধুনিক বিজ্ঞান নির্ভর ও পুরাতনী আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে মেল বন্ধন ঘটানোই মূল উদ্দেশ্য। দু'দিনের এই মেলায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা, আয়ুষ ক্লিনিক, এন.সি.ডি ক্লিনিক, যোগ বিষয়ক সহ বেশ কয়েকটি স্টল রয়েছে। এছাড়াও মেলা উপলক্ষে ভেষজ গাছের প্রদর্শনী তো রয়েইছে।

মেলায় আসা মানুষও জানিয়েছেন, প্রাচীণ চিকিৎসা পদ্ধতি আয়ুর্বেদই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। আয়ুর্বেদিক ওষুধে কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া না থাকায় তারা এই চিকিৎসা পদ্ধতির দিকে ঝুঁকছেন বলে জানান। মন্ত্রী জ্যোৎস্না মাণ্ডি বলেন, 'আমরা প্রয়োজনে যতোই হোমিওপ্যাথি-অ্যালোপেথি খাইনা কেন আয়ুর্বেদের বিকল্প নেই।' এই চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতি মানুষের আস্থা-বিশ্বাস ফিরিয়ে আনাই এই মেলার মূল লক্ষ্য বলে তিনি জানান।

জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক (আয়ুষ) পার্থসারথী রায় বলেন, ক্যান্সার, প্রেসার, ব্লাড সুগারের মতো রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ছে। এই রোগ প্রতিরোধে আয়ুষ চিকিৎসা পদ্ধতির বিকল্প নেই। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। ফলে সুস্থ থাকতে হলে এই চিকিৎসা পদ্ধতিই অন্যতম ভরসা বলে তিনি জানান।

চোলাই মদ সহ গ্রেপ্তার ব্যক্তি: ফের বড়সড় সাফল্য বাঁকুড়া জেলা পুলিশের। চোলাই মদ সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল ইন্দাস থানার পুলিশ। শিবু রুইদাস নামে ওই ব্যক্তিকে শনিবার পুলিশের তরফে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে তোলা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার রাতে ইন্দাসের বিউরের দিক থেকে মোটর বাইকে ১০৪ লিটার চোলাই মদ সহ আকুইয়ের দিকে যাচ্ছিল শিবু রুইদাস নামে এক ব্যক্তি।

সরস্বতী পুজোর শোভাযাত্রায় তারস্বরে সাউন্ড বক্স বাজানোর অভিযোগ, বন্ধে মাথা ফাটল এএসআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সরস্বতী পুজোর নিরঞ্জনের অনুষ্ঠান চলছিল। দেদার বাজছিল সাউন্ড বক্স। মাথা ঝালাপালা হওয়ার জোগাড়। সেই নিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে শুরু ঝগড়া। অশান্তি ঠেকাতে হাজির পুলিশ। তবে ইটের আঘাতে মাথা ফাটল এএসআই রাজদেব হাজরার।

জানা গিয়েছে, পাঁচঘরা তোর গ্রাম পঞ্চায়েতের নিয়াল গ্রামে সরস্বতী পুজোর বিসর্জন শোভাযাত্রায় ডিজে বাজানো নিয়ে অশান্তি। অভিযোগ, তারস্বরে সাউন্ড বক্স বাজছিল। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, সেই সাউন্ড বক্স বন্ধ করতে গেলে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে শুরু হয় বচসা। সাউন্ড বক্স আটক করতে গেলে পুলিশকে আক্রমণ করা হয় বলে অভিযোগ। ইটের আঘাতে মাথা ফাটে এক পুলিশ অফিসারের। ঘটনার খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে হাজির হয়। দু'পক্ষের বচসা থামাতে গিয়ে তখনই আক্রান্ত হয় পুলিশ।

আহত পুলিশ আধিকারিক বলেন, 'আমরা মাইক বন্ধ করে দিই। ডিজে বক্স বাজেয়াপ্ত করি। তারপর দেখি একটা বড় জনতা আমাদের দিকে ছুটে আসছে। আমি তখন আমার বাকি ফোর্সকে গার্ড করে করে আনছি। কিন্তু কিছুজন এরপর কলার ধরে টানাটানি করে। ঘুষিও মারে। সাইড থেকে কিছু ব্যক্তি বড় পাথর গিয়ে ডায়রেক্ট মারে। বারবার বলার পরও আমাদের কথা শোনেনি।'

বিনা টেন্ডারে শয়ে শয়ে গাছ বিক্রির অভিযোগ

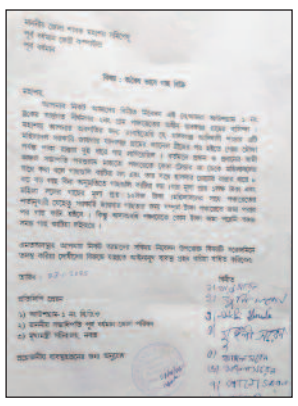

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: সরকারি নিয়ম না মেনেই বিনা টেন্ডারে শয়ে শয়ে গাছ কেটে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম ১ নম্বর ব্লকের দিগনগর ২ পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি গাছ বিভিন্ন টাকা থেকে এলাকার একাধিক স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের পাওনা টাকা থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় নাম জড়িয়েছে পঞ্চায়েত প্রধান সবিতা মাহাতো এবং তাঁর স্বামী স্থানীয় তৃণমূল নেতা পরশুরাম মাহাতোর। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তাঁরা।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, দেড় মাস ধরেই আউশগ্রামের দিগনগর ২ নম্বর পঞ্চায়েত এলাকার যাদবগঞ্জ এবং কুমারগঞ্জ গ্রামে রাঙ্গ স্তার দু'ধারে এবং ক্যানেল বাঁধের ওপর গাছগুলি কাটার কাজ চলছে। ইতিমধ্যে ১২০০ থেকে ১৩০০ গাছ কেটে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। আবার কোথাও কোথাও গাছের গোঁড়াগুলি মাটি তুলে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এখনও গাছ কাটা চলছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ওই সমস্ত গাছগুলি প্রায় ২০ বছর আগে পঞ্চায়েতের তত্বাবধানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা লাগিয়েছিলেন। স্থানীয় মহিলা দলগুলিই গাছের পরিচর্যা করে আসছিলেন। গোষ্ঠীর মহিলারা জানিয়েছেন তখন পঞ্চায়েতের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল গাছগুলি পরিনত হলে টেন্ডার ডেকে বিক্রি করা হবে। আর সেই টাকার ৭৫ শতাংশ গোষ্ঠীর মহিলারা পাবেন। বাকি ২৫ শতাংশ পঞ্চায়েতের তহবিলে জমা হবে। কিন্তু সেই চুক্তি মানা হয়নি।

গোষ্ঠীর মহিলাদের অভিযোগ, তাঁরাও প্রাপ্য টাকা পাননি। এনিয়ে এলাকায় ক্ষোভ বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। যদিও পঞ্চায়েত প্রধান সবিতা মাহাতো এবং তাঁর স্বামী দিগনগর ২ অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি পরশুরাম মাহাতোর দাবি, ওই গাছগুলি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা নিজেরাই কেটে বিক্রি করেছে। পঞ্চায়েতে দুর্নীতি হয়নি। এই ঘটনায় প্রশাসনিক তদন্তের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

প্রথম ম্যারাথন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত বর্ধমানে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান শহরে এই প্রথম ম্যারাথন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল বেণীমাধব কোচিং ক্যাম্প ও পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে। এই প্রতিযোগিতাটি শুরু হয় বর্ধমান শহরের উল্লাস দুর্গাপূজা গ্রাউন্ড থেকে বর্ধমান শহরের বেণীমাধব কোচিং ক্যাম্প পর্যন্ত এই ম্যারাথন প্রতিযোগিতা।

সবুজ পতাকা উড়িয়ে শুভ সূচনা করেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, জামালপুর বিধানসভার বিধায়ক অলোক মাঝি সহ বেণীমাধব কোচিং ক্যাম্পের একাধিক সদস্যরা প্রতিযোগিতা শেষে প্রথম হন ঝাড়খণ্ডের এক যুবক, দ্বিতীয় হন উত্তরপ্রদেশ থেকে আগত এক যুবক ও তৃতীয় হন ঝাড়খণ্ডের এক যুবক। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার জেলাশাসক, পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাস, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

জেলা পুলিশ সুপার জানান, এই প্রথম বর্ধমান শহরে এই রকম একটি প্রতিযোগিতা করা হয়েছে যা এ বছর পাঁচ কিলোমিটার করা হয়েছে। আগামীতে তারা পুরোপুরি ভাবে সহযোগিতা করে এটা ১০ কিলোমিটার করার চেষ্টা করবেন। উদ্যোক্তা সৌমবাবু জানান, দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর প্রশাসনের সহযোগিতায় আজ তাঁরা সফল হয়েছেন। খুব ভালো লাগছে শুধু বাংলা থেকেই নয় বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত হয়েছে প্রতিযোগীরা। প্রথম বছর ৩৫০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছেন। তাদের সকলকেই কোনও না কোনও পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় পুরস্কার ছিল, কিছু অর্থ তুলে দেওয়া হয়। আগামী দিনে প্রতিযোগিতা আরও বড় আকারে করার চেষ্টা করবেন তাঁরা।

ডিজের সঙ্গে আতশবাজি ফাটিয়ে নৃত্যের তালে বৃদ্ধের দেহ সৎকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মন্তেশ্বর: এক অভিনব দৃশ্যর সাক্ষী রইল পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বর থেকে চৈতন্য ভূমি নবদ্বীপ শহরবাসী। ডিজের সঙ্গে আতশবাজি ফাটিয়ে নিত্যরত প্রায় দুই শতাধিক শ্মশান যাত্রী পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বর থেকে এক বৃদ্ধের দেহ সৎকার করতে পৌঁছন নবদ্বীপ মহাশ্মশানে। এমনই এক অভিনব দৃশ্যর সাক্ষী নবদ্বীপ মহাশ্মশানে আশা শত শত শ্মশান যাত্রী।

পরিবার সূত্রে জানতে পারা যায়, শুক্রবার রাতে বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যু হয় পেশায় কৃষক মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত বরণডালা গ্রামের বাসিন্দা ক্ষুদিরাম দাসের। ক্ষুদিরামবাবু তাঁর দীর্ঘ জীবনে সাত ছেলে মেয়েকে মানুষ করে প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি নাতি পুঁথিদেরও স্বাবলম্বী করে তোলেন। তাই তার পরলোক গমনে নাতিপুতি থেকে গ্রামবাসী সকলেই সিদ্ধান্ত নেন দাদুর দেহ সৎকারে ডিজে বাজিয়ে এবং আতশবাজি ফাটিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে নবদ্বীপ মহাশ্মশানে।যেমন ভাবা তেমন কাজ নেওয়ার দুপুরে একটি বাস ভর্তি করে বৃদ্ধের দেহ নিয়ে যাওয়া হয় শেষকৃত্য সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নবদ্বীপ মহাশ্মশানে।

দিল্লিতে বিজেপির জয়ের আনন্দে মিষ্টি বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার ও জামালপুর: দিল্লিতে বিধানসভা ভোটে ফল ঘোষণা হয় শনিবার। সেখানে জয়লাভ করে বিজেপি। সেই জয়ের আনন্দে ভাতার ব্লক বিজেপির কর্মীরা ভাতার বাজারে লাড্ডু বিতরণ করে।

এদিন বিজেপির এই কর্মসূচিতে কর্মীদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও পথচলতি মানুষদের এই লাড্ডু বিতরণ করা হয়। কয়েক হাজার মানুষকে ভাতার বাজারে এই লাড্ডু বিতরণ কর্মসূচি করে বিজেপি কর্মীরা। দিল্লি বিধানসভা ভোটে বিপুল জয়ে উচ্ছ্বাস আনন্দে মেতে ওঠেন পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের বিজেপি কর্মীরা। শনিবার দিল্লি বিধানসভার ফল ঘোষণার পরই জামালপুর জুড়ে বিজেপির কর্মী সমর্থকরা গেরুয়া আবির মেখে লাড্ডু বিতরণ আর বাজি ফাটিয়ে আনন্দ উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন।

এদিন শোভাযাত্রাও করেন বিজেপি কর্মীরা। এই জয়কেই তারা ২০২৬ এর এ রাজ্যে বিধানসভা ভোটের ক্ষমতা আসার পূর্বাভাস বলে মনে করছে। বিজেপি জামালপুর মণ্ডল সভাপতি প্রধানচন্দ্র পাল ও বিজেপি নেতা সুশান্ত মণ্ডল জানিয়েছেন, ২৬ বাংলায় তারাই ক্ষমতায় আসছে। এদিন এলাকার মানুষদের এবং বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ঘুরে ঘুরে তাঁরা মিষ্টি বিতরণ করেন।

সাধারণ মানুষ বলছেন, তৃণমূলের সুপ্রিম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভাবে উন্নয়ন করে চলেছেন। সাথে সাথে গ্রামগঞ্জের মানুষের কথা ভেবে যে ভাবে রাস্তাঘাট, মহিলাদের জন্য লক্ষীর ভাণ্ডার থেকে শুরু করে ছাত্রীদের জন্য কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, যুবশ্রীর মতো প্রকল্প মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিচ্ছেন, তাতে ২৬ কেন আগামী ২৬ বছরেও বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসতে পারবে না।

আইএসএলে আবার হারের হ্যাটট্রিক মহমেডানের, তালিকায় সবশেষে

নিজস্ব প্রতিবেদন: লড়াইটা ছিল আইএসএলের পয়েন্ট তালিকায় সবচেয়ে নীচে থাকা দুই দলের। ১২ নম্বরে থাকা হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল ১৩ নম্বরে থাকা মহমেডান। জিতে এক ধাপ উঠে আসার সুযোগ ছিল। তা হেলায় হারাল মহমেডান। শনিবার অ্যাওয়ে ম্যাচে হায়দরাবাদের কাছে ১-৩ গোলে হারল মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর দল। ভাল খেলেও হারতে হল সাদা-কালো ব্রিগেডকে।

হারলেও মহমেডান যে খুব খারাপ খেলেছে যা বলা যাবে না। গোটা ম্যাচে ২১টি শট নিয়েছে তারা। তার মধ্যে আটটি শট গোলে। তবে বিপক্ষের গোলমুখের সামনে ব্যর্থতা এবং আক্রমণের সময় ভুলভাল সিদ্ধান্তের কারণে হারতে হল মহমেডানকে।

মহমেডান প্রথম গোল খেয়েছে গোলকিপার ভাস্কর রায়ের ভুলে। ডান দিক থেকে বল ভাসিয়েছিলেন মহম্মদ রফি। সেই পাস ধরে চকিতে শট নিয়েছিলেন অ্যালান মিরান্ডা। গোলের থেকে ভাস্কর অনেকটাই এগিয়ে ছিলেন। তবু বল এসেছিল তাঁর দিকেই। জোরালো শট অনায়াসে ফিস্ট করে উড়িয়ে দিতে পারতেন। তা না করে ধরতে গেলেন। বল হাত ফস্কে জালে জড়িয়ে গেল।

মহমেডানের বেশির ভাগ আক্রমণই হচ্ছিল আলেক্সিস গোমেজ়রে পাস থেকে। ৩৮ মিনিটের মাথায় জোডিংলিয়ানা রালতের পাস পেয়েছিলেন গোমেজ। শট নিলেও তাতে সে ভাবে জোর না থাকায় বাঁচিয়ে দেন বিপক্ষ গোলকিপার অর্শদীপ সিংহ।

প্রথমার্ধ শেষের একটু আগে বক্সের বাইরে ফ্রিকিক পেয়েছিল হায়দরাবাদ।

সরাসরি ফ্রিকিকে গোল করেন রামলুনচুঙ্গা। দ্বিতীয়ার্ধে মাকান ছোটে একটি গোল শোধ করে মহমেডানের পয়েন্ট পাওয়ার আশা জাগিয়েছিলেন। তবে সংযুক্তি সময়ে জোসেফ সানির গোল মহমেডানের পয়েন্ট পাওয়ার সব সম্ভাবনা শেষ করে দেয়।

ব্যাটে রানের খরা, তার মাঝেই নতুন কীর্তির সামনে রোহিত, ভাঙতে পারেন দ্রাবিড়ের নজির

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্যাটে রান নেই রোহিত শর্মার। একের পর এক ম্যাচে ব্যর্থ হচ্ছেন তিনি। তার মাঝেই কটকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচে নামার আগে নতুন নজিরের সামনে রোহিত। রাহুল দ্রাবিড়কে ছাপিয়ে যেতে পারেন ভারত অধিনায়ক।

কটকে ২২ রান করতে পারলেই এক দিনের ক্রিকেটে রানের নিরিখে দ্রাবিড়কে ছাপিয়ে যাবেন রোহিত। সেটা হলে ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে এক দিনের ক্রিকেটে চতুর্থ সর্বাধিক রানের মালিক হবেন তিনি। ৩৪৪টি এক দিনের ম্যাচে দ্রাবিড়ের রান ১০,৮৮৯। তিনি ১২টি শতরান ও ৮৩টি অর্ধশতরান করেছেন। ভারতের যে দুই ব্যাটারের টেস্ট ও এক দিনের ক্রিকেটে ১০ হাজারের বেশি রান রয়েছে তাঁদের মধ্যে এক জন দ্রাবিড়। অপর জন সচিন তেন্ডুলকর।

ভারতের হয়ে ২৬৬টি এক দিনের ম্যাচে রোহিতের রান ১০,৮৬৮। তিনি ৩১টি শতরান ও ৫৭টি অর্ধশতরান করেছেন। অর্থাৎ, কটকে ২২ রান করলেই রোহিতের রান হবে ১০,৮৯০। দ্রাবিড়কে ছাপিয়ে যাবেন তিনি।

তালিকায় সকলের উপরে সচিন। ৪৬৩টি এক দিনের ম্যাচে ১৮,৪২৬ রান করেছেন তিনি। ৪৯টি শতরান রয়েছে তাঁর। দ্বিতীয় স্থানে থাকা বিরাট কোহলির রান ১৩,৯০৬। এক দিনের ক্রিকেটে বিশ্বের একমাত্র ব্যাটার হিসাবে ৫০টি শতরান করেছেন তিনি। এই তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এক দিনের ক্রিকেটে ১১,৩৬৩ রান করেছেন তিনি। ২২টি শতরান করেছেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক।

ই-টেন্ডার নোটিশ

মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত
ব্যারাকপুর-II ব্লক, উত্তর ২৪ পরগণা
মেমো নং.-
MGP/73/24-25
তারিখ-০৭.০২.২০২৫
https://wbtenders.gov.in/
স্বা- প্রধান
মোহনপুর জিপি

CHAKMANIK GRAM PANCHAYAT E-TENDER NOTICE

Digitally signed and encrypted E-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no: **Chak/24/15thFC/Tied/25, Date : 04.02.2025 and Chak/25/15thFC/Untied/25 , Date : 04.02.2025.** Last date of online submission is **12.02.2025 & 13.02.2025** in above mention NITs. Details will be available at the website: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Chakmanik Gram Panchayat
B/Budge II, South 24 Parganas

e-Tender Notice

Executive Officer Jangipur Municipality
inviting e-Tender

Name of the Work:-
(A) House service water Connection with saddle to 3128 Nos. Of Premises at different Ward's up to private property line with 20mm OD HDPE (PE100, PN16) with necessary connection accessories including Water Meter and restoration of damages of road/pavement etc. For Water Supply Schme at ZONE-A in Municipal area under AMRUT within Jangipur Municipality under AMRUT Scheme.
(B) House service Water Connection with saddle to 4017 Nos. Of Premises at different Ward's up to private property line with 20mm OD HDPE (PE100, PN16) with necessary connection accessories including Water Meter and restoration of damages of road/pavement etc. For Water Supply Schme at ZONE-B in Municipal area under AMRUT within Jangipur Municipality.
(C) House service Water Connection with saddle to 5740 Nos. Of Premises at different Ward's up to private property line with 20mm OD HDPE (PE100, PN16) with necessary connection accessories including Water Meter and restoration of damages of road/pavement etc. For Water Supply Schme at ZONE-C in Municipal area under AMRUT within Jangipur Municipality.
(D) House service Water Connection with saddle to 5985 Nos. Of Premises at different Ward's up to private property line with 20mm OD HDPE (PE100, PN16) with necessary connection accessories including Water Meter and restoration of damages of road/pavement etc. For Water Supply Scheme at ZONE-D in Municipal area under AMRUT within Jangipur Municipality.

Ref No: 03/AMRUT/JM/SE(CC)/ 2024-2025
Tender ID: 2025_MAD_811305_4
Date of Publicaiton : 08/02/2025 At 10:00 IST
Last Date & Time of bid submission : 28/02/2025 At 18:00 IST
For details please visit https://wbtenders.gov.in or Jangipur Municipality Notice Board and website http://jangipurmunicipality.org

Sd/-
Executive Officer
Jangipur Municipality

BHADURA HARIDAS GRAM PANCHAYET
Diamond Harbour-II Dev.Block.
Vill-Pana,P.O-Panarhat, P.S-Ramnagar, Dist-South 24 PGS.Pin-743504
E-Mail:-Pradhan.bharidas@gmail.com

Notice of Inviting E-Tender.

E-Tenders are invited by the undersigned for :- 1.**BHGP/E-TENDER/2024-2025/13** Date-07/02/2025 **Tender ID 2025_2PHD_812351**, 2.**BHGP/E-TENDER/2024-2025/14** Date-07/02/2025 **Tender ID 2025_2PHD_812353,** 3.**BHGP/E-TENDER/ 2024-2025/15** Date-07/02/2025 **Tender ID 2025_2PHD_812358,** 4.**BHGP/E-TENDER/2024-2025/16** Date-07/02/2025 **Tender ID 2025_2PHD_812364,** 5.**BHGP/E-TENDER/2024-2025/17** Date-07/02/2025 **Tender ID 2025_2PHD_812368** Have been invited. Contact the office of the u/s & Visit www.wbtenders.gov.in for Details. **Last Date of applicaton is 19/02/2025, 11.00 hrs**.

Sd/-Pradhan
Bhadura Haridas.G.P

Kalikapur-II Gram Panchayat
Vill.-Sahebpur, P.O.-Champahati, P.S.-Sonarpur, South 24 PGS, Pin-743330

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the experienced bidders for execution of different development works vide **NIT No.:- 75/KP-II/E-TENDER/ 15th FC UNTIED/2025, Date : 07.02.2025.** Date of Publish of Tender: **07.02.2025 from 06:30 PM.** Last Date of Submission: **18.02.2025 up to 12:00 Noon.** Date of Opening of Tender: **20.02.2025 at 12:30 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Kalikapur-II Gram Panchayat

ইস্টবেঙ্গলকে চার গোল দিল মোহনবাগানের খুদেরা, ডার্বিতে দুঃস্বপ্ন কাটছে না লাল-হলুদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: চলতি মরসুমে কলকাতা ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গলের দুঃস্বপ্ন অব্যাহত। সিনিয়র হোক বা জুনিয়র, সব ডার্বিতেই মোহনবাগানের কাছে পর্যুদস্ত হচ্ছে তারা। শনিবার অনূর্ধ্ব-১৫ লিগে মোহনবাগানের কাছে চার গোল খেল ইস্টবেঙ্গল। সবুজ-মেরুন জিতেছে ৪-২ গোলে।

চলতি মরসুমে কলকাতা ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গলের দুঃস্বপ্ন অব্যাহত। সিনিয়র হোক বা জুনিয়র, সব ডার্বিতেই মোহনবাগানের কাছে পর্যুদস্ত হচ্ছে তারা। শনিবার অনূর্ধ্ব-১৫ লিগে মোহনবাগানের কাছে চার গোল খেল ইস্টবেঙ্গল। সবুজ-মেরুন জিতেছে ৪-২ গোলে।

এই লিগে আরও একটি কলকাতা ডার্বি হবে ৪ মার্চ। ফিরতি দফার ডার্বিতে মুখোমুখি হবে দুই দল। এই লিগে ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ বাকি বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল স্পোর্টস অ্যাকাডেমি, মহমেডান, অ্যাডামাস ইউনাইটেড স্পোর্টস অ্যাকাডেমি, বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে। প্রত্যেকের সঙ্গে দু'টি করে ম্যাচ হবে। মোহনবাগানও এই চার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দু'টি করে ম্যাচ খেলবে।

একদিন **আমার দেশ/আমার দুনিয়া**

দিল্লি ভোটে আপ-কংগ্রেসের ফল নিয়ে কটাক্ষ ওমরের

শ্রীনগর, ৮ ফেব্রুয়ারি: দিল্লি বিধানসভার ফলাফল স্পষ্ট হতেই 'ইন্ডিয়া' শরিকদের কটাক্ষের মুখে আম আদমি পার্টি (আপ) এবং কংগ্রেস। বার বার তারা আঙুল তুলেছে জোটের অন্তর্ভুক্ত দুই দলের দ্বন্দ্বের দিকে। এ বার সমাজমাধ্যমে পোস্ট দিয়ে দুই দলের দ্বন্দ্বকে কটাক্ষ করলেন জম্মু ও কাশ্মীরে মুখ্যমন্ত্রী তথা জোটের সদস্য ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি) নেতা ওমর আবদুল্লা। তাঁর খোঁচা, 'আরও নিজেদের মধ্যে লড়াই করো।'

দিল্লিতে ৭০টি বিধানসভা আসনে কংগ্রেস খাতাই খুলতে পারেনি। এই নিয়ে সমাজমাধ্যমে একটি জিফ পোস্ট করেছেন ওমর। সেই জিফে এক সাধুকে বলতে শোনা যাচ্ছে, 'ইচ্ছা মতো লড়াই করো। একে অপরকে শেষ করে দাও।' সেই জিফের ক্যাপশনে ওমর নিজে লিখেছেন, 'নিজেদের মধ্যে আরও লড়াই করো।' ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে হাত ধরে লড়াই করেছে আপ এবং কংগ্রেস। কিন্তু দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে আর সেই পথে হাঁটেনি দুই দল। প্রচারে নেমে আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে লাগাতার কটাক্ষ করে গিয়েছেন কংগ্রেসের সাংসদ রাহুল গান্ধি-সহ শীর্ষ নেতারা। পাল্টা 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' মামলা নিয়ে রাহুলকে আক্রমণ করেছেন কেজরি। 'ইন্ডিয়া'-র জোটসঙ্গী সমাজবাদী পার্টির নেতা অখিলেশ যাদব প্রকাশ্যে আপ নেতা কেজরির পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর হয়ে প্রচার করেছেন। জোট শরিক তৃণমূলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এনসিপির নেতা শরদ যাদব আপকে সমর্থন করলেও সরাসরি প্রচার করেননি। শিবসেনা (ইউবিটি) প্রধান উদ্ধব ঠাকরেই একমাত্র নিরপেক্ষ ছিলেন এ বিষয়ে। দিল্লি ভোটের প্রচারে আপ এবং কংগ্রেসের লাগাতার পরস্পরকে কটাক্ষ করা নিয়ে আগেই সতর্ক করেছিলেন ওমর।

তিনি বলেছিলেন, 'আগেও বলেছি, আবার বলছি, ইন্ডিয়ার জোটশরিকদের এক সঙ্গে বসতে হবে, ভবিষ্যতের কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। এ ভাবে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তা দেশের জন্য ভাল হবে না।' এই প্রসঙ্গে লোকসভা ভোটের কথাও স্মরণ করিয়েছিলেন ওমর। তিনি বলেছিলেন, 'আমরা পুরোপুরি সফল না হলেও সংসদে বিরোধী জোটকে অনেকটাই মজবুত করতে পেরেছি। এই পরিস্থিতিতে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তা ভাল হবে না।'

ভোটগণনার দিনই দিল্লির রোহিণীতে ছড়াল আতঙ্ক

নয়াদিল্লি, ৮ ফেব্রুয়ারি: ভোটগণনার দিনই দিল্লিতে আতঙ্ক ছড়াল। রোহিণীর প্রশান্ত বিহার এলাকায় একটি পরিত্যক্ত বাক্স নজরে আসে স্থানীয়দের। কী আছে তাতে, তা নিয়ে রহস্য দানা বাঁধে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। খবর দেওয়া হয় বম্ব স্কোয়াডকেও। যদিও এখনও পর্যন্ত সন্দেহজনক কিছু মেলেনি। তবে এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার দুপুর দেড়টা নাগাদ কন্ট্রোল রুমে ফোন করে পরিত্যক্ত বাক্সের কথা জানানো হয়। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ওই এলাকায় পৌঁছয় পুলিশ বাহিনী। ঘটনাস্থলে যায় বম্ব স্কোয়াডও। সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই পরিত্যক্ত বাক্স পরীক্ষা করে কোনও সন্দেহজনক বস্তু পাওয়া যায়নি। তবে ওই বাক্সে কী আছে, তা খোলসা করেননি উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকেরা।

পরিত্যক্ত বাক্স ঘিরে আতঙ্ক ছড়াতেই ওই এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়। পুলিশ রাস্তার একটা বড় অংশ আটকে রাখে। অনেক গাড়িই ঘুরপথে চলাচল করে। তবে বিকেলের পর এলাকায় যানজট নিয়ন্ত্রণ শুরু করে পুলিশ।

ভোটগণনার আগের দিন অর্থাৎ শুক্রবারও দিল্লির দু'টি স্কুলে বোমাতঙ্ক ছড়ায়। ইমেল পাঠিয়ে বোমা হামলার হুমকি চিন্তায় ফেলে পুলিশকে। দিল্লি ফায়ার সার্ভিসের (ডিএফএস) এক আধিকারিক সংবাদমাধ্যমকে জানান, নয়ডা সীমানাঘেঁষা শিব নাদার এবং অ্যালকন স্কুলে বোমা হামলার হুমকি দেওয়া হয়। নিরাপত্তার কারণে পড়ুয়াদের বাড়ি পাঠিয়ে স্কুলে তল্লাশি চালায় পুলিশ। কিন্তু কিছুই মেলেনি।

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে ডেপুটি চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/টেলি, মেট্রো রেলওয়ে কলকাতা কর্তৃক ওপেন টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেগুলি ২৮.০২.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে খোলা হবে। এই টেন্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নামঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার টিএসএমএইচ, নোয়াপাড়া, জোকা, সিপিডি এবং কেকেডিএস-এ ফেন্স রিকগনিশন বেসড অ্যাটেনডেন্স সিস্টেম সরবরাহ ও প্রতিষ্ঠার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২৫,১২,২০৩ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৫০,৩০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২০ (একশো কুড়ি) দিন। টেন্ডারটি **https://www.ireps.gov.in**-এ দেখা যাবে। টেন্ডারদাতাগণ/দরপ্রস্তাবদাতাগণের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট থাকা বাধ্যতামূলক এবং তাঁদের আইআরইপিএস পোর্টালে অবশ্যই নথিভুক্ত হতে হবে। কেবলমাত্র নথিভুক্ত টেন্ডারদাতা/দরপ্রস্তাবদাতারাই ই-টেন্ডারিং-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ই-টেন্ডারে অংশগ্রহণের সময় সংশ্লিষ্ট সকল প্রয়োজনীয় নথিপত্র আপলোড করতে হবে।
টেন্ডার নোটিস নং ঃ এসঅ্যান্ডটি/ওয়ার্ক_২৪-২০২৪-আর১
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

Office of the Block
Development Officer, Sagardighi: Murshidabad
NIT No -33/SB/EN/2024-2025, Memo No-370/1(44)/EN/SB, Date -06/02/2025.
Name of Work: As mentioned in the NIT Column No. 2 (Name of the work) Date of Publishing- **06/02/2025 From 18:00 houre** on **https://wbtenders.gov.in.** Period and time for download of bidding documents: From- **06/02/2025 18:00 hours To-20/02/2025 14:00 hours,** Period and time of submission Bids: From- **06/02/2025 18:00 hours To-20/02/2025 14:00 hours,** Date for opening Technical Bid/Bids: **22/02/2025**
For more details visit **https://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.

Sd/- Block Development Officer
Sagardighi Development Block
Sagardighi, Murshidabad

Office of the Block
Development Officer, Sagardighi: Murshidabad
NIT No-25/SB/EN/2024-2025/2nd Call), Memo No-376/1(55)/EN/SB, Date-07/02/2025.
Name of Work: As mentioned in the NIT Column No. 2 (Name of the work) Date of Publishing- **07/02/2025 From 18:00 houre** on **https://wbtenders.gov.in.** Period and time for download of bidding documents: From- **07/02/2025 18:00 hours To-14/02/2025 14:00 hours,** Period and time of submission Bids: From- **07/02/2025 18:00 hours To-14/02/2025 14:00 hours.** Date for opening Technical Bid/Bids: **17/02/2025.** For more details visit **https://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.

Sd/-Block Development Officer
Sagardighi Development Block
Sagardighi, Murshidabad

Office of the Block
Development Officer, Sagardighi: Murshidabad
NIT NO-21/SB/EN/2024-2025(3rd call), Memo No-369/1(55)/EN/SB, Date-06/02/2025.
NIT NO -34/SB/EN/2024-2025, Memo No-371/1(44)/EN/SB, Date -06/02/2025.
Name of Work: As mentioned in the NIT Column No. 2 (Name of the work) Date of Publishing-**06/02/2025 From 18:00 houre** on **https://wbtenders.gov.in.** Period and time for download of bidding documents: From- **06/02/2025 18:00 hours To-13/02/2025 14:00 hours,** Period and time of submission Bids: From- **06/02/2025 18:00 hours To-13/02/2025 14:00 hours,** Date for opening Technical Bid/Bids: **15/02/2025.** For more details visit **https://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.

Sd/- Block Development Officer
Sagardighi Development Block
Sagardighi, Murshidabad

Office of the
Sagardighi Panchayat Samity,
Sagardighi: Murshidabad
NIT NO- 26/SPS/EN/2024-2025 (2nd Call), Memo No-132/1(54) EN/SPS, Date -07/02/2025
Name of Work: As mentioned in the NIT Column No. 2 (Name of the work) Date of Publishing- **07/02/2025 From 18:00 houre** on **https://wbtenders.gov.in** Period and time for download of bidding documents: From- **07/02/2025 18:00 hours To-14/02/2025 14:00 hours,** Period and time of submission Bids: From- **07/02/2025 18:00 hours To-14/02/2025 14:00 hours,** Date for opening Technical Bid/Bids: **17/02/2025**
For more details visit **https://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.

Sd/-Executive Officer
Sagardighi Panchayat Samity
Sagardighi, Murshidabad

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে ইতি টানতে উদ্যোগী আমেরিকা

রাশিয়ার কুর্স্কে হামলা জেলেনস্কি বাহিনীর

ওয়াশিংটন, ৮ ফেব্রুয়ারি: গত তিন বছর ধরে চলতে থাকা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে ইতি টানতে উদ্যোগী আমেরিকা। যুদ্ধবিরতির লক্ষ্যে শীঘ্রই কূটনৈতিক আলোচনায় বসতে পারেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সন্ধি নিয়ে জল্পনা যখন চরম আকার নিয়েছে, ঠিক সেই সময় হামলার ঝাঁজ বাড়াল ইউক্রেন। রাশিয়ার কুর্স্ক অঞ্চলের অনেকখানি ভেতরে ঢুকে পড়ল জেলেনস্কির বাহিনী। ইউক্রেনের এই তৎপরতার পিছনে বিশেষ উদ্দেশ্য দেখছেন যুদ্ধ বিশেষজ্ঞরা। আসলে যুদ্ধের পর চেনা নিয়মে আসে সন্ধির পর্যায়। যেখানে যুদ্ধে মেতে থাকা দুই পক্ষ দর কষাকষির মাধ্যমে আখের বুঝে নিয়ে পিছু হটে। যুদ্ধে সাফল্যের নিরিখেই আসে আপসের পর্ব। যার সাফল্য যত বেশি, তার প্রাপ্তিও বেশি। এই পরিস্থিতিতে বিদেশি সহায়তায় গত তিন বছরের যুদ্ধে ইউক্রেন রাশিয়াকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলেও এই যুদ্ধে তাদের ক্ষয়ক্ষতির বহরও বিশাল। ফলে সন্ধি পর্বে ইউক্রেনকে বাড়তি কিছু হারাতে হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাই ট্রাম্প যখন যুদ্ধবিরতির উদ্যোগ নিয়েছেন সেই সময় মরিয়া হয়ে কুর্স্কে হামলা চালাচ্ছে ইউক্রেন। উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। রাশিয়ার এই অঞ্চলের কিছু অংশ নিজেদের দখলে নেওয়া। যাতে দর কষাকষি চলাকালীন নিজেদের পাল্লা কিছুটা ভারী থাকে।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, ইউক্রেন যাতে রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনার পথে হাঁটে, তার জন্য এবার চাপ বাড়াতে শুরু করেছে আমেরিকা। সেই সময়ে রাশিয়ার কুর্স্ক অঞ্চলে হামলা চালিয়ে নিজেদের মিত্রশক্তিদেরও অবাক করে দিয়েছে ইউক্রেন। জানা যাচ্ছে, কুর্স্কে প্রায় ৫ কিলোমিটার পর্যন্ত ভেতরে ঢুকে পড়েছে জেলেনস্কির সেনা। গত ৬ মাস ধরে এই অঞ্চলে যুদ্ধ চালাচ্ছে ইউক্রেন। এখানেই মোতায়েন ছিল উত্তর কোরিয়ার সেনাবাহিনী। বর্তমানে তাঁদের বেশিরভাগই আহত বা নিহত। ইউক্রেনের দাবি, ওই অঞ্চলে প্রায় ৪০ হাজার রুশ সেনার আহত হয়েছেন। নিহত হয়েছেন ১৬,১০০ জন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রথমবার কোনও বিদেশি শক্তি রাশিয়ার মাটির দখল নিয়েছে যা পুতিনের জন্য নিঃসন্দেহে লজ্জার। কৌশলগত দিক থেকে কুর্স্ক অঞ্চল বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ না হলেও পুতিন চান ওই অঞ্চল থেকে সরে যাক ইউক্রেন।

অন্যদিকে ইউক্রেনের একাধিক অঞ্চল এখনও রাশিয়ার কবলে। পূর্ব ইউক্রেনের শিল্প শহর টোরেক্স দখল করেছে রাশিয়া। রাশিয়ার নজর ছিল কুপিয়ানস্ক, পোকরোভস্কের দিকে। এই অঞ্চলেরও বড় অংশ রাশিয়া দখলে নিয়েছে। নিজ ভূখণ্ড ফেরত পেতেই কুর্স্ককে হাতিয়ার করতে চাইছে ইউক্রেন। যাতে যুদ্ধ পরবর্তী সন্ধিতে কৌশলগত সুবিধা পাওয়া যায়।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন নবপত্রিকা

যদিদং হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব

শুভজিৎ বসাক

পৃথিবীর আলপথ বেয়ে আমাদের জন্ম আর সেই আলপথ বেয়েই মৃত্যুর পথে হাঁটা দিই আমরা। এখানে আলপথ জীবনের সম্পর্কের বাঁধন ও ঘনিষ্ঠতা আর বিদায়বেলায় সেইসব কিছুকে ছাড়িয়ে যেতে হয়। এরই মধ্যে ছোটমন,বড়মন এসব হরেক মনের ফেরী হয়। অদেখা বাস্তবিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী, মনের প্রকারভেদ হয় না। যে মনের কথাগুলোকে মগজ অবধি নিয়ে যেতে পারে সেটাই সাবালক মন। অনেক মন প্রৌঢ়বয়সেও তার খোঁজ করে যায়।

গাড়িতে উঠে শুভাদৃতা একবার পিছনে ফিরে চাইল। মা-বাবা,ভাই সবাই কাঁদছে। শুভাদৃতার চোখে বাঁধ গড়া হয়েছে যেন। ছলছল করলেও সে কাঁদবে না ঠিক করেছে। গলা ভারী হচ্ছে,চোখ জ্বালা করছে,ঠোঁটেও অল্পবিস্তর কাঁপুনী দিচ্ছে বটে তবে সে কাঁদবে না। অনেক কেঁদেছে একসময়ে। পাগলের মত,পা ধরে কি না করে কেঁদেছে! কে শুনেছে তার কথা? মনকে ছিঁড়ে যদি টুকরো টুকরো করা যেত সে মরে ক্ষান্ত পেত। সে হবে না। স্বর্ণেন্দুর সে কথা মনে হয়নি। বছর তিনেকের সম্পর্ক যে ছিঁড়ে যেতে দেখতে পারে,সেই মানুষ সব পারে। অতএব শুভাদৃতা কাঁদবে না।

স্বর্ণেন্দু একটা ফার্মে কাজ করার সময়ে আলাপ হয় শুভাদৃতার সঙ্গে। স্বর্ণেন্দুর ভাষা দখল তুখোড়। সাথে কথা ভালো বলে। কথায় কথায় উপমা টানে। কাজেও নজর কাড়ে। অফিসের সবাই তাকে নিয়ে প্রশংসা করে। শুভাদৃতার সঙ্গে কথা শুরু হয় অফিস হোয়াটসঅ্যাপের গ্রুপ থেকে। একটা জটিল কাজে সমাধান করে শুভাদৃতার সাথে তার পরিচয় ধীরে ধীরে জমে ওঠে। তখন অল্প বয়সী। প্রেমও গাঢ় হয়েছিল। অফিসের বিশেষ কাউকে জানায়নি কেউই। তবু কথা, দেখা-সাক্ষাৎ প্রেমপর্বে বাধা হতে পারল না। সবই চলল। সম্পর্কটা ওদের ঘর অবধি গড়ালো।

ইতিমধ্যে স্বর্ণেন্দু একবার ভীষণ জ্বরে পড়ল। সে কলকাতায় মেসে থাকে। মা-বাবা থাকে বহরমপুরে। শুভাদৃতার কাছে তার অসুস্থতার খবর পৌঁছালে চিন্তায় পড়ল। সে থাকে শ্যামপুকুরে। আর স্বর্ণেন্দুর মেস বাগবাজারে। শুভাদৃতার বাবা-মাও ছেলেটির গুণে মুগ্ধ ছিল। তারাও শুনে চিন্তায় পড়ল। ইতিমধ্যে একদিন নাকি খাওয়াও হয়নি ছেলেটির। শুভাদৃতা নিজে হাতে রান্না করে কখনও বাবার হাতে করে বা ছুটি থাকলে নিজেই নিয়ে যেত স্বর্ণেন্দুর জন্য। আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠল সে। একদিন হাত ধরে স্বর্ণেন্দুই বলে, ‘ এভাবেই আঁকড়ে থেকো ‘। শুভাদৃতা তার আরেকহাত স্বর্ণেন্দুর হাতের ওপর চেপে চোখ বুজে সম্মতি দিয়েছিল। কথাশেষে জড়িয়ে ধরেছিল ওরা দু’জন দু’জনকে।

বছর দুয়েক সবই ঠিকঠাক চলল। ইতিমধ্যে অফিসে জয়েন করেছে সৌপ্তিক যে আবার স্বর্ণেন্দুর বড় ফ্যান। এই সুযোগে সে তার মদের আখড়ায় স্বর্ণেন্দুকে জড়িয়ে ফেলল। কাজের চাপ বেড়েছে। যে প্রেমে প্রথম প্রথম বুঁদ থাকত সেটাও একঘেঁয়েমী লাগছিল। আবার সেদিক থেকে দু-তিন পেগ মদের ঢেউ তার স্নায়ুমজ্জাকে যেন সবকিছু চিন্তা থেকে রেহাই দিত এটা যখন সে বুঝল শুভাদৃতাকে সময় কম আর ঐ বাকি সময়টা দিত মদ-মাংস,সৌপ্তিকের আখড়ায়।

সৌপ্তিকের এক ডিভোর্সী বান্ধবীর সাথে সম্পর্ক ছিল। মেয়েটির নাম ঐশী। বছর দেড়েকের মধ্যে ডিভোর্স হয়ে যাওয়ার পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় আলাপ হয় তাদের। সৌপ্তিক ঐশীর সাথে লিভইন করে। ঐশী দেখতে শুনতে ভাল। ভাল কোম্পানীর দোভাষী পদে চাকরী করে। দু’হাতে পয়সা ওড়ায়। বসের সাথে প্রোমোশানের লোভে বাইরে ঘুরতেও গিয়েছে, বিদেশী কোম্পানীর লগ্নিদাতাদের সাথে বিলাসবহুল হোটেলে রাত্রিযাপন করেছে। সৌপ্তিক সবই জানে। এসব স্বর্ণেন্দু শুনে অবাক হয়ে কিছু বলতে গেলে তাকে থামিয়ে সে বলে, ‘বস্, জীবনে কিছু পেতে গেলে কিছু ছাড়তে হবেই। ছেলেদের টাকা আর মেয়েদের শরীর- এই দুইয়ের সদ্ব্যবহার জানতে হয় তা না হলে নিচুস্তরেই পড়ে থাকবে আর বাকিরা তোমায় দেখে হেসে হুঁশ করে বেরিয়ে যাবে। এনজয় দ্য লাইফ বস্!’ একইসাথে বসে ওরা মদ খায়। স্বর্ণেন্দু গান গায়। আসর জমে যায়।

একদিন ঐ আসরেই ইলিনার সাথে স্বর্ণেন্দুর দেখা করায় ঐশী। ইলীনা এখনও সিঙ্গেল তবে ছোটখাটো এজেন্সীর মডেল। আখছাড় কিছু ম্যাগাজিন,খবরের কাগজে তার বিজ্ঞাপন বেরোয়। তবে তার ইচ্ছা রাস্তায় যেসব হোর্ডিং লাগানো থাকে তাতে তার ছবি থাকবে। হয়ে ওঠেনি। উদাসীন মনে মদ ধরেছে তাই।সেইসূত্রেই আলাপ করাতে,আসরে লোক বাড়িয়ে গানে-আড্ডায় জমাতে ইলিনাকে ঐশী নিয়ে এসেছে। প্রথম দিনেই স্বর্ণেন্দুর ব্যক্তিত্বের প্রেমে পড়ে যায় ইলিনা। আস্তে আস্তে সেখান থেকে প্রেম গাঢ় হয়ে ঘনিষ্ঠতায় মেশে। এক্ষেত্রে বলে রাখি, ইলিনা শুভাদৃতার সম্পর্কে সবটাই জানত তবু মধু যত বাসি হয় ততই তো সুস্বাদু হয় এই ভেবেই সে ঘনিষ্ঠতা বাড়াল।

সময়ের কাঁটাগুলো জীবনের সঙ্কেত।তারা কখনই এক জায়গায় বেশীদিন স্থায়িত্ব পায় না। ইলিনা ব্রেক থ্রু পেল। তার বেশ কয়েকটা বিজ্ঞাপনী মডেলের কাজ সামনাসামনিই মুক্তির অপেক্ষায় আছে। সবকটাই হোর্ডিং হবে। সে বেজায় খুশী। খুশীর চোটে সে স্বর্ণেন্দুর থেকে দূরত্ব দীর্ঘ করে প্রযোজক, ইনভেস্টরদের দিকে ঝুঁকে পড়াকে জীবনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য যথাযথ মনে করেছে। ইতিমধ্যে বেশ কিছুদিন শুভাদৃতার সাথে স্বর্ণেন্দুর কথা হয়নি। সে জানে স্বর্ণেন্দুর এখন প্রিয় খাসনবীশটি কে আর সেই ভেবেই ফোন করল সৌপ্তিককে। সৌপ্তিক সব জেনেও চুপ করে গেল। ঘরের মিথ্যা ব্যস্ততায় নিজেকে আড়াল করল।

সম্পর্কে দূরত্বের দীর্ঘতা মেয়েরা আঁচ করতে পারে। তবে সে শেষবার তার ভুলটা জানতে চায়। ঠিক কি কারণে দূরত্ব বেড়েছে সেটা একজন মেয়ের জানার অধিকার আছে। সেই অধিকারেই দীর্ঘ পাঁচমাস এরকম চলার পরে একদিন শুভাদৃতা তার সামনে স্বর্ণেন্দুকে দাঁড় করিয়ে তার খামতি কি জানতে চাইল। নীরবতা পুরুষের অস্ত্র হলেও সবক্ষেত্রে এই অস্ত্রের চল সঠিক নয়। এক্ষেত্রেও ছিল না। শেষে তার পা ধরে শুভাদৃতা তার খামতি জানতে চাইল। উত্তর অমিল তবে এক্ষেত্রে নীরবতা ছাপিয়ে স্বর্ণেন্দু বলল, ‘ভুলটা তোমার নয়। খামতি আমার মধ্যে আছে। আমিই বোধহয় সম্পর্ক, প্রেম,ভালবাসাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। তার চেয়ে দূরত্ব যখন বাড়ছেই তাতে অন্ধকার নেমে আসাই ভাল। অন্ধকার নামলে দূরত্ব মাপা যাবে না। দূরত্বকে আপেক্ষিক মনে হবে। সেই ভাল হবে’। এই বলে শেষবার ছুঁয়েও দেখেনি স্বর্ণেন্দু শুভাদৃতাকে। এরপর শুভাদৃতার মানসিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। সে কাজ ছেড়ে দেয়। স্বর্ণেন্দুও কেরালায় পাড়ি দেয়। যোগাযোগ রাখেনি সে আর। শুভাদৃতা পরে ইলিনার বিষয়টা জেনেছিল। সে এরপরে আরও ভেঙ্গে পড়ে। বাবা-মা বোঝায়। কাউন্সেলিং করায়। কিছুটা স্থিতি ফিরলেও স্বাভাবিক হতে বেশ কিছুটা সময় লাগে। যখন বিয়ে ঠিক হল সৌপ্তিককে সে ফোন করে জানাল তার বিয়ের কথা আর বলল, ‘একটা অনুরোধ রাখবে?’ সৌপ্তিকের ক্ষেত্রে নীরবতা এখানে বেশ মানিয়েছিল। আর তা বুঝেই শুভাদৃতা বলে, ‘তোমরা তো স্বর্ণেন্দুর কাছের বন্ধু। নিশ্চয়ই ওর বিয়েতে ডাকবে। একটাই অনুরোধ ও যাকেই বিয়ে করুক ওদের বিয়ে হওয়া ছবিটা আমায় প্লিজ দিও। হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরটা একই থাকবে’। সেদিন কথাগুলো সজোরে এক চড় বসিয়ে গিয়েছিল দুই নষ্ট ছেলের চরিত্রে। পরে আরেকজন জেনেছিল কিনা তা আর জানেনি শুভাদৃতা।

গতকাল বিয়ে শেষে আজ বাড়ি ছাড়ছে শুভাদৃতা। আজ আর কান্না নেই। যেটা আছে নিথর মন, শুকিয়ে যাওয়া বুদ্ধি আর পরিজনদের জন্য নিজের বেঁচে থাকা। মেয়েরা মা হয়,ঘর জোড়ে,ঘর বানায় সবই পারে তবে তার আগে সে ব্যর্থ হয়,প্রেমিকা হয়,সব হারায় আর শেষবেলায় গোধূলী লগ্নের সূর্যের মত আলো ছড়ায় আর মনে মনে কাউকে শেষদিন অবধি ভালবাসার জাল বুনে বাধ্য হয়ে বলে, ‘ যদিদং হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব ‘ অর্থাৎ ‘আমার হৃদয় তোমার হোক, তোমার হৃদয় আমার হোক। মেয়েটির মধ্যে বেঁচে থাকে এক আত্মা যে বাঁধল ঘর কার সাথে সে নিজেই জানল না।

ধারাবাহিক উপন্যাস

একটু উষ্ণতার জন্য

উত্তম বিশ্বাস

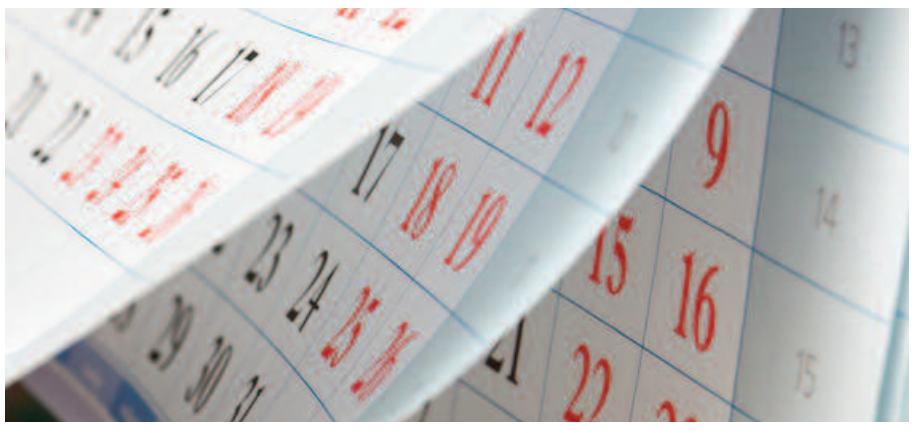

তাই তোমাকে কাছে পেয়ে মুহূর্তগুলো নষ্ট হতে দিতে চাইনি। তোমার ঐটুকু সাহচর্য্য সত্যিই চুটিয়ে উপভোগ করলাম। দীর্ঘদিনের ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া হৃদস্পন্দনটা ক্ষনিকের জন্য একটু উষ্ণতা খুঁজে পেয়েছিল বাবা।

একলা ঘরে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের অনুপস্থিতিতেই এক নিঃসঙ্গ দম্পতির বিবাহবার্ষিকী নামক এক মধুর স্মৃতিবিজড়িত দিনটির উদযাপন সেদিন চাক্ষুষ করেছিলাম। দিনটি যতটা না ছিল আনন্দের তার থেকেও বেশি ছিল বেদনাময়। এবার

আমি বুঝলাম, আমাকে এতকথা শোনানোর মানে কি। পাশাপাশি আবারও মনে পরে গেল মা’র সেই কথাগুলো। বুঝলাম তাঁর সমস্ত কথাও সব সময় ঠিক নয়। রাস্তাঘাটে কখনো কখনো কাউকে বড্ড আপন আপন লাগতেই পারে। যেমন এই ভদ্রলোকের আমাকে তাঁর সন্তানের মত লেগেছিল। ঐ বিশেষ মুহূর্তে আমিই ছিলাম সেই অসহায় বৃদ্ধ দম্পতির একমাত্র অতিথি। কিছুক্ষনের জন্য কাউকে একটু সাহচর্য্য দিতে পেরে বেশ ভাল লেগেছিল। কিছু না দিয়েও শুধুমাত্র নিজের উপস্থিতি দিয়ে যে কাউকে এত খুশি করা যায় সেটা সেদিন বেশ উপলব্ধি করেছিলাম। কথায় কথায় আরও সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। এবার সত্যি সত্যিই ভদ্রলোকের কাছে বিদায় চাইলাম ।

— নাহ্, সত্যিই তোমার অনেক দেরি করে দিলাম। এবার তোমাকে আটকে রাখাটা অন্যায় হয়ে যাবে। যাওয়ার আগে একটা কথা দেবে*আমায়?

— বলুন।

— মাঝে মাঝে আসবে আমাদের কাছে?

— অনুরোধটা শুনে কি বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। ভাবলাম, সম্পর্ক যেমন ভীষণ মায়ার, আবার জটিলও বটে। দায়সারা গোছের একটা উত্তর দিলাম। বললাম;

— পারলে নিশ্চয় আসব।

— এই বলে সেদিন বেড়িয়ে এসেছিলাম। রাস্তায় যেতে যেতে খুব মনে পরছিল সেই দম্পতির কথা।*সমাজের কত উচ্চবিত্ত একটা পরিবার এঁরা। পরিবারের সকলেই ডাক্তার। তবুও কত সমস্যা, কত অসহায়! ফেরার সময় হাওড়া থেকে ট্রেনে উঠলাম। জানালার ধারে একটা বসার সীটও পেয়ে গেলাম। বাইরের দিকে আনমনে চেয়ে আছি আর ভাবছি ওঁদের কথা। হঠাৎই নিজের সম্বিত

(১৪)

ফিরে পেলাম কারও গানের আওয়াজে। চোখ পড়ল সেদিকে। এক অন্ধ ভিখারি গান গেয়ে ভিক্ষা করছে। তার সামনে তাকে ধরে ধরে যে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে তার স্ত্রীই হবে হয়ত। সেই ভিখারিনী স্ত্রীর কোলেও আবার দু-আড়াই বছরের একটি বাচ্চা। সঙ্গে আরও একটি দশবারো বছরের ছেলে, যে হাত বাড়িয়ে যাত্রীদের কাছ থেক ভিক্ষা সংগ্রহ করছে। কিছুক্ষন চেয়ে রইলাম তাদের দিকে। মনে হল এটাওতো একটা পরিবার। সমাজের একদম নিচের তলার একটা হতদরিদ্র, নিঃস্ব, সহায়সম্বলহীন পরিবার। হয়তো এদের ভাল আশ্রয় নেই। পর্যাপ্ত আহারটুকু পর্যন্ত জোটে না। কিন্তু একটা সংসার মনে হয় আছে। যেখানে এরা সারাদিনের শেষে সবাই ফিরে আসে। সেখানে একসাথেই থাকে, একসাথেই খায়। একসাথেই ঘুমায়। আবার সকালে একসাথেই ভিক্ষার পাত্র নিয়ে বেড়িয়ে পরে। হোক না সেটা ভিক্ষাবৃত্তি। একটু সুখ তো আছে। একটু শান্তি তো আছে।

তারপরেও কেটে গেল বেশকিছু মাস। আবারও একদিন কাজের সুত্রে গেছিলাম সেই এলাকায়। ভাবলাম এত কাছে যখন এলাম, যাই একবার দেখা করে আসি। গেলাম সেখানে। ফ্ল্যাট নং- ৮০৩। হ্যাঁ, সেই নেমপ্লেট ‘ডঃ প্রদ্যুত ব্যানার্জী ও ডঃ শকুন্তলা ব্যানার্জী’। কলিংবেল বাজালাম। আবারও দীর্ঘ অপেক্ষা। সেই একি ট্র্যাডিশন। অবশেষে যিনি দরজা খুললেন তিনি সেই পরিচারিকা নন, স্বয়ং ডঃ ব্যানার্জী ।*আমাকে দেখেই খুব উচ্ছসিত। ভিতরে প্রবেশ করলাম। জিজ্ঞেস করলাম-

— ক্যামন আছেন?

— ঠিকই আছে। সেই একই রকম।

— আপনি দরজা খুললেন? চম্পা নেই?

— হ্যাঁ, আছে তো। ও একটু বেড়িয়েছে।

— এইরকমই সেদিন এক কথা দু কথা বলে বেড়িয়ে এসেছিলাম। প্রায় আধঘণ্টা ছিলাম সেখানে। খুব সাধারন কথাবার্তাই হয়েছিল সেদিন। তারপরেও দেখতে দেখতে* কেটে গেছে আরও প্রায় দীর্ঘ চার বছর। নির্বাচনের কাজে আবারও যেতে হয়েছিল সেই আবাসন এলাকায়। এবার আগে থেকেই ভেবে রেখেছিলাম একবার যাব ডঃ ব্যানার্জীর কাছে। অনেকদিন হল কোনও খোঁজখবর নেই। কাজের শেষে গেলাম সেখানে। হ্যাঁ, এইতো সেই ফ্ল্যাট। ফ্ল্যাট নং- ৮০৩। কিন্তু এবার চমকে উঠলাম! নেমপ্লেটটা তো সে কথা বলছে না। তবে কি ডঃ ব্যানার্জীরা এখানে থাকেন না? মনের মধ্যে একটা শঙ্কা, ওঁনারা ভাল আছেন তো? নাকি কোথাও চলে গেছেন? আশেপাশে তাকালাম কাউকে দেখা যায় কিনা? দেখা হলে একটু জিজ্ঞেস করতাম এঁদের কথা। এদিকওদিক তাকাতে তাকাতেই চোখে পড়ল পাশের লিফটের ডানদিকে একটি সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে কেউ নেমে আসছে বলে মনে হল। একটু অপেক্ষা করতেই দেখলাম এক ভদ্রমহিলা নেমে আসছেন। চেহারা এবং বেশভূষা দেখে মনে হচ্ছে এই আবাসনেরই কোনো ফ্লাটের পরিচারিকা হবে হয়ত। কাছে গিয়ে ঐ ফ্ল্যাটের দিকে নির্দেশ করে জিজ্ঞেস করলাম --

— দিদি। ঐ ৮০৩ নম্বর ফ্ল্যাটে* আগে ডঃ ব্যানার্জীরা থাকতেন না?

— হ্যাঁ, সেতো প্রায় দুবছর হলো ওঁনারা চলে গেছেন।

— কিন্তু ! ওঁনার স্ত্রী তো খুবই অসুস্থ ছিলেন! হাঁটাচলার অবস্থায় ছিলেন না। তাও কিভাবে......

— ওঁনার স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন। তার ৬/৭ মাস পর বিদেশ থেকে ওঁনার ছেলে এসেছিল।

(১৫)

ছেলের প্রসঙ্গ আসতেই সেই পরিচারিকা দিদিটি কে দেখলাম বেজায় চটে লাল। বললেন ,

— সত্যি! ছেলে বলতে লজ্জা হয় এদেরকে। সব এক একটা জানোয়ার! মা মারা গেলো। তার ক্রিয়াকর্ম করতে এলি না। কিন্তু গুণধর ছেলে সম্পত্তি বেচতে চলে এলি! এখানকার কেউ চিনতও না। বহু বছর বাড়িতে আসেনা চিনবে কি করে বজ্জাতটাকে! পরে একদিন দেখলাম সমস্ত মালপত্র উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। ছেলের সাথে সাথে ডাক্তার কাকুও চলে গেল।

— যাক, তাহলে তো ভালই হল। শেষ বয়সে অন্তত ছেলের সাহচর্য্যটা তো একটু পেল।

— আরে না না। ওসব কিছুই না। আমরা চারিদিকে ঘুরে বেড়াই। সব খবরই আমাদের কাছে থাকে। শুনেছি ফ্ল্যাটটা বেঁচে দিয়ে ছেলে বিদেশে চলে গেছে। আর বাবাকে কোন একটা বৃদ্ধাশ্রমে নাকি রেখে গেছে।

— সেকি!

পরের কথাটা শুনে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। কত বড় ডাক্তার! এক সময় কত নামডাক ছিল। তাঁর শেষ বেলাটা এত বিষাদময়। সারা জীবন ভদ্রলোক নিকট মানুষজনের কাছে পরিত্যক্তই রয়ে গেলেন। ফিরে আসার সময় একবার ঘুরে তাকালাম ফ্ল্যাটটার দিকে। ফ্ল্যাট নং- ৮০৩। দরজার গায়ে একটা বড় পেতলের ঝকঝকে নেমপ্লেট। মিঃ সব্যসাচী বাগচি, রিটায়ার্ড কর্নেল ও মিসেস অজন্তা বাগচি, প্রাক্তন শিক্ষিকা...। আবার একটা বৃদ্ধ দম্পতি! জানি না ঐ চারদেওয়ালের ভিতরে কেমন আছেন সেই দম্পতি? এঁদেরকেও কি একাকীত্ব গ্রাস করেছে? এঁনারাও কি অসহায়? এঁনারাও* একটু উষ্ণতার অপেক্ষায় বসে নেই তো? নিশ্চয় না। ভালই থাকবেন আশাকরি। মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম তাই যেন হয়। এই বাগচি দম্পতির ভবিতব্য যেন ডঃ প্রদ্যুত ব্যানার্জী ও ডঃ শকুন্তলা ব্যানার্জীর মত না হয়। ওঁনারা যেন জীবনের এই শেষ প্রান্তে পৌঁছে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিবার পান। জীবনের যাবতীয় উষ্ণতা যেন এঁনারা পরিবারের কাছেই খুঁজে পান। আরও একবার মনে থেকে প্রর্থনা করলাম, আপনারা ভাল থাকবেন মিঃ এন্ড মিসেস বাগচি। *(শেষ)*

ইংরেজি ক্যালেন্ডারের ইতিহাসের পাতায় জন্ম বৃত্তান্ত

ডাঃ গৌতম কুমার ভদ্র

অবশেষে এসে গেছে আরও একটি নতুন বছর। ২০২৪ সালকে পেছনে ফেলে রেখে, বহু স্মৃতিকে সঙ্গে নিয়ে, বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে আরও আশা ভরসা সম্বল করে আজ শুরু হল ২০২৫। মহা ধূমধামের সঙ্গে সারা বিশ্ব এই নতুন দিনটিকে পালন করবে নানা ভাবে। কিন্তু ঠিক কিভাবে পয়লা জানুয়ারি দিনটিকে নববর্ষ হিসাবে চিহ্নিত করা হল, একটি বিশেষ উৎসবের দিন হিসেবে শুরু করা হল তা জানতে অবশ্যই ইতিহাসের পাতা উল্টাতে হবে।

গেগ্রিয়ান ক্যালেন্ডার এর হিসাবে জানুয়ারি মাসের ১ তারিখটি আরম্ভ হয় ইংরেজি নতুন বছর। প্রসঙ্গত, প্রথম ১ জানুয়ারি নববর্ষ উদযাপনের অনুষ্ঠান হয়েছিল ব্যাবিলনে। সময়টা ছিল খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দ। ব্যাবিলনের পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী, আকাশের দেবতা মারদুক সমুদ্রের পিশাচিনী তিয়ামাতকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। শুরুমহোউৎসব। এই বিজয়কে স্মরণ করে উৎসব হয়। উৎসবটি ব্যাবিলনের ‘অকিতু’ নামে পরিচিত। মেসোপটেমিয়ার লোকজন এই উৎসব ১জানুয়ারি পালন করতেন।

প্রকৃতপক্ষে, এই অকিতু উৎসবই নববর্ষের উৎসব বলে গণ্য করা হত। এই বিশেষ দিনটিতে ব্যাবিলনীয় রাজার মস্তক শোভিত হত সোনা ও হীরে খচিত মুকুটে। আবার কখনো কখনো পুরনো রাজার রাজ দন্ডের প্রতীক পুজো করার প্রথা চালু ছিল। যখন এই ঘটনাটি ঘটেছিল তখন ব্যাবিলনের বিখ্যাত রাজা ছিলেন হামুরাবি।

ক্যালেন্ডারের প্রারম্ভে দিন সংখ্যা ছিল ৩০৪। আর মাসের সংখ্যা ছিল ১০টি। সূর্যের পরিক্রমন কালের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করতে ক্যালেন্ডার এ অতিরিক্ত ৯০ দিন যোগ করেছিলেন রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার। এইভাবেই ‘জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের’ সূচনা হয়েছিল।

রোমানদের সর্বশক্তিশালী দেবতা জানুসের নাম অনুসারে বছরের শুরু মাসটির নামকরণ করা হয় জানুয়ারি।। রোমানরা মনে করেন, তাদের সবকিছুর সূচনায় আছে দেবতা জানুসের মহান ক্ষমতা। তাই শুরু ভালো হলে সারা বছরই ভালো কাটবে বলে তারা বিশ্বাস করতেন। এই দেবতা অতীত এবং ভবিষ্যৎ দেখতে পেতেন। এবং সকলের দুঃখ-কষ্ট নির্মূল করতেন। মধ্যযুগের ইউরোপের খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা ২৫ ডিসেম্বর যিশুখ্রিস্টের জন্মদিনে দিনটিকে নববর্ষ হিসাবে পালন করতেন।

১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরি পয়লা জানুয়ারিকে নববর্ষের দিন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

সুপ্রাচীন কালের বিভিন্ন সভ্যতার বিভিন্ন ধরনের দিনপঞ্জি ছিল। তবে বেশিরভাগ সভ্যতার মধ্যেই একটা বিষয় বেশ মিল পাওয়া যায়।

যেমন নবান্নের দিনটিতে তাঁরা নববর্ষের দিন হিসাবে পালন করতেন। এই ব্যাপারে মিশরীয়রা ছিল বেশ খানিকটা ব্যতিক্রমী। লুব্ধক নক্ষত্রের উদয় কালে নীল নদে বান আসলে তারা নববর্ষের আয়োজন শুরু করত। চীনের মানুষেরা শীত ঋতুর অবসানে দ্বিতীয় পূর্ণিমা তিথিতে নববর্ষ পালন করত।

ইংরাজি নববর্ষের মতো ইংরেজী মাসগুলির নামকরণেও আছে দীর্ঘ ইতিহাস। দেবতা জানুসের নাম অনুসারে যেমন হয়েছে জানুয়ারি মাস, তেমনই লাতিন শব্দ ‘ফেব্রুয়া’ থেকে হয়েছে ফেব্রুয়ারি। ‘ফেব্রুয়া’ কথাটির অর্থ হল ‘পাপের শাস্তি’। তৎকালীন সময়ে এই মাসটিতে জরিমানা, বিভিন্ন রকমের শাস্তির মাধ্যমে অপরাধীদের শুদ্ধিকরণ করা হত। রোমানদের যুদ্ধের দেবতা ‘মার্স’।মার্স নামটি থেকেই মার্চ মাসের নামকরণ করা হয়। জুলিয়াস সিজার এই মাসটিকে বছরের তৃতীয় মান হিসেবে ক্যালেন্ডারের পাতায় স্থান দিয়েছিলেন। কনস্টান্টাইনের আমলে মার্চের নামকরণ করা হয় ‘মিয়ার্স’। এপ্রিল মাসটিকে রোমানরা ‘এপ্রিয়ালস’ (শক্তির দেবতা) নামে অভিহিত করতেন। গ্রীক দেবী আফ্রোদিতির নামানুসারে মাসটির নাম হয় ‘এপ্রিল’। রোমানদের বসন্ত ও সতেজতার দেবী ‘মায়া’-র নাম অনুসারে মে মাসের উৎপত্তি হয়। বিবাহের পৃষ্ঠপোষকতা দেবী ‘জুনো’ নাম থেকে হয় জুন। সম্রাট জুলিয়াস সিজারের জন্ম হয় জুলাই মাসে। তাই তার নাম অনুসারে মাসটির নাম রাখা হয় জুলাই। সম্রাট অগাস্টাস রোমের গৃহযুদ্ধ মিটিয়ে শান্তি স্থাপন করেছিলেন বলে তার সম্মানার্থে ‘আগস্ট’ মাসের নামকরণ করা হয়। যুদ্ধে শান্তি বিরাজকে কেন্দ্র করে সেপ্টেম্বর নামকরণ করা হয়। লাতিন শব্দ সপ্তম। লাতিন শব্দ ‘অকটম’থেকে এসেছে অক্টোবর। অকটম শব্দটির অর্থ অকপটে দান-ধ্যান। আর ‘নভেম’ দেবতার নাম থেকে এসেছে নভেম্বর। ‘নভেম’ দেবতা ছিলেন শান্তির দেবতা।লাতিন শব্দ ডিসেম থেকে ডিসেম্বর কথাটি উৎপত্তি। ডিসেম কথাটির অর্থ সর্বাঙ্গ সুন্দর। জুলিয়ান ক্যালেন্ডার এর এটি বছরের ১২ তম মাস হিসাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।আনুষ্ঠানিকভাবে নিউ ইয়ার অথবা ইংরেজি নববর্ষকে উৎসব হিসেবে পালন শুরু হয় উনিশ শতক থেকে।

নববর্ষের আগের দিনটি সমগ্র বিশ্ব উৎসব মুখরিত হয়ে ওঠে নানান সভ্যতা, নানান সংস্কৃতির কালের চক্রে যত বেশি অগ্রসর হয়েছে উৎসব উদযাপনের ছবিটাও ক্রমশ পাল্টে গেছে। এখন বলতে গেলে ইংরেজি নববর্ষ কার্যত সকলেরই উৎসব। সকল সংস্কার, বাধা-বিপত্তি রীতিনীতিকে অতিক্রম করে নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে সকল দেশ তথা সকল দেশের মানুষ উন্মুখ হয়ে থাকে নববর্ষের উৎসবে গা-ভাসিয়ে দিতে। ওঠে নতুন সূর্য, মনে জাগে নতুন নতুন আশা ভরসা। সমস্ত গ্লানিকে দূরে রেখে সকলেই এগিয়ে যেতে চান নতুনের দিকে। স্বাগত ২০২৫।